NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ টানটান উত্তেজনার পর সিরিজ পকেটে পুরল ভারত

নবনীতা দেব সেন একাই একShow! ৮

কলকাতা ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ১৮ মাঘ ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৩১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 01.02.2025, Vol.18, Issue No. 231, 8 Pages, Price 3.00

তৃণমূল কর্মী খুনে উত্তেজনা নৈহাটিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনা ঘিরে শুক্রবার তীব্র উত্তেজনা ছড়ালো নৈহাটিতে। মৃতের নাম সন্তোষ যাদব (৩২)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বিকেলে গৌরীপুর জুটমিল লাইনের বাসিন্দা সন্তোষকে গোয়ালাপাড়া জোড়া বাড়ির কাছে টোটো থেকে নামিয়ে কয়েকজন বেধড়ক পেটায়। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে নৈহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। এই ঘটনাকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় নৈহাটিতে। অভিযোগ, সন্ধেয় গৌরীপুর জুটমিল লাইনে বিজেপি কর্মী কানাই সাউয়ের বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় তৃণমূলের লোকজন। তাছাড়া গৌরীপুরে বিজেপির অস্থায়ী কার্যালয় সিং ভবনে ভাঙচুর চালিয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে শাসকদলের লোকজনের বিরুদ্ধে। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপির লোকজন সন্তোষকে গুলি করে খুন করেছে। ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিকের অভিযোগ, ঘটনায় অভিযুক্ত ধাওড়া রাজেশ অর্জুন সিং ঘনিষ্ঠ।

ঘটনাস্থলে এসে ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া বলেন, 'সন্তোষ যাদব নামে একজন টোটো করে যাচ্ছিলেন। তখন পিছন দিক থেকে দুটি বাইকে ছয়জন এসে টোটো আটকায়। এরপর ওকে টোটো থেকে নামিয়ে চড়-থাপ্পড় মারা হয়। পরে ইঁট দিয়ে থেঁতলে ওকে খুন করা হয়েছে। অপরাধীদের চিহ্নিত করা হয়েছে। অপরাধীরা খুব শীঘ্রই ধরা পড়বে।' পুলিশ কমিশনারের দাবি, 'গুলি চালানোর কোনও ঘটনা ঘটেনি। দুটি গ্রুপের মধ্যে ব্যক্তিগত বিবাদের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে।' অপরদিকে নৈহাটির ঘটনা নিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'সন্তোষ যাদব সাট্টার বুকি চালাতো। লোটোর কারবারও করতো। যদিও এসবের পিছনে রয়েছে গুড্ডু, যিনি লোটোর মালিক।' তাঁর দাবি, ২০২১ সালে রাজেশ সাউয়ের ওপর গুলি চালিয়েছিল এই সন্তোষ। যদিও সেদিন প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল রাজেশ। তাছাড়া বন্ধ গৌরীপুর জুটমিলের জমিজমা বিক্রি নিয়ে ওদের মধ্যে লড়াই ছিল।

প্রাক্তন সাংসদের সংযোজন, দুদিন আগে ওদের মধ্যে মারপিট হয়েছিল। থানায় অভিযোগ জমাও পড়েছিল। কিন্তু পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। পুলিশ পদক্ষেপ নিলে এতবড় ঘটনা ঘটতো না। এদিন দু'পক্ষের মধ্যে মারপিট হয়েছিল। সন্তোষ থানায় অভিযোগ জানাতে যাচ্ছিল। পথে ওকে পাঁচ-ছয় মিলিয়ে ধরে পিটিয়ে মেরে ফেলে। তাঁর কটাক্ষ, পার্থ ভৌমিক থেকে শুরু করে সনৎ দে, অশোক চট্টোপাধ্যায় সবাই বলছে গুলি চলেছে। কিন্তু পুলিশ বলছে গুলি চলেনি। কারা সঠিক বলছে, সেটা বোঝা খুব মুশকিল। এদিন তিনি জোরের সঙ্গে দাবি করেন, তৃণমূল তৃণমূলকে খুন করছে। গুন্ডাদের মদত করছে তৃণমূল। পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে আসামিদের ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তৃণমূল জমানায় বিজেপি করা লোক কিভাবে মদ বেচবে কিংবা সাট্টার ঠেক চালাবে, তা নিয়েই প্রশ্ন তুললেন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। তাঁর দাবি, জমিজমা বিক্রির লড়াই এবং পুরানো আক্রোশের জেরেই নৈহাটিতে খুনের ঘটনা ঘটেছে। এটা কোনও রাজনৈতিক ঘটনা নয়।

আজ তৃতীয় মোদি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ

১০ বছরে বিদেশি ইন্ধন ছাড়া বাজেট: মোদি

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি: শনিবার তৃতীয় মোদি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। তার আগে শুক্রবার সংসদের দুই কক্ষের সদস্যদের সামনে ভাষণ দেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতির ভাষণের আগে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যে কোনও ধরনের বড় আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমরা মা লদীকে স্মরণ করি। আজও আমি সেটাই করতে চাই। মা লদী গরিব এবং মধ্যবিত্তদের উপর সদয় হন, এটাই প্রার্থনা।' এরপরই মহালদীর মন্ত্র আওরাতে শোনা যায় প্রধানমন্ত্রীকে।

লদী স্তবের পর মোদি বলেন, 'দেশবাসী আমাকে তৃতীয়বারের জন্য তাঁদের স্বপ্নপূরণের উদ্দেশ্যে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন, তাতে আমি আপ্লুত। আগামী ২৫ বছর সমৃদ্ধ ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতার শতবর্ষে বিকশিত ভারতের স্বপ্নপূরণের সংকল্প নিয়েছে এই সরকার। এবারের বাজেট সেই সংকল্প পূরণের লক্ষ্যে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। রিফর্ম, পারফর্ম, ট্রান্সফর্ম, এটাই আমাদের লক্ষ্য। এবারের বাজেট নতুন ভারতের স্বপ্নপূরণের বাজেট হতে চলেছে।'

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা, 'এবারের বাজেট দেশবাসীর জন্য নতুন বিশ্বাসের সোপান হতে চলেছে। নারীশক্তির পুনঃজাগরণের উদ্যোগ নেওয়া হবে। আমাদের দেশে যুবশক্তির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতার শতবর্ষে দেশের সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তাঁরাই নেবেন। তাঁরা যখন ৪০-৫০ বছর বয়সে যাবেন, তাঁরা লাভবান হবেন।' মোদির কথায়, ভারতের শক্তি গোটা বিশ্বে নিজের আলাদা পরিচিতি তৈরি করেছে। স্বাধীনতার শতবর্ষে পূর্ণরূপে বিকশিত ভারতের আত্মপ্রকাশ হবে। সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছে তাঁর সরকার।

বাজেট পেশের আগের দিন সংসদ ভবনে ঢোকার আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, '১০ বছরের মধ্যে এই প্রথম বাজেট অধিবেশন হতে চলেছে, যেখানে কোনও বিদেশি ইন্ধন নেই।' তাঁর আরও মন্তব্য, বিদেশ থেকে কোনও না কোনও ভাবে ইন্ধন দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। আর এখানে বসে কিছু মানুষ সেই ইন্ধনে মদত জোগান। প্রধানমন্ত্রীর এই 'বিদেশি ইন্ধন' মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়ে গিয়েছে জল্পনা। রাজনীতিকদের অনেকেই মনে করছেন, এই ধরনের মন্তব্য করে পরোক্ষে বিরোধীদের নিশানা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

মোদি বলেন, '১০ বছর ধরে দেখে আসছি। ২০১৪ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত যত বাজেট অধিবেশন হয়েছে, তার ঠিক এক বা দু'দিন আগে বিদেশ থেকে নানা রকম ভাবে ইন্ধন জোগানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এই প্রথম বার দেখলাম এ রকম কোনও ঘটনা ঘটল না।' তবে পাশাপাশি মোদি এটাও জানিয়েছেন যে, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, এ বারের বাজেট অধিবেশন ২০৪৭ সালে 'বিকশিত ভারত' গড়ে তোলার লক্ষ্যে এক নতুন আত্মবিশ্বাসের জন্ম দেবে। তাই বিরোধীদের সকলকেই এই অধিবেশন সুষ্ঠু ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'বন্ধুগণ, আশা করছি এই বাজেট অধিবেশন এক নতুন আশা, নতুন সঙ্কল্প নিয়ে শুরু করব।'

এ বারের বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছে ৩১ জানুয়ারি। দু'দফায় হবে এই অধিবেশন। ১৪ এপ্রিল শেষ হবে। এ বারের বাজেটে তরুণ প্রজন্ম এবং মহিলাদের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মোদি। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, 'আমার তৃতীয় বারের মেয়াদে এটি প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট। জোর কণ্ঠে বলতে পারি যে, ২০৪৭ সালে দেশ যখন স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্ণ করবে, 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যও পূর্ণ হবে। বিশেষ করে নারীশক্তিই এবং নারীশক্তির উন্নয়নই হবে আমাদের প্রধান লক্ষ্য। গুরুত্বের বিচারে দ্বিতীয় স্থানে থাকবে সংস্কার, পরিবর্তন।'

কমবে আর্থিক বৃদ্ধির গতি: রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি: ২০২৫-'২৬ আর্থিক বছরে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট বা জিডিপি) হার নিম্নমুখী হওয়ার ইঙ্গিত দিল কেন্দ্রের আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্ট। আসন্ন অর্থবর্ষে জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬.৩ থেকে ৬.৮ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করবে বলে সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি, আগামী বছরও শ্লথ হতে পারে আর্থিক বৃদ্ধির গতি।

শনিবার, ১ ফেব্রুয়ারি সংসদে বাজেট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। ঠিক তার আগের দিন ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষের আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করল কেন্দ্র। রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশের অর্থনীতির মৌলিক ভিত্তিগুলি যথেষ্ট শক্তিশালী রয়েছে। বিদেশি মুদ্রা ভান্ডারও যথেষ্ট। রাজস্ব একত্রীকরণ এবং স্থিতিশীল বেসরকারি খরচ পরিলক্ষিত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারসাম্য বজায় রেখে ২০২৬ আর্থিক বছরে জিডিপির হার ৬.৩ থেকে ৬.৮ শতাংশ থাকবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন কমেছে বলে জানিয়েছে আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্ট। এর জন্য বিশ্ব জুড়ে দুর্বল চাহিদা এবং আবহাওয়ার খামখেয়ালিকে দায়ী করেছেন সমীক্ষকেরা। আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী, স্থিতিশীল অভ্যন্তরীণ চাহিদার জেরে বেসরকারি খরচ খুব বেশি বাড়েনি। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চাহিদা নিম্নমুখী হওয়ায় উৎপাদনের সূচক নেমেছে।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে খাদ্যে মুদ্রাস্ফীতি যে যথেষ্ট উদ্বেগজনক ছিল, তা আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে। ২০২৫ অর্থবর্ষের শেষ তিন মাসে এটি হ্রাস পাবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। খারিফ শস্য বাজারে এলে সব্জির দাম হ্রাস পাবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।

মহাকুম্ভে পদপিষ্ট মৃতদেহের ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে উদ্বিগ্ন রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: চরম অমানবিক উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকার। প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে মৃতদের দেহের ময়নাতদন্ত না করে বা যথাযথ ডেথ সার্টিফিকেট না দিয়ে পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে দেহ। এই ঘটনায় রাজ্য সরকার উদ্বিগ্ন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পান্থ বিষয়টি নিয়ে উত্তরপ্রদেশের সরকারের সাথে কথা বলছেন।

জানা গিয়েছে, মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে মৃত এ রাজ্যের দুই বাসিন্দার দেহ রাজ্যে পাঠানো হয়েছে। ডেথ সার্টিফিকেটের বদলে তাদের একটি চিরকুট দেওয়া হয়েছে। তাতে উত্তরপ্রদেশ সরকারের কারও স্বাক্ষর নেই। শুধুমাত্র মৃতের নাম, ঠিকানা আর যিনি মৃতদেহ নিচ্ছেন, সেই পরিজনের নাম ও স্বাক্ষর থাকছে। এমন চিরকুট-সহ দেহ নিয়ে আসার পর দাহ করার সময় ডেথ সার্টিফিকেট না থাকায় আইনি জটিলতা তৈরি হচ্ছে। মৃতদের পরিজনকে যে চিরকুট দেওয়া হয়েছে, তার আইনি বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। ডেথ সার্টিফিকেট না পাওয়া গেলে সরকারের পক্ষে আর্থিক সাহায্য দেওয়াও সমস্যার।

এই বিষয়ে জানতে পারার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যসচিবকে উত্তরপ্রদেশ সরকারের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের নির্দেশ দেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। রাজ্যের বিদ্যুৎ ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন উত্তরপ্রদেশ সরকারের আচরণ অমানবিক। ডেথ সার্টিফিকেট না পাওয়া গেলে মৃতের পরিজন কোনও ভাবেই মৃতের সম্পত্তির উত্তরাধিকারও দাবি করতে পারবেন না। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ মানবিকতার সঙ্গে বিচার করেই যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেবে।

এখনও রাজ্যের বহু মানুষ মহাকুম্ভে নিখোঁজ। তালিকা লম্বা হচ্ছে। এই নিখোঁজদের অনেকে হয়তো পরে দেখা যাবে মৃত। নিখোঁজদের তালিকা তৈরি করে এবং এ রাজ্যের কত মানুষ মারা গিয়েছেন; সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েই উত্তরপ্রদেশ সরকারের সঙ্গে ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন।

'লাশ লুকোচ্ছে যোগী সরকার'

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহাকুম্ভের বিপর্যয়ে ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলেই জানিয়েছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। তবে মৃতের সংখ্যা গোপন করা হচ্ছে বলে বিস্ফোরক অভিযোগ ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। দিল্লি যাত্রার আগে দমদম বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে যোগী প্রশাসনকে বিঁধলেন তিনি।

অভিষেক এদিন বলেন, 'কখনও বলছে ৩০ জন। তখনও বলছে ৪০ জন। মহাকুম্ভে কমপক্ষে ১০০ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের সংখ্যা গোপন করার চেষ্টা চলছে। গরিব মানুষের জন্য কোনও ব্যবস্থা নেই। বিজেপি বিরোধী কোনও রাজ্যে এমন ঘটনা ঘটলে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি উঠত। বড় বড় উদ্যোগপতিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। তাঁদের খাতির করে নিয়ে যাচ্ছে প্রশাসন। মহাকুম্ভের বিপর্যয় অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি আশা করব এই ঘটনা থেকে যেন শিক্ষা নেয় বিজেপি। তারা কোনও ঘটনা থেকে শিক্ষা নেয় না। ভাবে, দেশটাকে কিনে রেখেছি।' অভিষেকের মতে, 'মহাকুম্ভে এত মানুষ যখন যাবে, তখন মিনিমাম ব্যবস্থাপনা দরকার ছিল। এখানে পরিকল্পনা কম। ব্যবস্থা নেই। শুধু প্রচার।'

এবার রাজ্যপালের ভাষণের মাধ্যমেই সূচনা হবে বাজেট অধিবেশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য বিধানসভার এ বারের বাজেট অধিবেশনে রাজ্যপালকে চাইল নবান্ন। জল্পনার অবসান ঘটিয়ে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবার জানিয়েছেন, প্রথা মেনে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বক্তৃতা দিয়ে শুরু হবে ২০২৫ সালের বাজেট অধিবেশন। স্পিকার বলেন, '১০ ফেব্রুয়ারি রাজ্যপালের ভাষণের মাধ্যমে অধিবেশনের সূচনা হবে। ভাষণের উপর আলোচনার জন্যও এক দিন রাখা হবে।'

প্রসঙ্গত, নবান্ন-রাজভবন সংঘাতের আবহে ২০২৪ সালে রাজ্যপালের ভাষণ ছাড়াই বাজেট অধিবেশন হয়েছিল। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় রাজ্যপাল ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বিরোধ নতুন নয়। তবে বাংলায় গত কয়েক বছরে তা প্রবল। রাজ্যপাল বোস বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধে। পাল্টা রাজ্যপালের বিরুদ্ধেও বিভিন্ন অভিযোগে সরব হয়েছেন মমতা-সহ রাজ্যের শাসকদলের নেতা-নেত্রীরা। উঠেছে রাজ্যপাল বোসকে অপসারণের দাবিও।

তবে সেই সংঘাতের আবহে সম্পর্কে যে খানিক বদল এসেছে, তা সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনায় কিছুটা স্পষ্ট হয়েছে। গত ২৬ জানুয়ারি রাজ্যপালের চায়ের আসরের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে মুখ্যমন্ত্রী সপার্ষদ রাজভবনে গিয়েছিলেন। এ বার বাজেট অধিবেশনের সূচনা ভাষণের জন্য রাজ্যপালকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ইতিমধ্যেই বিধানসভা সচিবালয় এবং পরিষদীয় দপ্তর চিঠি পাঠিয়েছে রাজভবনে। স্পিকার জানিয়েছেন, আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি বোসের ভাষণের মাধ্যমে বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরুর দু'দিন পরে, অর্থাৎ ১২ তারিখ পেশ হবে রাজ্য বাজেট।

আপ ছাড়লেন ৭ বিধায়ক

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি: ভোটের ঠিক আগেই বড় ধাক্কা খেল আপ। শুক্রবার দল থেকে ইস্তফা দিলেন ৭ জন বিধায়ক। তাঁদের মধ্যে দুজন ইস্তফাপত্রে পরিষ্কার জানিয়েছেন, দল ও দলের সুপ্রিমো দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের উপরে ভরসা নেই তাঁদের। উল্লেখ্য, এই বিধায়কদের কাউকেই আগামী নির্বাচনে টিকিট দেওয়া হয়নি। পালমের বিধায়ক ভাবনা গৌর একটি চিঠিতে কেজরির উদ্দেশে লিখেছেন, তিনি দল ছাড়ছেন। আর এর পিছনে কারণ একটাই। দল ও কেজরিওয়ালের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলা। অন্যদিকে, কস্তুরবানগরের বিধায়ক মদনলালের চিঠিতেও একই কারণ দেখানো হয়েছে। তিনি লিখেছেন, 'আমি আম আদমি পার্টির প্রাথমিক সদস্যপদ ত্যাগ করছি। কেননা আমি আপনার উপর থেকে এবং দলের উপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি।'

'গরিবরা আরও গরিব হচ্ছে' বাজেটের আগে মন্তব্য অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাত পেরলেই ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করবে তৃতীয় এনডিএ সরকার। তবে তাতে জনস্বার্থে কিছু হবে বলে আশা করছে না তৃণমূল। আর সেই ইস্যুতে কেন্দ্রকে ফের চাপে ফেলতে প্রস্তুত হচ্ছে তৃণমূল। শুক্রবার দিল্লি যাওয়ার আগে দমদম বিমানবন্দরে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় সেটাই স্পষ্ট হল। তাঁর কথায়, 'যেদিন থেকে মোদি সরকার ক্ষমতায় এসেছে, সেদিন থেকেই তো বাজেটের ফলাফল একটাই। গরিবরা আরও গরিব হয়েছে আর বড়লোকদের ধনসম্পদ আরও বাড়ছে।'

কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। আজ ভবিষ্যৎ ভারতের আর্থিক রোডম্যাপ তৈরি করতে বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। সূত্রের খবর, এবারের বাজেটে সুখবর থাকছে ইপিএফও স্কিমের পেনশন ভোগীদের জন্যে। প্রথমত বাড়ানো হচ্ছে ইপিএফের ন্যূনতম পেনশন, দ্বিতীয়ত মূল পেনশনের সঙ্গে ডিএ দেওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে বলে খবর। তবে এবার দেশের জিডিপির হার নিম্নমুখী হবে বলে ইঙ্গিত মিলেছে অর্থনৈতিক সমীক্ষায়। আর সেটাই উদ্বেগের। এই পরিস্থিতিতেই অভিষেক বাজেট নিয়ে যথেষ্ট হতাশা প্রকাশ করলেন।

শুক্রবার দিল্লি যাওয়ার আগে বিজেপির সমালোচনা শোনা গেল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায়। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচন। তা নিয়ে অভিষেক বলেন, 'বিজেপি যত প্রতিহিংসা দেখাবে, যত ধরপাকড়, জেলবন্দি করবে, তত জনতার রায় তাদের বিরুদ্ধে যাবে। এটা আগেও প্রমাণিত হয়েছে। দিল্লিতেও তাই হবে।' এরপর বাজেট নিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'বাজেট আর কী হবে? একটা জনবিরোধী সরকার চলছে। এযাবৎকাল তো আমজনতাকে সুবিধা দিয়ে কিছু হয়নি বাজেটে। কর বলুন বা অন্য কোনও আর্থিক ছাড়, সবই বড়লোকদের জন্য। গরিব আরও গরিব হয়েছে।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ৩০/০১/২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫০১ নং এফিডেভিট বলে Sanjay Kumar Das S/o. Biswanath Das ও Sanjay Das S/o. B. N. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/০১/২০২৫ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২৮৭ নং এফিডেভিট বলে Lipika Ghoshal W/o. Samar Ghoshal ও Lipika Samar Ghoshal W/o. Samar Ghoshal R/o. Saratpally Kaliagarh, Patuli, Balagarh, Hooghly-712501, W.B. সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০১/২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫০২ নং এফিডেভিট বলে Sanjoy Kumar Saha S/o. Sachindra Nath Saha ও Sanjoy Saha S/o. Lt. S. N. Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Utpal Kumar Majumder S/o. Late Promode Ranjan Majumder R/o. Shastri Nagar Kanaipur, P/O. Bara Bahera P.S.- Uttarpara Hooghly, Pin-712246 আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার এবং বাবার নাম ভুল আছে। ০৬/০১/২০২৫ তারিখে 1st ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীরামপুর কোর্ট এফিডেভিট (১২১) প্রমান করি Utpal Kr. Majumdar আর Utpal Kumar Majumder বাবার নাম P.R. Majumdar আর Late Promode Ranjan Majumder দুইজন এক আর অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০১/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২৭০ নং এফিডেভিট বলে Amitava Das S/o. Panchanan Das ও Amitabha Das S/o. P. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/০১/২০২৫ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২৮৬ নং এফিডেভিট বলে Samar Ghoshal H/o. Lipika Ghoshal ও Samar Satyaranjan Ghoshal H/o. Lipika Samar Ghoshal S/o. Satyaranjan Ghoshal R/o. Saratpally Kaliagarh, Patuli, Balagarh, Hooghly-712501, W.B. সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল, সুনীল রাউথ, পিতা-স্বর্গীয় বিদ্যা রাউথ, সাং-আশ্রমপাড়া উত্তর গণিপুর, পোষ্ট অফিস- গণিপুর, থানা-মহেশতলা, কোলকাতা- ৭০০১৪১ একখানি জমি ১৩/০৫/২০২২ তারিখে যাহার ১ নং বহির, ১৬০৭-২০২২ নং ভল্যুমের, পৃষ্ঠা ২২৫৩৭৪ হইতে ২২৫৩৯৯, দলিল নং-১৬০৭০৬৮৬২ সাল ২০২২ তৎকালীন মালিক শ্রী সুমন নস্কর, পিতা- স্বর্গীয় কমল নস্কর মহাশয়ের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী তপন নস্কর, পিতা- স্বর্গীয় ভবতরণ নস্কর এর নিকট হইতে খরিদ করেন। উক্ত আমমোক্তার নামা দলিলখানি যাহা ১৪/০১/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর. বেহালা অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির, ১৬০৭-২০২২ নং ভল্যুম, পৃষ্ঠা ১৯৬৪৫ হইতে ১৯৬৬২, দলিল নং-১৬০৭০০৪৫৪ সাল ২০২২।

উক্ত জমির অবস্থান, মৌজা- গণিপুর, জে.এল. নং-১৩, কালেক্টরীর তৌজি নং-৬৪, আর.এস. ৩৮২, এল.আর. ১৫৪১ নং খতিয়ানের, আর.এস. ও এল.আর. ৪৫০ নং দাগে কমবেশী ১ কাঠা ৮ ছটাক, যাহা মহেশতলা পৌরসভার ১৫ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, থানা-মহেশতলা, কোলকাতা- ৭০০১৪১, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

বিগত ইংরাজী ২৬/০১/২০২৫ তারিখে আজকাল বাংলা পত্রিকা এবং দি ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস ইংরাজী পত্রিকায় ভুলক্রমে উক্ত বিক্রয় দলিল ও আমমোক্তার নামা দলিল নম্বর উল্লেখ হয় নাই।

Swapan Kumar Banik
L.L.B. Advocate
Alipore, Judges Court, Kolkata-700027
WB/534/94
Date : ২৯.০১.২০২৫

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১ লা ফেব্রুয়ারি। শনিবার, ১৮ই মাঘ। তৃতীয়া তিথি তিথি, জন্মে কুম্ভ রাশি, অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তোরী রাহু র মহাদশা, মৃতে এক পাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্তোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ। আজ অন্যের কাছে বিষয়ম হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

It is notified for all that original deed on I-3992 executed at ADSR DURGAPUR on 02.06.1989 by the Govt. of WB as Lessor and Ardhendu Sekhar Halder Lessee in c/w Plot of 2.5 cottahs situated at D-3/10 USB/PV Preeti Bihar Non-Company Housing scheme City Centre CS Plot-3601(P) Mouza:- Faridpur JL-74 Tousi 20 Khatian 1362 PS Durgapur Burdwan is lost. Said lessee died on 18.04.11 survived by legal heirs Mamata Halder(Wife), Saikat Halder(Son), Nilanjana Mukherjee (Married daughter), GD lodge at Baguiati PS NO.1275/25 dtd 15.01.2025. Any transaction entered into by any person on the basis of such original conveyance dtd 2nd June 1989, shall be dealt with according to law.

Atabi Banerjee (Advocate)
Enrolment No WB/392/1988

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমি **ইসরাইল সেখ,** পিতা - নুর মহাম্মদ সেখ, সাং- মোল্লাপাড়া, পোঃ- শ্রীমায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, এই মর্মে ঘোষনা করিতেছি যে, বিক্রেতা- ১) **আসরফ আলি সেখ ২) ওসমান আলি সেখ ওরফে ওছমান সেখ** উভয়ের পিতা-৺উমের আলি সেখ, উভয়ের সাং- মোল্লাপাড়া, পোঃ- শ্রীমায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, গত ইংরাজী ১৯৯৭ সালে নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৮ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে উক্ত ১ নং বিক্রেতার পক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত নিযুক্ত আমমোক্তার ও আত্মপক্ষে স্বয়ং ২ নং বিক্রেতা অর্থাৎ **ওসমান আলি সেখ ওরফে ওছমান সেখ** পিতা-৺উমের আলি সেখ,সাং- মোল্লাপাড়া, পোঃ- শ্রীমায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, নিকট হইতে আমি গত ইংরাজী ১৯৯৯ সালে নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১১৫১ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে নবদ্বীপ থানার অধীন ১০ নং রাজাপুর মৌজার আর.এস. ও এল.আর. ৪৪৪ নং দাগের আর.এস. ১৭৭ ও ৬৩৬/১ নং খতিয়ান ভুক্ত (০.০১০০+০.০৬১৫) একুনে ৪৩৭ নং, এল.আর. ০.০৭১৫ একর সম্পত্তি খরিদ করিয়াছি। উক্ত সম্পত্তি আমি নবদ্বীপ বি.এল.এন্ড.এল.আর.ও. অফিসে আমার নিজ নাম রেকর্ড ভুক্ত করাইতে চাই। উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোনো আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে ১৫ দিনের মধ্যে নবদ্বীপ বি.এল.এন্ড.এল.আর.ও. মহেশগঞ্জ অফিসে উপযুক্ত প্রমানাদি সহ আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় ভবিষ্যতে কোন রূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না এবং আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

ইতি বিনীত
ইসরাইল সেখ (ক্রেতা)

বিজ্ঞপ্তি

দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের অর্ডার ৫ রুল ২০

জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর মোকাম ঘাটাল অতিরিক্ত দায়রা এবং জেলা জজ আদালত

৩৪৩/২০২৩ নং ম্যাট সুট

উত্তম কেওড়া পিতা- ভবতারন কেওড়া সাং- দেশরা বকুলতলা পোঃ- দেশরা, থানা- কোতুলপুর, জেলা- বাঁকুড়া।

..রেসপনডেন্ট প্রতি

যেহেতু আপনার বিবাহিত স্ত্রী গৌরী কেওড়া, স্বামী উত্তম কেওড়া C/o. বিজয় ঘোড়ই, সাং- ক্ষীরপাই (নেড়াবাগান) পোঃ- ক্ষীরপাই, থানা- চন্দ্রকোনা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর আপনার নামে Hindu Marriage Act 13(I) ধারা মতে মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন, অতএব আপনাকে এই সমন দেওয়া যাইতেছে যে, আগামী ইং ২৭/০২/২৫ তারিখে বেলা ১০.৩০ ঘটিকার সময় উপরোক্ত আদালতে স্বয়ং /উকিলবাবুর দ্বারা হাজির হইয়া মোকর্দ্দমা সংক্রান্ত আবশ্যকীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান এবং স্বাক্ষর প্রদান করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য করা হইবে।

অদ্য ইং ১৮/০১/২০২৫ তারিখ আমার দস্তখৎ ও আদালতের শীল মোহর যুক্তমতে দেওয়া গেল।

অনুমত্যানুসারে
Mahesh Kumar Shaw
সেরেস্তাদার
অতিরিক্ত দায়রা এবং জেলা জজ আদালত ঘাটাল
১৮/০১/২৫

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আমার মক্কেলের নির্দেশে সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেলদ্বয়-১। শ্রীমতী স্বপ্না ঘোষ, স্বামী মৃত পিনাকী ঘোষ এবং ২। শ্রী দেবব্রত ঘোষ, পিতা মৃত পিনাকী ঘোষ, উভয়ের সাং- পালপাড়া মেকিতলা লেন, পোষ্ট ও থানা চন্দননগর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৩৬, মহাশয়দ্বয় তাহাদের সম্পত্তি যাহা জেলা হুগলী, থানা ও মৌজা চন্দননগর, জে.এল. নং. ১, সীট নং ৯, আর.এস. ৪৯৯ নং খতিয়ান তথা এল.আর. ১০৭০ নং খতিয়ান ভুক্ত আর.এস. ৭৯৬ নং দাগ তথা এল.আর. ১২৪৮ নং দাগে বাস্তু সম্পত্তি ০.০০৫ একর, আর.এস. খতিয়ান নং ৫০০, তথা এল.আর. ১০৭০ নং খতিয়ান ভুক্ত আর.এস. ৭৯৭ নং দাগ তথা এল.আর. ১২৪৯ নং দাগে ০.০০৮ একর বাগান সম্পত্তি এবং আর.এস. ৪৯৬ নং খতিয়ান ভুক্ত আর.এস. ৭৯০ নং দাগ তথা এল.আর. ১২৪১ নং দাগে ০.০০২ একর বাগান সম্পত্তি যাহা চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এলাকাধীন ৮নং ওয়ার্ড ভুক্ত ৮৬৭ নং হোল্ডিং ভুক্ত মেকিতলা লেন নামক খ্যাত মহল্লাস্থিত সম্পত্তি বিগত ইংরাজী ১৪.০৭.২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ১নং বহির ০৬০৪-২০২৩ নং ভল্যুমে ৫১৯১১ নং পৃষ্ঠা হইতে ৫১৯২৩ নং পৃষ্ঠায় ০৬০৪০২৪০৯ নং জেনারেল পাওয়ার অফ্ এ্যাটর্ণী দলিল বলে শ্রী শুভ্রাংশু চন্দ্র, পিতা মৃত সুধাংশু চন্দ্র, সাং পালপাড়া মেকিতলা লেন, পোষ্ট ও থানা চন্দননগর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৩৬, মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। তৎপরে উক্ত শ্রী শুভ্রাংশু চন্দ্র মহাশয় উপরোক্ত সম্পত্তির অন্দরে ৩ কাঠা ৮ ছটাক ২১ বর্গফুট সম্পত্তি ইংরাজী ১৮.০৪.২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির ০৬০৪০১২৪৫ নং সাফ কোবালা দলিল মূলে শ্রীমতী সোমা দে, স্বামী শ্রী অমিত কুমার দে, সাং-১২০, পালপাড়া পশ্চিম, পোষ্ট ও থানা চন্দননগর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৩৬, মহাশয়াকে এবং উক্ত তারিখে উক্ত অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বাংলা মাপে ১ কাঠা ১৪ ছটাক ৩০ বর্গফুট সম্পত্তি শ্রী সৌমাংশু চন্দ্র, পিতা শ্রী সুধাংশু চন্দ্র, সাং আহ্বান এ্যাপার্টমেন্ট, পালপাড়া মেন রোড, পোষ্ট ও থানা চন্দননগর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৩৬, মহাশয়কে বিক্রয় করিয়া দেন। উক্ত সম্পত্তি তাহাদের নামে মিউটেশন হইলে বা উক্ত সম্পত্তি বিষয়ে কাহারও কোনরূপ অভাব অভিযোগ বা আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ৩০ দিনের মধ্যে উপযুক্ত বিভাগে বা অত্র আইনজীবীর নিকট অভিযোগ জানাইতে পারেন। নচেৎ উক্ত মেয়াদান্তে উক্ত সম্পত্তি বিষয়ে মিউটেশন কার্য্যকরী হইবে।

বিরেশ্বর ভদ্র
এ্যাডভোকেট
চন্দননগর কোর্ট

বিজ্ঞপ্তি

বাগনান সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
ঠিকানা- বাগনান, বিসি বাটি, হুগলী
নিবন্ধনসংখ্যা (Registration No) 63 H. G., তারিখ - ০৩/০৫/১৯৬১

এতদ্বারা বাগনান সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড, রেজি নং- ৬৩ এইচ. জি. তাং- ০৩/০৫/১৯৬১, বাগনান, বি.সি. বাটি, হুগলীর সকল সদস্য/ সদস্যাগনকে জানানো যাইতেছে যে অত্র সমিতির পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচনার্থে খসড়া ভোটার তালিকা ২২/০১/২০২৫ তারিখে সমিতির কার্যালয়ে ও সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত গুলিতে প্রকাশিত হইবে। বিশদ বিবরনের জন্য সমিতির কার্যালয়ে প্রকাশিত নোটিশ দ্রষ্টব্য।

তপন মুখোপাধ্যায়
Manager
Bagnan S.K.U.S. Ltd.

মৌসুমী চক্রবর্তী
এ.আর.ও.
২২/০১/২০২৫

প্রতি,
১. মহ ইলিয়াস
পিতা কাশিমুদ্দিন
অর্জুন মালিওর, হরদমনগর, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ -৭৩২১২৫
২. গুলফর হোসেন
পিতা মহ ইলিয়াস
অর্জুন মালিওর, হরদমনগর, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ -৭৩২১২৫

ই. সি কম নং ৩৪-২০২৪ সালের
হাইকোর্ট কলকাতা
সাধারণ মূল সিভিল অধিক্ষেত্র
কমার্শিয়াল ডিভিশন

চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোং লি.
...আবেদনকারী/অ্যাওয়ার্ড হোল্ডার
বনাম
মহ ইলিয়াস এবং অন্যান্য
... বিবাদি/জাজমেন্ট ডেটর

অনুগ্রহ করে অবগত হোন ৩ এপ্রিল ২০২৪ তারিখের এক নির্দেশ মোতাবেক আপনাকে মহামান্য হাই কোর্ট -কলকাতা সমীপে সম্পদের ব্যক্তিগত হলফনামা দাখিল করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও আপনি সেই নির্দেশ পালন করেননি। অনুগ্রহ করে অবগত হোন সংশ্লিষ্ট বিষয় ২৪ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে আদালতে শুনানি হবে এবং তা ফেরতর দায়বদ্ধ ১১ জুলাই ২০২৫ তারিখে যেখানে আপনার সম্পদের হলফনামা দাখিল জরুরি ফর্ম ১৬এ, পরিশিষ্ট ই -১৯০৮ সালের সিভিল প্রসিডিওর এর কোড অনুযায়ী।

অনুগ্রহ করে অবগত হোন সংশ্লিষ্ট নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হলে আপনার বিরুদ্ধে সমন জারির নির্দেশ ইস্যু করা হবে।

সিনহা অ্যান্ড কোম্পানি
অ্যাডভোকেটস
৫, কিরণ শঙ্কর রায় রোড
কলকাতা -৭০০০০১।
যোগাযোগ : +৯১৩৩-২২১০-১৬১৭/১৬২৫

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that my client Panchghara Logistics Parks Pvt Ltd, has purchased 35.59 Decimals of land vide Deed No. 08685 for the Year 2024 registered at ARA-II, Kolkata under LR Dag No. 3852, 3853, 3844, 3848, corresponding to RS Dag No. 3583, 3584, 3574, 3578, under LR Khatian No. 2671, 2672, 2673, 2674 & 2108 lying and situated at Mouza - Panchghara, J.L. No. 80, PS - Chanditala, Dankuni from Lalta Prasad Shaw, Santa Prasad Jaiswal, Ishwar Prasad Jaiswal, Hari Lal Shaw, Chhotay Lal Jaiswal, Hiralal Jaiswal, Kunal Jaiswal, Neelu Jaiswal, Binod Kumar Jaiswal and Dipak Kumar Jaiswal.

WHEREAS, the said Panchghara Logistics Parks Private Limited has purchased the 1.26 decimals land out of 35.59 decimals from Hiralal Jaiswal, executed by his constituted Attorney Rishab Jaiswal authorised by Hira Lal Jaiswal vide Power of Attorney Being No. 00047 for the year 2024, registered at Kerakat. And also 1.26 decimals land out of above 35.59 decimals from Smt. Neelu Jaiswal executed by her constituted Attorney Kunal Jaiswal authorised by Smt. Neelu Jaiswal vide Power of Attorney Being No. 00048 for the year 2024, at registered Kerakat.

That's my true and bonafide concern, and I am respectfully requesting Land Reforms Officer to kindly grant their mutation application as per Memo No. 1000 – 1S/22/2024. If anyone having any claims or objections shall report at B.L & L.R.O, Chanditala – II within 30 days after publication of this Notice.

GANESH MANNA, Advocate
High Court, Calcutta
WB/776/2003

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that my client Dighanta Landscape Pvt. Ltd. has purchased 9.37 Decimal of land vide Deed No. 00726 for the year 2025 registered at ARA-II, Kolkata under L.R. Dag No. 3926 & 3929, corresponding to R.S. Dag No. 3653 & 3660, under L.R. Khatian No. 1894 lying and situated at Mouza -Panchghara, J.L. No. 80, P.S. - Chanditala, Dankuni from Pratham Dealmark Pvt. Ltd.

WHEREAS, the said Pratham Dealmark Pvt. Ltd. has purchased the above 9.37 decimal from IK Construction Pvt. Ltd. Vide Deed No. 15298 for the year 2024 registered at A.R.A-II, Kolkata.

AND WHEREAS the said IK Construction Pvt. Ltd. purchased the above said land from Nani Devi Jaiswal, Urmila Jaiswal, Gita Jaiswal vide Deed No. 05625 for the year 2022 registered at ADSR Janai, executed by its constituted Attorney Partha Ghosh Dastidar authorised by Nani Devi Jaiswal, Urmila Jaiswal, Gita Jaiswal vide Power of Attorney Being No. 06171 for the year 2011, registered at ARA III, Kolkata.

That's my true and bonafide concern, and I am respectfully requesting Land Reforms Officer to kindly grant their mutation application as per Memo No. 1000 – 1S/22/2024. If anyone having any claims or objections shall report at B.L & L.R.O, Chanditala - II within 30 days after publication of this notice.

GANESH MANNA, Advocate
High Court, Calcutta
WB/776/2003

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that my client Dighanta Landscape Pvt Ltd, has purchased 07.40 decimals of land vide Deed No. 00855 for the Year 2023 registered at ARA-II, Kolkata under LR Dag No. 3904 & 3910, corresponding to RS Dag No. 3634 & 3640, under LR Khatian No. 2462 lying and situate at Mouza - Panchghara, J.L. No. 80, PS - Chanditala, Dankuni from Smt. Sweta Jaiswal and Chirag Jaiswal.

AND WHEREAS, the said Smt. Sweta Jaiswal and Chirag Jaiswal has purchased the above said 07.40 decimals land from Smt. Kamala Gupta alias Kamala Devi Gupta vide Deed No. 00442 for the year 2023 registered at ARA-II, Kolkata executed by its constituted Attorney Sri Gourav Jaiswal and Smt. Ushajali Jaiswal alias Ushanjali Jaiswal authorised by Kamala Gupta alias Kamala Devi Gupta vide Power of Attorney Being No. 10796 for the year 2022, registered at ADSR Janai.

That's my true and bonafide concern, and I am respectfully requesting Land Reforms Officer to kindly grant their mutation application as per Memo No. 1000 – 1S/22/2024. If anyone having any claims or objections shall report at B.L & L.R.O, Chanditala – II within 30 days after publication of this Notice.

GANESH MANNA, Advocate
High Court, Calcutta
WB/776/2003

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that my client Dighanta Landscape Pvt Ltd, has purchased 15.26 Decimals of land vide Deed No. 00857 for the year 2023 registered at ARA-II, Kolkata under LR Dag No. 3872 & 3875, corresponding to RS Dag No. 3602 & 3605, under LR Khatian No. 1193 & 791 lying and situated at Mouza - Panchghara, J.L. No. 80, PS - Chanditala, Dankuni from Smt. Sweta Jaiswal and Chirag Jaiswal.

AND WHEREAS, the said Smt. Sweta Jaiswal and Chirag Jaiswal has purchased the above 15.26 decimals from Ramjit Shaw vide Deed No. 00443 for the year 2023 registered at ARA-II, Kolkata executed by its constituted Attorney Sri Gourav Jaiswal and Smt. Ushajali Jaiswal alias Ushanjali Jaiswal authorised by Ramjit Shaw vide Power of Attorney Being No. 10516 for the year 2022, registered at ADSR Janai.

That's my true and bonafide concern, and I am respectfully requesting Land Reforms Officer to kindly grant their mutation application as per Memo No. 1000 – 1S/22/2024. If anyone having any claims or objections shall report at B.L & L.R.O, Chanditala - II within 30 days after publication of this Notice.

GANESH MANNA, Advocate
High Court, Calcutta
WB/776/2003

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫০০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

A2Advantage Ad Agency, শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী, অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

বন্য জন্তুর হানায় ক্ষতিপূরণ সহজতর করতে নয়া অ্যাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাতি-সহ অন্য যে কোনও বন্য জন্তুর আক্রমণে ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঘটনায় ক্ষতিপূরণ পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজতর করতে রাজ্য সরকার নতুন অ্যাপ আনছে। এই অ্যানড্রয়েড অ্যাপের সাহায্যে ক্ষতিপূরণের জন্য সরাসরি আবেদন করা যাবে। পাশাপাশি নাম নথিভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে সরকারি পরিচয়পত্র এবং আধার নম্বর নথিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক হওয়ায় ক্ষতিপূরণ নিয়ে জালিয়াতির ঘটনাতেও লাগাম টানা যাবে বলে রাজ্যের বন দফতর আশাবাদী । জানা গেছে ওই অ্যাপ এর মাধ্যমে হাতি বা অন্য পশুর হামলায় জমির যে অংশের ফসল নষ্ট হবে, মোবাইল ক্যামেরায় তার ছবি তুলে অ্যাপে আপলোড করে দিতে হবে। সঠিক অবস্থান বুঝতে জিও লোকেশন ব্যবহার করা হবে।রাজ্যের তথ্য, প্রযুক্তি দফতরের অধীনস্থ সংস্থা ওয়েবেল টেকনোলজি লিমিটেড এই অ্যাপ তৈরি করছে।

সাম্প্রতিক কালে উত্তরবঙ্গ এবং জঙ্গলমহলের জেলাগুলিতে হাতির হামলা বেড়েই চলেছে। তাতে যে শুধু মানুষের প্রাণহানি ঘটছে তাই নয়, নষ্ট হচ্ছে হাজার হাজার একর জমির ফসল। হাতির পাল ক্ষেতের ফসল নষ্ট করলে সরকার থেকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় ঠিকই, কিন্তু সেই টাকা হাতে পেতে বছর গড়িয়ে যায়। তা নিয়ে অনেক অনিয়মের অভিযোগও শুনতে পাওয়া যায়।ফসল নষ্ট না হলেও অনেকে জাল নথি বানিয়ে সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের টাকা হাতিয়ে নেন। নতুন মোবাইল অ্যাপ এই দুই সমস্যারই কার্যকরী সমাধানের উপায় খুঁজে বের করবে বলে রাজ্য সরকার আশাবাদী।

বৃহস্পতিবার পার্ক হোটেলে আয়োজিত ‘ভারত ও বিদেশে পাটের ভবিষ্যৎ’ নামক একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। জুট রিভাইভালিস্ট এবং সামাজিক উদ্যোক্তা প্যাট রানি (এল টু আর) চৈতালি দাস, এমসিসিআই-এর সভাপতি অমিত সারাওগী এবং এমসিসিআই লেডিস ফোরামের চেয়ারপার্সন দীপালি সারাওগীও উপস্থিত ছিলেন।

শুক্রবার প্রান্তিক মানুষের সাহায্যার্থে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফ্যান ক্লাব ১০১ নং ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে বজবজ পৌর হাসপাতালে দুটো ‘ফাউলার বেড’ বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাসগুপ্তের হাতে প্রদান করা হল।

বন্ধন ব্যাঙ্কের মোট ব্যবসা ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার বন্ধন ব্যাঙ্ক ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিকের ফলাফল ঘোষণা করল। ব্যাঙ্কের মোট ব্যবসা ১৭ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২.৭৩ লক্ষ কোটি টাকায়। ব্যাঙ্কের মোট আমানতের মধ্যে রিটেল ব্যবসার পরিমাণ ৬৯ শতাংশ। ডিস্ট্রিবিউশনের সম্প্রসারণ এবং অনুকূল পরিচালন পরিবেশের সঙ্গে ব্যাঙ্ক এই ত্রৈমাসিকে সুষম ব্যবসায়িক বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করেছে।

ভারতবর্ষে ৬,৩০০টির বেশি ব্যাঙ্কিং আউটলেটের মাধ্যমে গ্রাহককে পরিষেবা দিচ্ছে বন্ধন ব্যাঙ্ক। ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে ব্যাঙ্কের আমানত গত বছরের এই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২০ শতাংশ বেড়েছে। ব্যাঙ্কে মোট আমানতের পরিমাণ বর্তমানে ১.৪১ লক্ষ কোটি টাকা। অন্যদিকে, মোট অ্যাডভান্স হল ১.৩২ লক্ষ কোটি টাকা। বর্তমানে কাসা (কারেন্ট অ্যাকাউন্ট সেভিংস অ্যাকাউন্ট) অনুপাত দাঁড়িয়েছে সামগ্রিক ডিপোজিট বুকের ৩২ শতাংশ। ক্যাপিটাল অ্যাডিকোয়েসি রেসিও (সিএআর) যা কোনও ব্যাঙ্কের সুস্থিরতা প্রতিফলিত করে। বন্ধন ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে সিএআর এখন ১৬ শতাংশ। যা নিয়ন্ত্রক নির্ধারিত প্রয়োজনীয় মাত্রার তুলনায় অনেকটাই বেশি। ব্যাঙ্কের পারফরম্যান্স সম্পর্কে পার্থ প্রতিম সেনগুপ্ত, এমডি এবং সিইও, বন্ধন ব্যাঙ্ক বলেন, ‘বন্ধন ব্যাঙ্কের তৃতীয় ত্রৈমাসিকের পারফরম্যান্স আমাদের স্থিতিশীল বৃদ্ধির প্রতিচ্ছবি, যেখানে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও কমপ্লায়েন্সের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গ্রাহকদের বিশ্বাস ও আমাদের কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমই আমাদের সাফল্যের ভিত্তি। ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, কার্যপ্রক্রিয়া আরও উন্নত করা, এবং পণ্য ও টিমকে আরও শক্তিশালী করার মাধ্যমে, বন্ধন ব্যাঙ্ক পরবর্তী পর্যায়ের বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত, কারণ আমরা এগিয়ে চলেছি ‘বন্ধন ব্যাঙ্ক ২.০’-এর পথে।’

রেল প্রকল্পের জমি জট কাটাতে উদ্যোগী নবান্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিভিন্ন রেল প্রকল্পের জমি জট কাটাতে উদ্যোগী হল রাজ্য সরকার। শুক্রবার নবান্নে ভূমি দপ্তর ও পরিবহন দফতরের সঙ্গে এ নিয়ে বৈঠক করেছন মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ। এদিন সকালে তার সঙ্গে বৈঠক করে যান পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওরা। নবান্ন সূত্রে খবর, মূলত ডানকুনি লুদিয়ানা পর্যন্ত পণ্যবাহী রেল করিডোর এবং রেল ওয়ে ওভারব্রিজ, আন্ডার পাস এর জন্য যেখানে যেখানে জমির সমস্যা তৈরি হয়েছে, সেগুলি দ্রুত সমাধান করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্য সচিব। কি কারনে জমি পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয়েছে তা তা দ্রুত খতিয়ে দেখে সমাধানের রাস্তা তৈরি করতে বলা হয়েছে। এছাড়াও কোথাও কোথাও রেল লাইনের প্রয়োজনে জমি দরকার। সেই জমি গুলি কে চিহ্নিত করার কাজে শুরু করতে বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত ডানকুনি- লুধিয়ান ফ্রেট করিডোর হলে সহজে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পন্য পরিবহন করা যাবে ফলে শিল্পে বিকাশ ও ঘটবে। এই ফ্রেট করিডোরে শুধুমাত্র রেল ওয়াগন বা মালগাড়ি চলাচল করবে এই করিডর মোট কুড়িটি শহরের উপর দিয়ে যাবে।

বছরের দ্বিতীয় মাসেও বাতিল হচ্ছে একাধিক লোকাল ট্রেন

নিজস্ব লপ্রতিবেদন: কলকাতা বইমেলা ইতিমধ্যে চালু হয়ে গেছে, আর কয়েকদিন পরেই আসছে সরস্বতী পুজো। এই দুয়ের মধ্যেই ফের শিয়ালদা শাখায় একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্ত নিল পূর্ব রেল। জারি করা একটি নির্দেশিকাতে পূর্ব রেল জানিয়েছে বইমেলা ও সরস্বতী পুজোর মধ্যেই শিয়ালদহ থেকে বাতিল শতাধিক লোকাল ট্রেন। ওই শাখাতে জরুরি রেলের কাজ চলবে, তাই ১ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ শনিবার রাত থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি ভোর পর্যন্ত মোট ৫২ ঘণ্টা শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় লোকাল ট্রেন বাতিল থাকবে। শনিবার রাত থেকে সোমবার ভোর পর্যন্ত শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় অর্থাৎ শিয়ালদা-বারুইপুর লাইনের রেলের কাজের জন্য বাতিল থাকবে ১০৮ টি ট্রেন, বৃহস্পতিবার এমনটাই জানিয়েছে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। শিয়ালদা বিভাগের ডিআরএম দীপক নিগম জানান, কাঁকুড়গাছি ও বালিগঞ্জ স্টেশনে ইন্টারলকিংয়ের কাজের জন্য শনিবার ও রবিবার ট্রেন বাতিল থাকবে।

বৃহস্পতিবার মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার পি. উদয় কুমার রেড্ডি জয় হিন্দ বিমানবন্দর স্টেশন এবং অরেঞ্জ লাইনের আইটি সেন্টার স্টেশনের মধ্যে প্রসারিত কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনের সময় মেট্রো রেলওয়ে এবং রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডের (আরভিএনএল) উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।

রেলওয়ে বোর্ডের অপারেশনস অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্টের সদস্য হিতেন্দ্র মালহোত্রা বৃহস্পতিবার সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে হেডকোয়ার্টার, গার্ডেন রিচ পরিদর্শন করেন। একইসঙ্গে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার মিশ্রের সঙ্গে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন তিনি। অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার সৌমিত্র মজুমদার এবং এসইআর-এর অন্যান্য বিভাগীয় প্রধানেরাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এদিন হিতেন্দ্র মালহোত্রা দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের অপারেটিং এবং বাণিজ্যিক বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে একটি পর্যালোচনা সভাও করেন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ১৮ মাঘ, শনিবার

সন্দীপকে আর সময় দিতে রাজি নয় আদালত, চার্জ গঠন শীঘ্রই

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে চার্জ ফ্রেমের অনুমতি মিলেছে সদ্য। সূত্রে খবর, শীঘ্রই এই চার্জ গঠন হবে। তার আগে ফের কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। কিন্তু তাঁর আর্জি খারিজ করে দেন হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী ৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে চার্জ গঠন করতে চাইছে সিবিআই। জেলবন্দি সন্দীপ ঘোষ দাবি করেছিলেন, আরও কিছুটা সময় দেওয়া হোক।

আদালত সূত্রে খবর, হাইকোর্টের বেঁধে দেওয়া সময়সীমা বাড়ানোর আর্জি জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন সন্দীপ ঘোষ। দ্রুত শুনানির আর্জি জানান তাঁর আইনজীবীরা। মামলায় বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'আরজি কর দুর্নীতির মামলায় বিচারে সিস্টেমেটিক ডিলে করা হচ্ছে। কে করছে, কেন করছে আমি সেই দিকে যাচ্ছি না। কিন্তু গত নভেম্বরে চার্জশিট দেওয়ার পরেও ট্রায়ালে দেরি হচ্ছে, এটা লক্ষ্য করেছি।'

এদিকে মাত্র তিন দিনে সিবিআই চার্জ ফ্রেম করতে চাইছে বলে আশঙ্কা সন্দীপের আইনজীবীদের। তাঁরা বলেন, 'সিবিআই-এর তরফে আমরা আগে কোনও নথি পাইনি। এখন বিশেষ আদালতের নির্দেশের পরে সেই নথি আমাদের দেওয়া হচ্ছে। তিনদিনের মধ্যে প্রায় ১০ হাজার পাতার নথি আমরা দেখবো কী করে?' এই বক্তব্য শোনার পরও সময়সীমা বাড়ানোর আর্জি খারিজ করে দেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। তিনি বলেন, 'অনেক দেরিতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তিনদিনের মধ্যে কীভাবে এত পড়া সম্ভব সেটা আপনারা দেখুন। আমি কিছু শুনব না। আপনারা অনেক কস্টলি কাউন্সিল। নভেম্বরে অনুমতি মিললে এই সমস্যায় আপনাদের পড়তে হত না।'

প্রসঙ্গত, ধর্ষণ ও খুনের মামলায় জামিন পেলেও আর্থিক দুর্নীতির মামলায় এখনও জেলে বন্দি সন্দীপ ঘোষ। দীর্ঘদিন ধরে স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে চার্জ গঠনের জন্য এনওসি চাওয়া হচ্ছিল, কিন্তু কোনও সাড়া মেলেনি। সম্প্রতি সন্দীপের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনে অনুমতি দিয়েছে স্বাস্থ্য ভবন। আর তারপরই গত মঙ্গলবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ নির্দেশ দেন, ৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে চার্জ গঠন করতে হবে।

অন্যদিকে, মঙ্গলবার আরজি কর আর্থিক দুর্নীতি মামলায় সন্দীপ ঘোষ-সহ ৫ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হবে বলে নির্দেশ আলিপুর বিশেষ সিবিআই আদালতের। এদিকে শুক্রবারও সিবিআইকে ভর্ৎসিত হল আলিপুর বিশেষ সিবিআই আদালতে। প্রসঙ্গত, সন্দীপের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন নিয়ে স্বাস্থ্য ভবনের অনুমোদন পাওয়ার পরও আদালতকে না জানানোয় বৃহস্পতিবার সিবিআই-কে ভর্ৎসনা করেছিলেন আলিপুর বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারক। এমনকি, তদন্তকারী অফিসারকে শোকজ করেন।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, শুক্রবার বিচারক সিবিআইয়ের আইনজীবীর কাছে জানতে চান, মামলার যে সব নথির উপর ভিত্তি করে তদন্ত হচ্ছে কেন তা আনা হয়নি। প্রত্যুত্তরে সিবিআইয়ের আইনজীবী জানান, ৭০ শতাংশ ডকুমেন্টস আনা হয়েছে।

সিবিআইকে ভর্ৎসনা করে বিচারক জানতে চান, কেন ১০০ শতাংশ ডকুমেন্টস আনা হয়নি। সঙ্গে এও জানানো হয়, রোজ অভিযুক্তদের পেশ করা মুশকিল। একইসঙ্গে বিচারক এ প্রশ্নও করেন, সিবিআই নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবে কি না তা নিয়েও। সঙ্গে বিচারক এও বলেন, 'ওটা তো আপনারা পুলিশের উপর ছেড়ে দেবেন। কে বলেছিল ডকুমেন্টস ফটোকপি করতে? পেনড্রাইভে দিতে পারতেন।' উত্তরে সিবিআইয়ের আইনজীবী বলেন, এতে অনেক সময় লাগবে। এই প্রেক্ষিতে অভিযুক্তদের আইনজীবী জানান, 'আমরা ৭০ শতাংশ ডকুমেন্টস নেব না। একেবারে ১০০ শতাংশ ডকুমেন্টস নেব।' দুই পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারক নির্দেশ দেন, 'আপনারা দুই পক্ষ লিখিত দিন। সিবিআই ১০০ শতাংশ ডকুমেন্টস আনতে পারেনি। আর অভিযুক্তরা ১০০ শতাংশ ছাড়া ডকুমেন্টস নেবেন না।'

প্রশ্নের মুখে রাজ্যের ড্রাগ ল্যাবরেটরির পরিকাঠামো

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্যালাইন কাণ্ডের অস্বস্তি যেন কিছুতেই কাটছে না। চাপান উত্তোর চলছেই। দুর্বল পরিকাঠামোর ভারে বিপজ্জনক স্যালাইন, ওষুধে নজরদারি চালানোর প্রশ্নে রাজ্যের দুই সরকারি প্রতিষ্ঠান ঠুঁটো জগন্নাথ অত্যুক্তি হবে না। তবে মেদিনীপুরকাণ্ডের জেরে বেআব্রু রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোল, ড্রাগ ল্যাবরেটরির পরিকাঠামো। স্যালাইন কাণ্ডের পর সরকারি হাসপাতালে একের পর এক নিম্নমানের ওষুধ সরবরাহ নিয়ে ভাইরাল ভিডিয়ো রাজ্যের অস্বস্তি ক্রমেই বাড়িয়ে চলেছে। প্রায় প্রতিদিনই বিরোধী দলগুলি এ নিয়ে আন্দোলন-বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়ে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে হাসপাতালে, খোলা বাজারে ওষুধের উপর নজরদারি চালাতে রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোলকে একাধিক নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য ভবন।

প্রতি মাসে ড্রাগ কন্ট্রোলের ৮০ অফিসারকে মোট চারশো নমুনা সংগ্রহ করতে হবে, বলছে স্বাস্থ্য ভবন। নজরে মেডিক্যাল কলেজ, হাসপাতাল, জেলায় জেলায় স্টোর, ন্যায্য মূল্যের দোকান। প্রতি সপ্তাহে পরিদর্শনের নিরিখে জমা করতে হবে রিপোর্ট। কারণ দর্শানোর নোটিসের সংখ্যাও জানাতে হবে। দেওয়া হয়েছে এই নির্দেশ। পরিদর্শনে কী মিলল তার আসল তথ্যও থাকতে হবে রিপোর্টে। কোনও রকম সমঝোতা না করার কথা বলা হচ্ছে স্পষ্টভাবে। স্বাস্থ্য ভবনের এই তৎপরতার পরেও থাকছে একগুচ্ছ প্রশ্ন। ওয়াকিবহাল মহলের অনেকেই বলছেন, নির্দেশিকার এই বয়ানে মনে হতেই পারে স্বাস্থ্য ভবন সিরিয়াস। কিন্তু বাস্তব বলছে, মাসে ৪০০ নমুনা পরীক্ষার পরিকাঠামোই নেই রাজ্য ড্রাগ ল্যাবরেটরির! এক মাসে রাজ্যের ল্যাবরেটরি সর্বোচ্চ পরীক্ষা করতে পারে ৪০টি নমুনা। আর এখানেই প্রশ্ন, প্রতি মাসে বকেয়া ৩৬০টি নমুনার রিপোর্ট মিলবে কবে তা নিয়ে। যার উত্তর এখনও নেই। ড্রাগ কন্ট্রোল, ড্রাগ ল্যাবরেটরির শূন্যপদের ছবিও করুণ। অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরের পাঁচটি শূন্যপদ, সিনিয়র ইনস্পেক্টরের ৫০টি পদ খালি বলে খবর। পরিদর্শনের জন্য রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোলের মাত্র একটি গাড়ি। গাড়ির অভাবে শিকেয় আচমকা পরিদর্শনের ভাবনা। কার্যত, ২০২৫ সালেও ২০১৮ সালের ক্যাগ রিপোর্টের পুনরাবৃত্তি। রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোল পরিকাঠামো নিয়ে ২০১৮ সালের ক্যাগ রিপোর্টে উঠে আসে ভয়াবহ ছবি। ২০১৮-এর ক্যাগ রিপোর্ট অনুসারে, ২০১২ সাল থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে রাজ্য ড্রাগ ল্যাবরেটরিতে ৯৬১৭টি নমুনা পরীক্ষার জন্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। এর মধ্যে মাত্র ৬৯৩৩টি নমুনা পরীক্ষা করতে পেরেছিল রাজ্য ড্রাগ ল্যাবরেটরি। সময়ে রিপোর্ট না আসায় নিম্নমানের ওষুধই খেয়েছেন সরকারি হাসপাতালের রোগীরা! ২০১৮ সালের ক্যাগ রিপোর্ট বলছে, রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোলে কর্মী ঘাটতির সংখ্যা ৭৭ শতাংশ! এখন দেখার অবস্থার বদল শেষ পর্যন্ত কবে হয়।

কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে অটো-টোটো চলাচল নিষিদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিল্পাঞ্চলের অতি ব্যস্ততম সড়কপথ কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে অটো-টোটো চলাচল সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শুক্রবার এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া। পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষে এদিন আতপুর সাব ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে শুক্রবার রক্তদান শিবির ও স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত শিবিরে হাজির হয়ে পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া বলেন, 'কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে অটো কিংবা টোটো চলাচল করলে সেই গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হবে। পাশাপাশি চালকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাছাড়া ব্যস্ততম ঘোষপাড়া রোডে পার্কিং সমস্যা নিয়েও যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন পুলিশ কমিশনার। তাঁর সংযোজন, আতপুর সাব-ট্রাফিক গার্ডের অধীনস্থ ঘোষপাড়া রোড খুব ব্যস্ত। ওই রোডে অটো এবং টোটো চলাচল খুব বেড়েছে। যানবাহন চলাচলও বেড়েছে। তাই ঘোষপাড়া রোডে ট্রাফিক ব্যবস্থা আরও উন্নত করতে হবে।

উক্ত শিবিরে পুলিশ কমিশনার ছাড়াও হাজির ছিলেন কমিশনারেটের ডিসি নর্থ গণেশ বিশ্বাস, এসিপি ট্রাফিক সৌম্যানন্দ সরকার, এসিপি-জগদ্দল অভিষেক বালিয়ার প্রমুখ। সাধারণ মানুষের মধ্যে ট্রাফিক সচেতনতা বাড়াতে এদিন হেলমেটহীন বাইক আরোহীদের পথ আটকে তাদের মাথায় হেলমেট পরিয়ে দিলেন পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া। তাঁর কথায়, রাস্তা সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব সকলের।

টিটাগড়ে ঘর থেকে উদ্ধার পচাগলা মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: টিটাগড় থানার ব্যারাকপুর পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্ত সরণী এলাকায় নিজের বাড়িতে একাই থাকতেন ৪৫ বছরের দেবাশীষ দে। কয়েকদিন ধরে তাঁকে এলাকায় দেখা যাচ্ছিল না। শুক্রবার বেলায় পড়শিরা তাঁর বাড়ি থেকে পচা দুর্গন্ধ অনুভব করেন। তাঁরা বিষয়টি স্থানীয় কাউন্সিলর শুভ্রকান্তি ব্যানার্জিকে জানান। খবর পেয়ে টিটাগড় থানার পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ঘরের ভেতর থেকে তাঁর পচাগলা দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। ঘটনা নিয়ে স্থানীয় কাউন্সিলর শুভ্রকান্তি ব্যানার্জি জানান, কয়েকদিন ধরে তাঁকে এলাকায় দেখা যাচ্ছিল না। এদিন তাঁর বাড়ি থেকে পচা দুর্গন্ধ বেরোলে, পড়শিরা তাঁকে জানান। তিনিই পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই ওই ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

দীনবন্ধু অ্যান্ড্রিউজে সরস্বতী পুজো নিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন: যোগেশচন্দ্র ল' কলেজের পর এবার গড়িয়ার দীনবন্ধু অ্যান্ড্রিউজ কলেজ। কলেজের সরস্বতী পুজোর পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন কে, তা নিয়েই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ। শুধু তাই নয়, তৃতীয় বর্ষের এক ছাত্রীকে ধর্ষণের হুমকির অভিযোগ। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। তৃতীয় বর্ষের ওই ছাত্রীকে কলেজে ঘাড়ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগও সামনে আসে। যার জেরে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যেতে দেখা যায় ওই ছাত্রীকে। ঘটনায় অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পাসআউট এক ছাত্রী।

কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত ছাত্রীর সঙ্গে অভিযুক্ত রিয়ার আগে থেকেই বিবাদ ছিল। সরস্বতী পুজো নিয়ে ইদানীং সে বিবাদ চরমে ওঠে। শুক্রবার কলেজে সাপ্লির ফর্ম ফিলাম করতে গিয়েছিলেন আক্রান্ত ছাত্রী। অভিযোগ, তখনই রিয়ার দলবল তাঁকে ঘিরে ধরে। আক্রান্ত ছাত্রীর সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। আক্রান্ত ছাত্রীর বক্তব্য, তাঁকে একটি ঘরে নিয়ে যান সাত-আট জন। প্রত্যেকেই রিয়ার ঘনিষ্ঠ বলে আক্রান্ত ছাত্রীর দাবি। অভিযোগ, ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে তাঁকে ব্যাপক মারধর করা হয়। তাঁর শরীরের একাধিক জায়গায় আঁচড় লেগে রক্তাক্ত হন ওই ছাত্রী। এমনকি হুমকি দেওয়া হয়, 'এখন মেয়েদের দিয়ে মার খাওয়ানো হচ্ছে, এরপর ছেলেদের দিয়ে রেপ করিয়ে দেব।' এরপর ওই ছাত্রীকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

ঘটনায় চরম আতঙ্কিত ওই ছাত্রী। তিনি এরপর আর ভয়ে কলেজ যাবেন না বলে জানিয়েছেন। আক্রান্ত ছাত্রীর বক্তব্য, 'আমি আর কীভাবে কলেজে আসব। আজ আমাকে যা করা হল, আজ মেয়েদের দিয়ে মার খাওয়ানো হয়েছে।এরপর বলেছে এলে ছেলেদের দিয়ে রেপ করিয়ে দেবে।'

প্রশ্নফাঁস রুখতে কড়া পদক্ষেপ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৫-এও পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস নিয়ে আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছে না উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। তাই প্রতিবছর এই 'বিপত্তি'কে রুখতে আগাম বেশ কয়েকটি পদক্ষেপও করতে দেখা গেল তাদের।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, আগে কোনও স্কুলে প্রশ্ন যাবে তা নির্ধারণ ও বাছাই পর্ব চলত নিরাপত্তার মোড়কে। থানার অন্দরেই চলত সেই সমস্ত কাজকর্ম। কিন্তু চলতি বছর থেকে বদলে যেতে চলেছে সেই নিয়ম। নিরাপত্তার ঢাল বজায় রাখা হলেও, হস্তক্ষেপ থাকবে না স্থানীয় থানার, বরং ছাপাখানা থেকে এবার সেই বাছাইয়ের কাজ হয়ে আসবে বলে জানা গিয়েছে।

পাশাপাশি, প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রে মেটাল ডিটেক্টরও বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা সংসদ। প্রতিবছর পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফোন উদ্ধারের নানা ঘটনা ঘটে থাকে। এবার সেই বিষয়টিকে আগাম রুখে দিতে পরীক্ষা কেন্দ্রে বসবে মেটাল ডিটেক্টর। তবে বদলের প্রসঙ্গে কিন্তু এখানেই থেমে থাকেনি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। মূলত, মুখবন্ধ খামে প্রশ্ন প্রতিটি স্কুলে পৌঁছে থাকে। তারপর সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সেই খাম খুলে প্রশ্ন বের করেন। সংসদের দাবি, পরীক্ষার্থীদের হাতে প্রশ্নপত্র পড়ার এতটা সময় আগে মুখবন্ধ খাম খোলার বিষয়টা মোটেই নিরাপদ নয়। এই সময়ের ব্যবধানের মধ্যে প্রশ্নফাঁসের আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। তাই এই রীতিতে বদল আনতে চায় তারা।

বর্তমানে প্রশ্নপত্রের সিল খোলা হয় প্রধান শিক্ষকের ঘরে। কিন্তু সেই রীতি এবার আসবে বদল। প্রধান শিক্ষকের ঘর নয়, বরং সরাসরি ক্লাসরুমে গিয়ে মুখবন্ধ খাম থেকে প্রশ্ন বের করবেন পরীক্ষকরা।

যোগেশচন্দ্রতে পুজোর সিদ্ধান্ত নেবে অধ্যক্ষরা, নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুই কলেজে অর্থাৎ যোগেশ চন্দ্র ডে কলেজ ও যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী ল কলেজে সরস্বতী পুজো আদপে কোন জায়গায় হবে তা ঠিক করবেন দুই কলেজের দায়িত্বে থাকা অধ্যক্ষরা। শুক্রবার তা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল আদালত। সঙ্গে এও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যাতে নতুন করে অবনতি না হয় সে কারণেই সামগ্রিক নজরদারির দায়িত্বে থাকছেন উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক। নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন থাকবে প্রচুর পুলিশ। পুজোর যাবতীয় ভিডিয়ো রেকর্ডিং করতে হবে, এমনটাই নির্দেশ হাইকোর্টের। কোন আধিকারিক সেই দায়িত্ব পাবেন তা ঠিক করবেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার। এমনটাই নির্দেশ আদালতের। ৫ ফেব্রুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে।

পুজো এবং বিসর্জন ঘিরে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যায় সশস্ত্র পুলিশ কর্মী মোতায়েন করার নির্দেশও দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। অন্যদিকে কলেজে বহিরাগতদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে তাঁরা অপারগ, তা এদিন আদালতে জানিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। সূত্রের খবর এমনটাই। প্রিন্সপালরাও স্পষ্ট জানান পরিস্থিতি তাঁদের হাতের বাইরে। তাঁদের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। সে কারণেই তাঁরা শেষ পর্যন্ত আদালতের দ্বারস্থ হন।

সূত্রের খবর, দু'টি কলেজের পড়ুয়ারা প্রতি বছর দু'টি আলাদা জায়গায় পুজো করতো। এবছর পুরনো ভবন থেকে নতুন ভবনে যাওয়ার রাস্তায় এমনভাবে একটি প্যান্ডেল বানানো হয়েছে যা সমস্যা তৈরি করছে। ল' কলেজের পড়ুয়ারা তাঁদের ক্লাসে যেতে পারছেন না বলে অভিযোগ। তার জেরেই একটি মামলা করা হয়।

জগদ্দলে রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে শুক্রবার তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ালো জগদ্দলে। মৃতের নাম রাজ কুমার চৌধুরী (৫৫)। তিনি কাঁকিনাড়ার নফরচাঁদ জুটমিলের অস্থায়ী শ্রমিক ছিলেন। বুধবার রাত থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। মৃত ব্যক্তি জগদ্দল স্টেশন লাগোয়া বস্তির বাসিন্দা ছিলেন। এদিন বেলায় স্টেশনের চার নম্বর প্ল্যাটফর্মের বন্ধ থাকা টিকিট কাউন্টারের পিছনে নিকাশি ড্রেনের মধ্যে তাঁকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাঁর মাথার ডানদিকে আঘাতের চিহ্ন ছিল। অভিযোগ উঠেছে, সন্ধে নামতেই নেশারুদের আঁতুরঘর হয়ে ওঠে বন্ধ থাকা টিকিট কাউন্টার চত্বর। যদিও বেশিরভাগ সময় সেখানেই কাটাতেন মৃত ওই ব্যক্তি। স্থানীয়দের অভিযোগ, ইঁট দিয়ে তাঁকে মাথা থেঁতলে খুন করে নিকাশি নালায় ফেলা হয়েছে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, মদ্যপ অবস্থায় ড্রেনে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার তদন্তে জগদ্দল থানার পুলিশ। মৃতের স্ত্রী পেশায় পরিচারিকা কুন্তি দেবী বলেন, বুধবার রাত থেকে তাঁর স্বামী নিখোঁজ ছিলেন। উনি রাতে বাড়িতে থাকতেন না। চার নম্বর প্ল্যাটফর্মের বন্ধ টিকিট কাউন্টারের ওখানেই উনি বেশিক্ষণ থাকতেন। কুন্তি দেবীর দাবি, তাঁর স্বামীর কোনও শত্রু ছিল না। কিন্তু উনি নেশাভাং করতেন। কিভাবে এমন ঘটনা ঘটলো, তা তিনি জানেন না।

মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড দেওয়ার সঙ্গে শপথবাক্য পাঠ পরীক্ষার্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভিনব উদ্যোগ নিতে চলেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। ২০২৫-এর মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় অ্যাডমিট কার্ড পরীক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিয়ে শপথ বাক্য পাঠ করাবে স্কুল কর্তৃপক্ষ। এর পাশাপাশি সকল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে একসঙ্গে করে তাদের কী তাদের করা উচিত এবং কী নয় তা জানাতে হবে স্কুল কর্তৃপক্ষকে। সূত্রে খবর, এমনই নির্দেশিক জারি করা হয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফ থেকে। প্রসঙ্গত, এতদিন এই প্রচার করা হতো টেস্ট পেপার বা ডিজিটাল মাধ্যমে। এবারে পরীক্ষার আগে প্রতিটি পরীক্ষার্থীদের অঙ্গীকারবদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে পর্ষদ। যা করা হবে সরাসরি। যে স্কুলের ছাত্র , ছাত্রীরা মাধ্যমিক দিচ্ছেন তাদের এই শপথ বাক্য পাঠ করাবেন স্কুলের শিক্ষক- শিক্ষিকারা। শপথ বাক্যে কী কী উল্লেখ থাকবে তাও পাঠানো হয়েছে পর্ষদের তরফে। পরীক্ষা কেন্দ্রে অভিভাবক যেমন প্রবেশ করতে পারবে না তেমনি মোবাইল বা কোন ইলেকট্রনিক গেজেট নিয়ে ধরা পড়লে পরীক্ষা বাতিল হবে তা উল্লেখ থাকছে শপথ বাক্যে। এই প্রসঙ্গে পর্ষদের পক্ষ থেকে এক আধিকারিক জানান, 'এগুলো স্কুলগুলোকে পাঠানো হয়েছে। স্কুলগুলো কীভাবে পরীক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরবে সেটা স্কুল কর্তৃপক্ষই সিদ্ধান্ত নেবে।'

তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে সরব চিত্তরঞ্জন কলেজের টিএমসিপি ইউনিট

নিজস্ব প্রতিনিধি: সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ চিত্তরঞ্জন কলেজের টিএমসিপি-র। সরস্বতী পুজোর ফান্ডকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে কোন্দল। সূত্রে খবর, পরিচালন সমিতির সভাপতি বিধায়ক বিবেক গুপ্তের বিরুদ্ধে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ তুলেছে চিত্তরঞ্জন কলেজের টিএমসিপি ইউনিট। এমনকি এ অভিযোগও উঠছে, কেবল সরস্বতী পুজো নয়, সব অনুষ্ঠানেই ৩০ শতাংশ কাটমানি নেন বিধায়ক।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ইউনিটের এক সদস্যা বলেন, 'জিবি হওয়ার পর থেকেই আমাদের সমস্ত প্রোগ্রাম, অনুষ্ঠান, যাই হোক, তার জিবি প্রেসিডেন্ট আটকে দেন। শুধু তিনি নন, তাঁর সঙ্গে যিনি আসেন, পিএ, তিনিও কমিশন চান। আজ বাদে কাল সরস্বতী পুজো, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও কিছু করা হয়নি। কোনও ফান্ড তৈরি হয়নি।' প্রায় একই সুর আরও এক সদস্যের মুখে। তিনি জানান, 'কেবল সরস্বতী পুজো বলে কথা নয়, যে কোনও প্রোগ্রামেই জিবি প্রেসিডেন্ট আমাদের ফান্ড আটকে দেন। ওঁর এক সহকারি রয়েছেন, বোধহয় পায়েল নাগ তাঁর নাম, তিনি ফোন করে ৩০ শতাংশ কমিশন দাও, নাহলে কম্প্রোমাইজ করো, তাহলে ফান্ড ছাড়ব, নাহলে ফান্ড পাবে না।'

যদিও এই নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানান, 'বিবেক গুপ্তা কী বলেছেন, আমি জানি না। তবে আমার কাছে যদি কোনও অভিযোগ আসে, বিবেক গুপ্তা আমার বিধানসভার বিধায়ক, আমি ডেকে কথা বলব।' যদিও এই নিয়ে বিধায়ক বিবেক গুপ্তার কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ইএম বাইপাসে তরুণী খুনের ঘটনায় সামনে এল একাধিক তথ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার রাতে ইএম বাইপাসের উপর তরুণীকে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় উঠে আসছে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য। বাবার গাড়ি জিপিএস অন করে তার পিছু নিয়েই ওই তরুণীর উপর হামলা চালায় ছেলে। আর এখানেই প্রশ্ন, তাহলে আগে থেকেই ফারাক আনসারির উপর নজর রাখা হচ্ছিল কি না তা নিয়ে।

এদিকে কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতা তরুণী রোফিয়া শাকিল রাজারহাট এলাকার একটি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় কাজ করতেন। আগে তাঁর পরিবার মধ্য কলকাতার নারকেলডাঙা এলাকায় থাকতেন। কিন্তু এখন রাজারহাটের একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকছিলেন। তিনি বিবাহিত বলেও জানা গিয়েছে। কিভাবে রোফিয়ার সঙ্গে ফারাক আনসারির আলাপ হল তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীররা। সঙ্গে এও দেখা হচ্ছে, স্যোশাল মিডিয়া নাকি অন্য কোনও সূত্রে দুজনের পরিচয় কি না সে ব্যাপারেও। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বছর চব্বিশের ওই তরুণী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দিদার বাড়িতে দেখা করার নাম করে বেরিয়েছিলেন। যদিও তিনি সেখানে যাননি। পরে ওই ব্যক্তির সঙ্গে গাড়িতে তিনি বাইপাসের রাস্তা ধরতে যাচ্ছিলেন। সূত্রে খবর, ওই ব্যক্তির গাড়িতে জিপিএস অন ছিল। এদিকে ওই ব্যক্তির নাবালক ছেলের ফোনের সঙ্গে ওই গাড়ির জিপিএস ম্যাচ করানো ছিল। আর এ ভাবেই জিপিএসের মাধ্যমেই গাড়ির গতিবিধির উপর নজর রাখা হচ্ছিল। সঙ্গে ফোনও ট্র্যাক করা হচ্ছিল কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। হামলার ঘটনা দেখে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ফারাক ও রোফিয়ার উপর আগে থেকেই নজর রাখা হয়ে থাকতে পারে। এই সম্পর্কের বিষয় নিয়ে ফারাকের পরিবারেও অশান্তি আগে থেকে হতে পারে। সেখান থেকে হাতেনাতে দুজনকে ধরার ফন্দি আঁটা হয় বলেই মনে করেছেন তদন্তকারীরা।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার রাতে বাইপাস ধাবার সামনে তরুণী রোফিয়া শাকিলের উপর হামলা হয়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে গলার নলি-সহ একাধিকবার কোপ দেওয়া হয়। রাতে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হলেও শেষরক্ষা হয়নি। গভীর রাতে তিনি মারা যান।

সম্পাদকীয়

কেন্দ্র-রাজ্য সুসম্পর্ক থাকলে জল ছাড়ার আগাম বার্তা পাওয়া অসম্ভব কিছু নয়

বিপদ তো পশ্চিমবঙ্গের, সমাধানসূত্র না মেলায় ফের রাজ্যবাসীর বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকবে। পঞ্চাশের দশক। সংবিধান তৈরি হয়েছে। সেই সময় বাম সাংসদ নিকুঞ্জ বিহারী চৌধুরী সংসদে এই সর্বনাশের কথা তুলেছিলেন। তার ভিত্তিতে একটি কমিটি গঠন করা হয়। সেখানে থেকে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের প্রস্তাব জন্ম নেয়। এখন ২০২৫ সাল। দীর্ঘ ৭৫ বছর সাত শাখানদী মুণ্ডেশ্বরী, দামোদর দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। বাম আমলে ১৯৮২ সালে এই প্রকল্পের শিলান্যাস হয়। প্রকল্পের সূচনায় দুই মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকার সঙ্গে আরামবাগ মহকুমার খানাকুল, গোঘাট, আরামবাগের বেশ কিছু এলাকা ধরা ছিল। ২০১১ সাল এই মহকুমাকে প্রকল্প থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সেচ দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, আর্থ-সামাজিক এবং বন্যার উৎসের কিছু পরিবর্তনের নিরিখে ২০১১ সালে নতুন মাস্টার প্ল্যান রচনার সময় আরামবাগ মহকুমা বাদ পড়েছে। আন্দোলনকারীদের দাবি, সত্তরের দশক থেকেই ভোটের সময় ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণের কথা বলে রাজনৈতিক দলগুলি। এখন যদি আরামবাগ মহকুমা, অর্থাৎ হুগলি জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ বাদ দিলে প্রকল্প করা হয়, তা হলে গোটা পরিকল্পনাই অর্থহীন হয়ে যাবে। মহকুমার অনেকের মতে, বাঁকুড়ায় বেশি বৃষ্টি হলে দ্বারকেশ্বর বা কংসাবতীর জল এসে আমোদর ও তারাজুলি খাল উপচে গোঘাটের দু'টি ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা ভাসিয়ে দেয়। ঘাটালের শিলাবতী এবং ঝুমি নদীর জলের চাপে সেই জল নামতে পারে না। উল্টে জলের চাপ গোঘাট ছাড়াও আরামবাগের সালেপুর ২ পঞ্চায়েত, খানাকুল-২ ব্লকের ধান্যগোড়ি, জগৎপুর, মাড়োখানা এবং খানাকুল-১ ব্লকের ঘোষপুর, ঠাকুরানিচক পঞ্চায়েত এলাকা প্লাবিত করে। ১৯৫০ থেকে ২০১১, ষাট বছরে সমস্যা জটিলতর হয়েছে। সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ, হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, দ্রুত সেচ ও জলপথ পরিবহণ দফতরের প্রধান সচিবকে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন নিয়ে রিপোর্ট দিতে হবে। গত লোকসভা ভোটের আগে আরামবাগের এক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রাজ্য সরকার একাই করবে। ওই সময়ে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকল্প শুরুর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। প্রশ্ন, রাজ্য এগিয়ে না এলে কোনও দিন সমস্যা মিটবে? আরও প্রশ্ন, কেবল ঘাটাল বা আরামবাগ অঞ্চল-ভিত্তিক প্ল্যানের জায়গায় সমগ্র নদী অববাহিকা জুড়ে পরিকল্পনা করলে কেমন হয়? সমস্যা তো সবার। প্রস্তাবিত বাঁধ থেকে কৃষির জন্য জল পাওয়া অনুযায়ী চাষের মরসুমের সংস্কার আসবে। আর ভারতীয় গণতন্ত্রে কেন্দ্র-রাজ্য সুসম্পর্ক থাকলে জল ছাড়ার আগামবার্তা কোনও সমস্যাই নয়।

শব্দবাণ-১৭৮

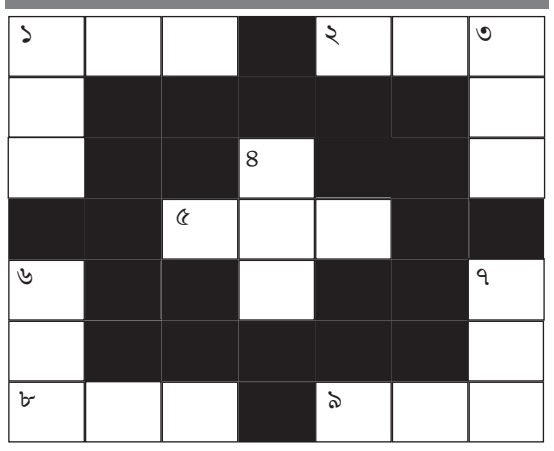

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. স্বামী ২. লোভ, খাঁই ৫. যুদ্ধ, সম্মুখ সমর ৮. — তোমার ধুলায় হয়েছে ধুলি ৯. আশ্রম।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. পৃথিবী ৩. অত্যল্প, বিন্দুমাত্র ৪. অতি রমণীয় ৬. বখাটেপনা ৭. দোপাট্টা, গায়ের চাদরবিশেষ।

সমাধান: শব্দবাণ-১৭৭

পাশাপাশি: ১. কেবলারাম ৪. সভা ৫. লড়াকু ৭. দমন ৯. খাঁচা ১১. রঙ্গজীবক।

উপর-নীচ: ১. কেকাবল ২. লাদা ৩. মসনদ ৬. কুবিচার ৮. নরলোক ১০. বাজী।

জন্মদিন

আজকের দিন

অজয় জাদেজা

১৯৫৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা জ্যাকি শ্রফের জন্মদিন।*
১৯৬৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ হিমন্ত বিশ্বশর্মার জন্মদিন।*
১৯৭১ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় অজয় জাদেজার জন্মদিন।*

সন্ত্রাসী মৌলবাদের নীল নকশার লক্ষ্য এই উপমহাদেশ, ছদ্মবেশে সক্রিয় ঘরে-বাইরে

শান্তনু রায়

ইদানীং দেশের মৌলবাদী মহল থেকে দাবি উঠেছে দেশের জাতীয় সংগীত পরিবর্তনেরও।সংবিধান সংস্কার কমিশনের আরো সুপারিশ রাষ্ট্রের সাংবিধানিক নাম পরিবর্তন ও রাষ্ট্রের নাগরিকদের বাঙ্গালি'-র পরিবর্তে বাংলাদেশি নামে ডাকার। প্রস্তাবিত সংস্কারের এমন অভিমুখ থেকেই হয়ত অনুমান করা যায়'নতুন বাংলাদেশ কেমন হবে।'ধর্ম নিরপেক্ষতা' শব্দবন্ধের প্রতি একটা বীতরাগ ছিল প্রথম থেকেই সেদেশের একাংশের। বস্তুত পৃথিবীর কোন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশই আজ ধর্মনিরপেক্ষ নয়। বস্তুত শেখ মুজিবরের বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণার সাহসী প্রয়াস তাঁর দেশের কোন কোন মহল, সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন দলবিশেষ, এমনকি তাঁর নিজের দলের একাংশেরও হয়ত মনঃপুত হয়নি মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যের প্রাথমিক উন্মাদনা কেটে যাওয়ার পর পাকিস্তান লবির প্ররোচনায় ঘটেছে সেই রক্তস্নাত সংগ্রামের স্মৃতি ক্রমঅপসৃয়মান ও ভারতের অতুলনীয় ভূমিকার সচেতন ক্রমবিস্মরন হাসিনা সরকারকে উৎখাত করানোর নেপথ্যে যে সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল এবং এক কথায় গোটা আন্দোলনটিই ছিল পূর্ব পরিকল্পিত তা স্বীকার করেছেন স্বয়ং ইউনুসই কিছুদিন আগে আমেরিকায় এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে।

বলতে দ্বিধা নেই বাংলাদেশ আবার এক তমসাচ্ছন্ন অধ্যায়ের করাল গ্রাসে। শুভাকাঙ্ক্ষী প্রতিবেশি ভারতের মানুষের ইতিমধ্যেই উপলব্ধি হয়েছে যে, 'বর্তমানের বাংলাদেশ আমুল বদলে যাওয়া এক দেশ'। এ শেখ মুজিব বা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাংলাদেশ তো নয়ই, এরশাদ কিংবা বেগম জিয়ার জামানাও নয়-এমনকী সাবেক পূর্ব পাকিস্থানএর অবস্থার থেকেও ভয়ংকর যা হয়ত আফগানিস্তানের তালিবান রাজের রেপ্লিকা হতে চলেছে। অনেকেই আশঙ্কায় দিন গুনছেন-বাংলাদেশের ভবিতব্য কি! ইতিমধ্যে অনেকের অনুমান ও আশঙ্কাকে সত্য করে বাংলাদেশে ইউনুস নিযুক্ত সংস্কার কমিশন ১৯৭২ এ প্রণীত সে দেশের সংবিধানের মূল চারটি নীতির মধ্যে 'ধর্মনিরপেক্ষতা', 'সমাজতন্ত্র' ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ' এই তিনটিই বাতিলের সুপারিশ করল। ইতিপূর্বেই ইউ টিউবে প্রচারিত কমিশনের প্রধান আলী রিয়াজের বিভিন্ন সাক্ষাৎকারের বক্তব্য থেকেও এমনটিই অনুমান করা যাচ্ছিল। উল্লেখ্য সেদেশের ইউসুফ জামানায় অন্যান্য যে বিশিষ্টরা ইদানীং সরব ও সোচ্চার হাসিনার বিরুদ্ধে তাঁরাও প্রায় সকলেই সংবিধান থেকে 'ধর্ম নিরপেক্ষতা' বাদ দেওয়ার পক্ষে একমত।কারণ যত নষ্টের গোড়া — ওই সংবিধান যার জন্য নাকি হাসিনার পক্ষেও 'স্বৈরাচার' করা সম্ভব হয়েছে।

প্রসঙ্গত সেদেশে গত জুলাইয়ে 'ছাত্র' আন্দোলনের মাধ্যমে শুরু হওয়া অস্থিরতা থেকে সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহের চরম নৈরাজ্যে তীব্র ভারতবিদ্বেষের আবহে চলছে প্রকাশ্যে যুথবদ্ধ আক্রমণে সংখ্যালঘু নির্যাতন ও হিন্দু নারী নিগ্রহ। কিঞ্চিৎ উদার ও প্রগতিশীল মুসলমান বিশিষ্টরাও যে খুব স্বস্তিতে বা নিরাপদে আছেন এমনটি নয়। তবে তাদের উপর সরাসরি আক্রমন বা সহিংসতা হয়ত হয় না যেহেতু ব্যক্তি মানুষের ধর্মই আজ সেখানে অধিক গুরুত্ব পাচ্ছে।

ইদানীং দেশের মৌলবাদী মহল থেকে দাবি উঠেছে দেশের জাতীয় সংগীত পরিবর্তনেরও।সংবিধান সংস্কার কমিশনের আরো সুপারিশ রাষ্ট্রের সাংবিধানিক নাম পরিবর্তন ও রাষ্ট্রের নাগরিকদের বাঙ্গালি'-র পরিবর্তে বাংলাদেশি নামে ডাকার। প্রস্তাবিত সংস্কারের এমন অভিমুখ থেকেই হয়ত অনুমান করা যায়'নতুন বাংলাদেশ কেমন হবে।'ধর্ম নিরপেক্ষতা' শব্দবন্ধের প্রতি একটা বীতরাগ ছিল প্রথম থেকেই সেদেশের একাংশের। বস্তুত পৃথিবীর কোন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশই আজ ধর্মনিরপেক্ষ নয়। বস্তুত শেখ মুজিবরের বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণার সাহসী প্রয়াস তাঁর দেশের কোন কোন মহল, সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন দলবিশেষ, এমনকি তাঁর নিজের দলের একাংশেরও হয়ত মনঃপুত হয়নি মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যের প্রাথমিক উন্মাদনা কেটে যাওয়ার পর পাকিস্তান লবির প্ররোচনায় ঘটেছে সেই রক্তস্নাত সংগ্রামের স্মৃতি ক্রমঅপসৃয়মান ও ভারতের অতুলনীয় ভূমিকার সচেতন ক্রমবিস্মরন হাসিনা সরকারকে উৎখাত করানোর নেপথ্যে যে সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল এবং এক কথায় গোটা আন্দোলনটিই ছিল পূর্ব পরিকল্পিত তা স্বীকার করেছেন স্বয়ং ইউনুসই কিছুদিন আগে আমেরিকায় এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে।

ইদানীং বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবীমহলের একাংশ থেকে আরম্ভ করে ইতিহাস অস্বীকার করা ভুঁইফোড় ছাত্রনেতারা কুৎসা করে কৃতঘ্নতায় রনং দেহি দেহভাষায় বলছেন পাকিস্তানকে ভাঙতেই ভারত নিজের স্বার্থে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে সাহায্য করেছে। যা মনে করায় বিদ্যাসাগরের একটি উক্তি- যার উপকার করিনি, সে কেন আমার বিরুদ্ধে!

অনেকেই লক্ষ্য করছেন, হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলকে কোনঠাসা করে পনের বছর ধরে 'স্বৈরাচার' চালানোর অভিযোগে সোচ্চার দলগুলির মদতে গড়া প্রতিহিংসা পরায়ন বর্তমান ইউনুস সরকারও চরম অসহিষ্ণুতা ও হিংস্রতায় আরও নির্মমভাবে পথের কাঁটা বিরোধী পরিসর ও প্রতিবাদী স্বরকে স্তব্ধ করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন নিজেদের অপকর্ম অপ্রতিহত কিন্তু গোপন রাখার অভিপ্রায়ে।

হয়ত সেকারণেই এপার বাংলার এক বিশিষ্ট পাক্ষিকে সম্প্রতি প্রকাশিত এক নিবন্ধে কাঞ্চন ফুলের কবি'র স্রষ্টা সেদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিককেও বলতে হয় - এ এক অনিবার্য বিপ্লব-নবজাগরণ। বাংলাদেশের নতুন অভ্যুদয় হয়েছে।

আবার ঐ পাক্ষিকে একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধতা ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল যে দল সেই বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দলের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক সাংসদ 'ন্যায়বিচার' ও 'সমতার' পক্ষে উচ্চকিত হবার চেষ্টা করলেও 'দেশদ্রোহে'র অপরাধে ধৃত চিন্ময়স্বামী কেন বিনাবিচারে আটক থাকবেন বা তাঁর আইনজীবীকে জামিনের আবেদনটুকুও করতে না দেওয়া সম্পর্কে কিংবা দেশের জাতীয় পতাকা পোড়ানোয় মর্মাহত বাংলাদেশের মানুষের কাছে ভারতের জাতীয় পতাকা পরিকল্পিতভাবে মাড়িয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা ও মাড়িয়ে যাওয়া কিভাবে যথার্থ মনে হলো সেবিষয় অনুল্লেখিত থাকে হয়ত দলীয় দৃষ্টিকোনেরই স্বাভাবিক প্রতিফলনে।

তবে চরম মৌলবাদী আবহে সেদেশের বিশিষ্টজনদের একাংশের হাসিনা বিরোধিতাকে সামনে রেখে সময়বুঝে বিশেষ ন্যারেটিভ নির্মাণ এবং অপর অংশের সচেতন নীরবতার হেতু ও প্রেক্ষিত অননুমেয় নয়। কিন্তু বিস্ময় জাগে এখনও এ বাংলার যে 'বিশিষ্ট'জনেরা সচেতন নীরবতায় অথবা সক্রিয় বিভ্রান্তিকরনে সেদেশে তো বটেই এ রাজ্যেও ইসলামি মৌলবাদকে আড়াল করতে সচেষ্ট তাঁদের আত্মঘাতী মনোভাব লক্ষ্য করে।

সবচেয়ে বিমূঢ় হতাশ ও বেদনাহত করে রাজ্যের শাসকদলের প্রাক্তন এক সাংসদের ঐ পাক্ষিকে প্রকাশিত নিবন্ধে এমন অভিমতে — 'কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার যে নেতৃত্ব দেশভাগ ও বঙ্গভঙ্গের দাবি জানিয়ে তৎকালীন বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে পূর্ববঙ্গে বসবাসকারী ৪২শতাংশকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন, তাঁদের উত্তরসুরিদের আজ একটু আত্মসমালোচনা করা উচিতদ।

হাভার্ডের ইতিহাসের অধ্যাপকের এমন বিভ্রান্তিকর অনৈতিহাসিক ভাবনায় সত্যই বিস্ময় জাগে -এর পরেও আত্মঘাতী দলীয় রাজনীতি? অথচ সত্য হলো ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের দাবি মহম্মদ আলির জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগই প্রথম তোলে। লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান এর দাবিতে 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন' দিবসে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' আসলে ছিল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে নয়, হিন্দুদের বিরুদ্ধে, সফল করতে পরিকল্পনা মাফিক সুরাবর্দী পুলিশকে নিষ্ক্রিয় রাখলে কোলকাতায় রক্তগঙ্গাও ঘটায় তাঁর মুসলিম লীগ সেই ১৬ই আগস্ট। আর আশু কুর্সি-দখলে উদ্গ্রীব নেহরুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস তাতে সুর মেলায়। এমনকী ধর্ম (হয়ত শুধু হিন্দু ধর্ম) যে দলের কাছে বিষবৎ পরিত্যাজ্য সেই ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা সজ্জাত জাহীর তো এক প্রবন্ধই লিখে ফেললেন জনযুদ্ধ পত্রিকায় 'পাকিস্তান, এ জাস্ট ডিমাণ্ড' শিরোনামে। যদিও সেই সাধের পাকিস্থানে তাঁর বেশিদিন ঠাই হয়নি— আবার আশ্রয় এই ভারতে। আর এক কম্যুনিস্ট তাত্ত্বিক গঙ্গাধর অধিকারী তো ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক পাকিস্তানের দাবির 'প্রোগ্রেসিভ এসেন্স' এ নাকি খুঁজে পেয়েছিলেন 'আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকারের স্বীকৃতি মন্ত্র'। পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠনের দাবির কোন কোন সমর্থকরা সে সময় 'পাকিস্তান দাবি হিন্দুদের বিরুদ্ধে নয় (বরং) হিন্দু মুসলমান মিলানোর জন্য' জাতীয় অযৌক্তিক অজুহাত দিলেও এ দাবির পিছনে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ছিল। আর ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ করে যখন পাকিস্তান গঠন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল তখনই বাংলাভাগের দাবি উঠল 'কোলকাতা কিলিংস' এবং নোয়াখালি গণহত্যার প্রেক্ষিতে। এই ঐতিহাসিক সত্যটি গুলিয়ে দেওয়ার চতুর অপচেষ্টা ইদানীং খুব চলছে কতিপয় বিদ্বজ্জন দ্বারা, হিন্দুমহাসভা ও শ্যামাপ্রসাদের জন্য বাংলা ভাগ হয়েছে এই রব তুলে। জিন্নার প্রাথমিক দাবী ছিল মুসলিম সংখ্যাধিক্য বাংলাকে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে -কোলকাতা তো চাই-ই। কিন্তু যখন তিনি বুঝলেন যে তা সম্ভব নয় তখন সোহরাবর্দীকে দিয়ে অখণ্ড বঙ্গের প্রস্তাব ভাসিয়ে দিয়ে ভাবাবেগের কৌশলে শরৎচন্দ্র বসু ও কিরণশংকর রায়কে সাথে পেয়ে গেলেন। তখন শ্যামাপ্রসাদ বাংলাভাগেরও দাবি করলেন এবং এ দাবি সফল করতে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন,কারণ তৎকালীন কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের এ ব্যাপারে বিশেষ হেলদোল ছিলনা। ভারত ভেঙ্গে 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থানের' দাবিদার জিন্না, সোহরাবর্দী আর ফজলুল হকের সঙ্গে শরৎ বসুর অখন্ড বাংলার প্রস্তাবে তিনি রাজি হতে পারেননি সঙ্গত কারণেই। এখানে ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু মনে একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগতেই পারে-যে মুসলিম সমাজ-নেতৃত্ব ১৯০৫ এ কার্জনের দ্বারা বঙ্গভঙ্গে নিরুত্তাপ তো বটেই কিঞ্চিৎ উল্লসিত হয়েছিলেন এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের প্রতি বিমুখ ছিলেন তারা বা তাদের উত্তরসুরিরা যারা ১৯৪৭ এ ভারত ভেঙ্গে পাকিস্তান পেতে মরীয়া তারা হঠাৎ অখণ্ড বঙ্গের জন্য এত উদ্গ্রীব হয়েছিলেন কেন? এর রহস্য লুকিয়ে আছে মহম্মদ আলি জিন্নার মস্তিষ্ক প্রসুত ওই কৌশলে , যার নীল নকশা লাহোর প্রস্তাব। কিন্তু সেই পরিস্থিতি ভুলিয়ে দিতে ইদানীং বাংলাভাগের জন্য কোন কোন মহলদ্বারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নিন্দিত হন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠনের দাবিদাররা। অথচ দ্বিজাতিত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগের ফলে শতসহস্র অত্যাচারিত সংখ্যালঘু হিন্দু বাঙালির নিশ্চিহ্ন হবার পরিস্থিতিতে প্রাণের দায়ে আশ্রয় নেবার অন্তত একটি নিরাপদস্থল হয়ে উঠেছিল শ্যামাপ্রসাদের উদ্যোগে গঠিত পশ্চিমবঙ্গ,এ বাস্তবতা নির্মম সত্য। পরবর্তী এমনকী সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতেও তা আবার প্রমাণিত। অতএব সমালোচনা বা আত্মসমালোচনা নয় বরং যাঁরা সেদিন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠনে সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাঁদের দূরদর্শিতা ও প্রাজ্ঞতায় নিঃসন্দেহে ঋদ্ধ ও কৃতজ্ঞ থাকা উচিত এ বঙ্গবাসীর তো বটেই ওপারের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা।

উল্লেখ্য বাংলাভাগের বিরোধিতায় ১৯৪৭ এর ২রা এপ্রিল 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন' খ্যাত শহীদ সুরাবর্দী কর্তৃক সোৎসাহে প্রেসের সামনে যুক্তবঙ্গের এক রঙিন ভবিষ্যৎ এর ছবি উপস্থাপনকালে প্রেসের পক্ষ থেকে সবিনয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল — যদি প্রস্তাবিত অবিভক্ত বঙ্গে হিন্দু-মুসলমান এত সৌহার্দ্যে বাস করতে পারে তবে তারা কেন অখণ্ড ভারতে তা পারবে না? বলাবাহুল্য সুরাবর্দীর মুখে তখন রা'টি ছিল না। প্রসঙ্গত এও উল্লেখ্য ১৯৪৭ এর ২০ শে জুন বঙ্গীয় আইন পরিষদের যে সদস্যরা বাঙালি হিন্দুর হোমল্যাণ্ডের প্রস্তাব ৫৮-২১ ভোটে পাশ করানোয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠিত হয় তাঁদের অন্যতম ছিলেন কম্যুনিস্ট নেতা ও পরবর্তীতে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অধুনা প্রয়াত জ্যোতি বসু।

প্রসঙ্গত উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে অনেক আলোচনায় সচেতনভাবে অনুল্লেখিত থাকে ১৯৫০ এ খণ্ডিত বাঙলার পূর্ব অংশে ব্যাপক হিন্দুনিধনে সেখানকার ধর্মান্ধ রাজনৈতিক শক্তি ও রাষ্ট্রযন্ত্রের ভূমিকা সম্পর্কে। যদিও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পঞ্চাশের সেই হিন্দুনিধন যজ্ঞের ভয়াবহতা ও ব্যাপ্তি কিছুটা আন্দাজ করা যায় আর এস এস বা হিন্দুমহাসভা নয়, পাকিস্তানের তৎকালীন আইন ও শ্রমমন্ত্রী এবং পরাধীন ভারতে বর্ণহিন্দুর বিরুদ্ধে রাজনীতির প্রধান প্রবক্তা মন্ত্রিতের লোভে একদা মুসলিম লীগের সমর্থক যোগেন মণ্ডল মহাশয়ের সে সময় প্রাণ বাঁচাতে এদেশে পালিয়ে এসে পাঠানো পদত্যাগপত্র থেকে। তিনি ওই পদত্যাগপত্রে লিখেছিলেন — আমার পক্ষে একথা বলা অন্যায় হবে না যে পাকিস্তানের হিন্দুরা নিজেদের বাসভূমিতে কার্যত 'রাষ্ট্রহীন' অবস্থায় পতিত হয়েছে। তাদের একমাত্র অপরাধ তারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী।... দেশ ভাগ হবার পর আনুমানিক পঞ্চাশ লক্ষ হিন্দু ছেড়ে চলে গেছে। আমার আশঙ্কা, যেসব হিন্দুরা অভিশপ্ত অবস্থায় এখনও পড়ে আছেন তাদেরকে ধীরে ধীরে পরিকল্পিতভাবে, হয় খুন করা হবে আর নয় ধর্মান্তর করা হবে। তখনই হয়ত প্রথম উপলব্ধি হয়েছিল সংশ্লিষ্ট সকলের পৃথক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠনের গুরুত্ব ও উপযোগিতা।

সত্য, কালের যাত্রাপথে রূপান্তরিত ও বঙ্গবন্ধু অভিধাপ্রাপ্ত শেখ মুজিবর রহমান এই উপমহাদেশে এক ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের জনক। তবে ধর্মের মর্ম তিনি ভালোই বুঝতেন। তাই দেশের রাজনৈতিক মহলের একাংশের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও দেশকে ধর্ম নিরপেক্ষ ঘোষণা করার সাহস দেখালেও জেড্ডায় বিশ্ব ইস্লামিক সম্মেলনে বাংলাদেশের যোগদানের মাধ্যমে এক বার্তাও দিতে চেয়েছিলেন হয়তো। আসলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ এ রূপান্তরে সাময়িকভাবে এবং বহিরঙ্গে কিছু পরিবর্তন ঘটলেও সেদেশের সমাজ, অন্দরের মানসিকতায় বোধকরি বিশেষ পরিবর্তন না ঘটায় ধর্মের নিগড় অতিক্রম করে প্রগতিশীলতার অভিমুখে যাত্রা স্থায়ী হয়নি — সেদেশের সংখ্যালঘুদের ভাগ্যেরও বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। সাতচল্লিশ এর পর থেকে যে একমুখী পরিব্রজনের সূচনা তা আজো চলছে — সংখ্যায় কম-বেশি মাত্র। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে যারা নির্যাতিত নিপীড়িত হয়ে সর্বহারা হয়ে ঘরছাড়া দেশছাড়া হয়ে এদেশে এসে আশ্রয় নিয়ে আজ কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠিত তারা স্বীকার করতে চান না বা বিস্মৃত থাকতে চান কেন কাদের দ্বারা তারা বাস্তুচ্যুত। আবার বিভিন্ন সময়ে ওই ভূখণ্ডে হিন্দু নির্যাতন এমনকী একাত্তরে বিপুল সংখ্যক হিন্দু-গণহত্যা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে কোন আলোচনা— 'সাম্প্রদায়িক'তা। এও আত্মঘাতী বাঙ্গালির এক নিদারুন ভণ্ডামি 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে। এক্ষেত্রে হিরন্ময় নীরবতা বা মিহিসুরে ধরি মাছ না ছুঁই পানি কিংবা দায় এড়ানো ভাসা ভাসা কিছু বচন দিয়েই অনেক 'প্রগতিশীলরা'ও খালাস! মুসলিম মৌলবাদের বিরুদ্ধে বলতে বড় দ্বিধা , পাছে যথেষ্ট 'প্রগতিশীল' না মনে হয়! একথা সত্য বাহান্নর ভাষা আন্দোলন ও সে বছরেই এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মুজিবর রহমান ও মনোজ বসু দু'জনেরই বাংলায় ভাষণ এক আবেগের সঞ্চার করেছিল। কিন্তু ওই ঘটনা দিয়ে সংশয়াতীতভাবে প্রমাণ করা যায় না যে সেদেশে বাংলাভাষাভাষী হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সত্যই সুস্থায়ী সম্প্রীতি গড়ে উঠেছিল। তাহলে তার পরেও এতবার এবং বারবার সেদেশের হিন্দুদের নির্যাতিত অত্যাচারিত আহত নিহত ও হিন্দুনারীদের ধর্ষণের শিকার হতে হয় কেন।

ট্রাম্প আমেরিকায় ক্ষমতা গ্রহণের পর অবস্থার পরিবর্তন হবে বলে অনেকে আশাবাদী তবু কি দাঁড়াবে এখনই নিশ্চিত নয় কারণ এও স্মর্তব্য '৭১ এ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিরুদ্ধে ছিল আমেরিকা — এবং একদা দেশে দেশে বিপ্লব রপ্তানীকারক ভারতবৈরি 'সাম্যবাদী' চিনও-যার একদা অনুগামীদের অভিমতে সে ছিল 'ভারতীয় সম্প্রসারনবাদে'র কার্যকলাপ।

তবে যাই হোক না কেন সত্যই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে বাংলাদেশ। যে পরিস্থিতি বিশ্বের বহত্তম গণতন্ত্র ভারত যার দিকে তাকিয়ে আজও ভরসায় আবিশ্ব তার পক্ষে অস্বস্তিকর কারণ সেদেশকেও বিদীর্ণ করার চক্রান্ত চলছে বিভিন্নভাবে। তেমনই আঞ্চলিক সুস্থিতির পক্ষেও উদ্বেগ ও শঙ্কার পড়শিদেশের এই ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তন।

আনন্দকথা

অষ্টম পরিচ্ছেদ
দক্ষিমেশ্বর-মন্দিরে বলরামাদি সঙ্গে — বলরামকে শিক্ষা
(লক্ষণ-সত্যকথা-সর্বধর্মসমন্বয়-
"কামিনী-কাঞ্চনই মায়া")

মঙ্গলবার অপরাহ্ন, ২৪শে অক্টোবর (৮ই কার্তিক, ১২৮৯, শুক্লা ত্রয়োদশী)। বেলা ৩টা-৪টা হইবে। ঠাকুর খাবারের তাকের নিকট দাঁড়াইয়া আছেন। বলরাম ও মাস্টার কলিকাতা হইতে একগাড়িতে আসিয়াছেন ও প্রণাম করিতেছেন।

ঠাকুরবাড়িতে সন্ধ্যার আরতি হইল। আজ বিজয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ কালীঘরে আসিয়াছেন, মাকে প্রণামের পর ভক্তেরা তাঁহার পদধূলি গ্রহম করিলেন। রামলাল মা-কালীর আরতি করিয়াছেন। ঠাকুর রামলালকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "ও রামনেলো! কই রে!" মা-কালীর কাছে সিদ্ধি নিবেদন করা হইয়াছে। ঠাকুর সেই প্রসাদ স্পর্শ করিবেন — সেইজন্য রামলালকে ডাকিতেছেন। আর আর ভক্তদের সকলকে একটু একটু দিতে বলিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

কালিয়াচক গুলি কাণ্ড থমথমে ভোলাইচক, ঘটনাস্থল ঘেরা হল লাল ফিতে দিয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কালিয়াচকে গুলি কাণ্ডের ঘটনায় এখনো থমথমে রামনগর বাজার সংলগ্ন ভোলাইচক এলাকা। সকলের চোখে মুখে আতঙ্ক রয়েছে। গ্রামবাসীদের অনেকের অভিযোগ, এই ভোলাইচক এলাকার একটি সরকারি লাইসেন্সি মদের দোকান রয়েছে। আর সেই দোকানকে ঘিরে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আম বাগানে চলে মদের আসর। আশেপাশে বেশ কয়েকটি প্রাথমিক এবং হাইস্কুল রয়েছে পড়ুয়াদের সেই আম বাগানের রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে হয়। কিন্তু মদ্যপদের সবসময় দৌরাত্ম্য চলছে ওই এলাকায়। যেখানে গুলি কাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে, সেখান থেকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত মাত্র তিন থেকে চার কিলোমিটার। ফলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান গোলমালের ঘটনায় দুই পক্ষই চোরাকারবারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। টাকার লেনদেনকে ঘিরেই এদিন এই গুলি কাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে আকন্দবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রামনগর বাজার সংলগ্ন ভোলাইচক এলাকায় গুলি কাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে। দুষ্কৃতীদের ছোড়া গুলিতে জখম হন অসীম মণ্ডল (৫২) নামে এক ব্যক্তি। তাকে বাঁচাতে এসে হাঁসুয়ার আঘাতে জখম হন নিমাই মণ্ডল। এই ঘটনায় স্থানীয় কালু মণ্ডলের দলবলের বিরুদ্ধে হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে।

আহত অসীম মণ্ডল চিকিৎসাধীন মালদার একটি নার্সিংহোমে। নিমাই মণ্ডলকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। এদিকে শুক্রবার ভোলাইচক এলাকায় গুলি কাণ্ডের ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায় পুলিশ লাল ফিতে দিয়ে চতুর্দিক ঘিরে রেখেছে। তবে কোনও পুলিশ কর্মীর দেখা মেলেনি। যেখানে ঘটনাটি ঘটেছে তার থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে রয়েছে রামনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়, রামকৃষ্ণ আদর্শ বিদ্যাপীঠ, ভোলাইচক হাইস্কুল। ওই মদের দোকানের সামনের রাস্তা দিয়েই উজিরপুর, রামনগর, ভোলাইচক সহ একাধিক এলাকার বাসিন্দাদের প্রতিদিনই চলাচল করতে হয়। এদিকে গুলিবিদ্ধ অসীম মণ্ডলের মা সুন্দরী মণ্ডল জানিয়েছেন, তার ছেলে কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত। কোনওরকম চোরাকারবারীর সঙ্গে যুক্ত নয়। বরঞ্চ যারা হামলা চালিয়েছে তারাই বেআইনি কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। গুলিবিদ্ধ অসীম মণ্ডলের শাশুড়ি মীনা মণ্ডল বলেন, এলাকায় বেআইনি কাজের প্রতিবাদ করেছিল তারপরে এমন ঘটনা ঘটে।

কালিয়াচক ৩ পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপি দলের সদস্য তথা শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ উজ্জ্বল মণ্ডল বলেন, এলাকায় মদের দোকানের জন্যই পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। যারা গুলিবিদ্ধ হয়েছেন তারা কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত।

কুম্ভমেলায় যাওয়ার পথে বিহার বর্ডার থেকে নিখোঁজ আরামবাগের যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সম্প্রতি প্রয়াগরাজে অনুষ্ঠিত কুম্ভমেলায় পদপিষ্ট হয়ে নিহত হয়েছেন প্রায় ৩০ জন, আহত হয়েছেন অসংখ্য পুণ্যার্থী। আর মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটা এই ঘটনার পর থেকেই নিখোঁজ রয়েছেন অনেকেই। কুম্ভমেলায় যাওয়া পথে বিহার বর্ডার থেকে আরামবাগের বেনেপুকুর এলাকার বাসিন্দা অসিত দাস নিখোঁজ। উল্লেখ্য, অসিতবাবু বাড়ি থেকে ২৫ জানুয়ারি বের হয়ে পাড়ার একটি ছেলের সঙ্গে এগরা যান। সেখানে দুই দিন থেকে সোমবার মহাকুম্ভের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। কুম্ভমেলা যাওয়ার পথেই নিখোঁজ হল হুগলি জেলার

আরামবাগ পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অসিত দাস। পেশায় সে গাড়ি চালক। নিখোঁজের ঘটনায় রীতিমতো চিন্তিত ও দিশেহারা ওই ব্যক্তির পরিবার-সহ এলাকাবাসী। গত শনিবার অসিত দাস বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলেন। মঙ্গলবার থেকেই তাঁর কোনও খোঁজ নেই। ঘটনায় চিন্তিত নিখোঁজ ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা। কেঁদে কেঁদে মা ছেলেকে ফোন করে পাচ্ছে না। প্রয়াগরাজে কুম্ভমেলায় বেরিয়েছিল গাড়ি নিয়ে। থানার দ্বারস্থ হয়েছে তার পরিবার। জানা গেছে, কুম্ভমেলায় যাওয়ার পথে বিহার বর্ডারের শেষে এবং বেনারস ঢোকার আগে সেখানে গাড়ি নিয়ে জ্যামে পড়েছিল। এরপর সে জ্যাম দেখে শৌচকর্ম করতে গিয়ে এসে দেখেন তার গাড়ি নেই। আর একজন যিনি চালক ছিলেন অনুমান সেই সময় জ্যাম কাটতে সে গাড়ি নিয়ে চলে যায়। এরপর থেকেই নিখোঁজ হয় অসিত দাস। ফোনে যোগাযোগ হলেও মঙ্গলবারের পর থেকে ছেলের সঙ্গে মা আর যোগাযোগ করতে পারেনি। পরিবারের সদস্যরা অসিতবাবুর খোঁজ না পাওয়ায় কান্নায় ভেঙে পড়েছে। অসিত দাসের মা জানিয়েছেন, ছেলে গাড়ি চালানোর জন্য এগরা থেকে বেরিয়েছিল কুম্ভমেলার পথে। তারপর থেকেই নিখোঁজ। পরিবার আরামবাগ থানা দ্বারস্থ হয়েছে। নিখোঁজ ব্যক্তির পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও দুই মেয়ে রয়েছে। সবমিলিয়ে স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনার পর থেকেই উৎকণ্ঠায় রয়েছেন অসিতবাবুর স্ত্রী সহ গোটা পরিবার।

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
ভারত এনআরই কোক লিমিটেড-দেউলিয়াগ্রস্ত (কর্পোরেট ডেটর)
CIN - U23109WB2003PLC097375
রেজি .অফিস : ২২ ক্যামাক স্ট্রিট, ব্লক সি, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা : ৭০০০১৬, ভারত
ই-নিলাম নোটিশ বিক্রয় নিমিত্ত-২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ সকাল ১১.৩০ টা থেকে দুপুর ১.৩০ আইএসটি পর্যন্ত (৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)
ইউনিটের পর্যবেক্ষণ তারিখ : উপযুক্ত ডাকদাতা হিসেবে ঘোষণার পর যেকোনও দিন ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত
এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ভারত এনআরই কোক লিমিটেড-দেউলিয়াগ্রস্ত-কর্পোরেট ডেটরের সম্পত্তি/সম্পদসমূহ বিক্রি করা হবে, **"যেখানে যেমন আছে, যা আছে, যেমন অবস্থায় আছে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** ২৪ নভেম্বর ২০২২ তারিখের উল্লেখ্য নির্দেশ মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটর দ্বারা লিকুইডেশন এস্টেট গঠিত অনুযায়ী।
ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম https://eauction.ipsupport.in নিম্নোক্ত স্বাক্ষরকারী কর্তৃক বিক্রয় সম্পাদিত হবে
বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সম্পত্তি/সম্পদের মূল বিবরণ :

ক্রম নং	কর্পোরেট ডেটরের সম্পদের বিস্তারিত	স্থান	সংরক্ষিত মূল্য (পরিমাণ টাকায়)	ইএমডি পরিমাণ (৫ শতাংশ সংরক্ষিত মূল্য) (পরিমাণ টাকায়)
১.	১৬.১০৭ একর সমুদয় জমি পরিমাণ	গ্রাম লুনাভা, তালুক ভাচাউ,জেলা কুচ, গুজরাত, ভারত	২,৭০,০০,০০০	১৩,৫০,০০০

সম্যক অবধানের পর আগ্রহী ক্রেতা টেন্ডার দাখিল করতে পারেন
দ্রষ্টব্য :
ইএমডি (ফেরতযোগ্য) এনইএফটি/আরটিজিএস/ডিমান্ড ড্রাফ্ট/ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি এর আকারে আগ্রহী ডাকদাতারা ১৭.০২.২০২৫ তারিখের পূর্বে "ভারত এনআরই কোক লি দেউলিয়াগ্রস্ত" এর কারেন্ট অ্যাকাউন্টে নং ৭৭৩৮২২৪২৯৬ এবং আইএফএসসি কোড IDIB000S088 দাখিল করবেন।
ই-নিলাম বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদির জন্য https://right2vote.in/eauction/ উপলব্ধ বিক্রয় নোটিশ দেখুন।
ই-নিলাম, ই-মেল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা থাকলে Right2vote atcontact@right2vote.in লিখুন।

স্বা/-
বর্ষা বাগড়ি (লিকুইডেটর)
ভারত এনআরই কোক লিমিটেড-দেউলিয়াগ্রস্ত
আইবিবিআই রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P01812/2019-2020/12783
তারিখ : ৩১.০১.২০২৫ ঠিকানা: পি-২৭৩, মানিকতলা মেন রোড, সিআইটি, স্কিম-৬ এম,কলকাতা -৭০০০৫৪
স্থান : কলকাতা bha6750@rediffmail.com, varsha_bagri@yahoo.com

যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল পাঠাগার নির্মাণকল্পের জন্য অর্থ মঞ্জুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ নমঃশূদ্র বোর্ডের চেয়ারম্যান মুকুল চন্দ্র বৈরাগ্য গোবরডাঙা অঞ্চলে, পিছিয়ে পড়া মানুষের আদর্শ মহাপ্রাণ যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডলের স্মৃতিতে পাঠাগার নির্মাণপ্রকল্পে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা মঞ্জুর করে বলেন, আগামী সময়ের ছাত্র ছাত্রীদের আদর্শ নমঃশূদ্র পিছিয়ে পড়া মানুষের আদর্শ, ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মহাপ্রাণ যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল তার স্মৃতিতে এই অর্থ মঞ্জুর হয়েছে। বৈদিক পণ্ডিত ইন্দ্রনীল মুখার্জি বলেন, যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল ব্রিটিশ ভারতে এক অন্যতম মহান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। যিনি কংগ্রেসকে সমর্থন না দিয়ে, তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকরকে গণপরিষদে পাঠাতে পেরেছিলেন, এ এক অনন্য ইতিহাস। বাংলাদেশের জলমগ্ন বরিশাল জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে ভারতবর্ষের প্রাতস্মরণীয় মানুষের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন মহাপ্রাণ যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল।

গোবরডাঙা অঞ্চলের মুক্তমঞ্চে এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সুভাষচন্দ্র মণ্ডল। উপস্থিত বক্তারা ছিলেন, যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল বিদ্যালয়ের শিক্ষক মণ্ডলী সহ অভিজিৎ মণ্ডল, মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক, ডক্টর আশিস হিরা, সমর মধু, রাজু ঘোষ, স্বপন চক্রবর্ত্তী, সঞ্জয় সাহা।

ঋণ খেলাপ করায় ব্যবসায়ীর দোকান সিজ ব্যাংকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ঋণ নিয়ে পরিশোধ না করায় এক ব্যবসায়ীর দোকান 'দখল' নিল স্টেট ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার বিশাল পুলিশ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে স্থানীয় বিডিওর উপস্থিতিতে স্টেট ব্যাংকের তরফে কোতুলপুরের গোপীনাথপুর বাজারে বশির আলি খান নামে এক ঋণ গ্রহীতা ব্যবসায়ীর দোকান 'দখল' করা হয় বলে জানা গিয়েছে।

স্টেট ব্যাংকের কোতুলপুর শাখার ম্যানেজার সত্যেন্দ্র নারায়ণ বলেন, ২০১৬ সালে বশির আলি খান নামে এক ব্যক্তি পাঁচ লাখ টাকার ঋণ নিয়ে কীটনাশকের দোকান করেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের পরেও উনি সেই ঋণ শোধ করেননি। বারবার ওনাকে নোটিস দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে আইনানুযায়ী ওই ঋণখেলাপির ব্যক্তির দোকান 'সিজ' করা হল। এবার তা নিলামে তোলা হবে বলে তিনি জানান।

গদা হাতে যমরাজের কড়া নজর বিষ্ণুপুরের রাস্তায়

হেলমেটবিহীন বাইক আরোহীদের দিলেন ধমক!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গদা হাতে ঘুরে বেরাচ্ছেন খোদ যমরাজ। হেলমেটবিহীন বাইক আরোহী দেখলেই তাঁদের আটকে জোর ধমক দিচ্ছেন। তেড়ে যাচ্ছেন হাতে গদা নিয়ে। পরিবহণ দপ্তর আয়োজিত জাতীয় নিরাপত্তা সপ্তাহে মানুষকে সচেতন করতে এমন পদক্ষেপের আশ্রয় নিল বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ, পরিবহণ দপ্তর ও বিষ্ণুপুর মহকুমা প্রশাসন। তবে শুধু যমরাজের ভয় দেখানোই নয়, সঙ্গে হেলমেট বিতরণ থেকে শুরু করে সচেতনতা প্রচার সবই চলল বিষ্ণুপুর শহর জুড়ে।

পরিবহণ দপ্তরের উদ্যোগে ২৩ থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত আয়োজিত হচ্ছে জাতীয় পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ। এই সপ্তাহে দিকে দিকে পথ নিরাপত্তা নিয়ে মানুষকে সচেতন করার কাজ চালাচ্ছে পুলিশ ও পরিবহণ দপ্তর। বিষ্ণুপুর শহর ও শহর সংলগ্ন মানুষকে সচেতন করতে এবার অভিনব উদ্যোগ নিল বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ ও পরিবহণ দপ্তর। গদা হাতে যমরাজ এখন পাহারা দিচ্ছেন বিষ্ণুপুর শহরের রাস্তায় রাস্তায়। হেলমেটবিহীন বাইক চালক দেখতে পেলেই তাঁর দিকে গদা হাতে তেড়ে যাচ্ছেন সেই যমরাজ। গদার আঘাতে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে ওই বাইক চালকদের সচেতন করার প্রয়াস চালাচ্ছে খোদ যমরাজ। পুলিশ ও পরিবহণ দপ্তরের দাবি, অন্যান্য উদ্যোগের পাশাপাশি যমরাজের মাধ্যমেও প্রতীকী এই সচেতনতা প্রচার চালানো হচ্ছে।

শীতকালীন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: পূর্ব বর্ধমান জেলার শীতকালীন বার্ষিক ক্রিড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত পাচড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে। প্রতিযোগিতায় পূর্ব বর্ধমানের সাতটি অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। জানা গিয়েছে,এদিন প্রায় ১২০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। সকাল বেলায় মশাল দৌড়, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও ছাত্র-ছাত্রীদের ব্রতচারীর

মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারীদের বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়।

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল ঃ sbi.14817@sbi.co.in

দ্রব্য তালিকা/অস্থাবর দ্রব্যাদি অপসারণ/ ডেলিভারি/ পরিচ্ছন্নকরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

সুজিত কুমার মাজি, সঞ্জিত কুমার মাজি, রঞ্জিত কুমার মাজি, অজিত কুমার মাজি
সকলের ঠিকানা ১ : পো. - রাজখামার, গ্রাম-ভবাপুর সিটি ইন্দাস, জেলা- বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ পিন-৭২২২০৫।
সকলের ঠিকানা ২ : গ্রাম -কোতুলপুর, বিবেকানন্দ পল্লীর কাছে, জেলা বাঁকুড়া, পিন ৭২২১৪১

SARB/BUR/AM/2024-25/569 তারিখ ১৭.০১.২০২৫
প্রিয় মহাশয়,

দ্রব্য তালিকা/অস্থাবর দ্রব্যাদি অপসারণ/ ডেলিভারি/পরিচ্ছন্নকরণ
এ/সি ১ : সঞ্জিত কুমার মাজি (নগদ ক্রেডিট) ২. সুজিত কুমার মাজি (এইচবিএল)

এটি আমাদের চিঠি নম্বর SARB/BUR/SKM/2022-23/668 তারিখ : ০৯.০১.২০২৩ এবং চিঠি নম্বর SARB/BUR/AM/2024-25/53 তারিখ : ২০.০৪.২০২৪, যেখানে উল্লিখিত চিঠিগুলি প্রাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে বন্ধকী জায়গার ভিতরে রাখা দ্রব্যগুলি গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল।
সম্পত্তির বিস্তারিত :
জমির পরিমাণ ৯.০৮৬ ডেসিমেল এবং তদস্থিত দোতলা ভবন , মৌজা কোতুলপুর,জেএল নং ৫১, এলআর খতিয়ান নং ৮৪৬৩, ৮৪৬৪, ৮৪৬৫, ৮৪৬৬, প্লট নং এলআর আরএস ৪৪৭৩, থানা : কোতুলপুর, জেলা : বাঁকুড়া, সম্পত্তি রঞ্জিত কুমার মাজি, অজিত মাজি, সুজিত কুমার মাজি, সঞ্জিত কুমার মাজি এর নামে রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ১-৩১৩০/২০১৪, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর কোতুলপুর।
২. যাহোক, বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও তালিকাগুলি/অস্থাবর দফাগুলি এখনও অপসারণ করা হয়নি উক্ত প্রেমিসেস থেকে যা ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত।
৩. বর্তমানে সম্পত্তিটি সফলভাবে ই-নিলামকৃত এবং স্বত্ব ইতিমধ্যেই হস্তান্তরিত সংশ্লিষ্ট সর্ব্বোচ্চ ডাকদাতাকে, আমরা আবরও পরামর্শ দিচ্ছি সংশ্লিষ্ট তালিকা/অস্থাবর দ্রব্যাদি উক্ত সম্পত্তি থেকে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদির তালিকা অনুযায়ী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে অপসারণ করতে এই পত্র পাওয়ার পর।
৪. সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি অপসারিত না হলে, সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি ওয়ারহাউস/গুদামে স্থানান্তরিত হবে এবং স্থানান্তরের এবং সেখানে মজুত রাখার এবং তাৎক্ষণিক যাবতীয় ব্যয়, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি বিক্রি করে উশুল করা হবে এবং অবশিষ্ট বিক্রয় প্রক্রিয়া, যদি কিছু থাকে, আপনার লোন অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে।
তারিখ : ০২.০২.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বর্ধমান এসবিআই এসএআরবি বর্ধমান

মহাকুম্ভে স্নান করতে গিয়ে নিথর দেহ ফিরল জামুরিয়ার বিনোদ রুইদাসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভের ত্রিবেণী সঙ্গমে ১৪৪ বছরের মৌনী অমাবস্যার বিশেষ সময়ে স্নান করতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি হল জামুড়িয়ার কেন্দা এলাকার বছর ৪২ এর বিনোদ রুইদাসের। তার সঙ্গে থাকা শালক বিষ্ণু রুইদাস, ও তার বন্ধু প্রেম, সমস্ত ঘটনা চোখের সামনে লক্ষ্য করলেও মানুষজনের প্রচন্ড ভিড়ে নিরুপায় হয়ে কোনওক্রমে নিজেদের রক্ষা করলে বিনোদকে রক্ষা করতে পারেননি তারা বলে জানান।

ভয়াবহ এই মুহূর্তের প্রত্যক্ষদর্শীরা জানালো তাদের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা।

মহাকুম্ভের মৌনী অমাবস্যার স্নান তাদের এতটাই আতঙ্কিত করে তুলেছে যে ভয়ে শিউরে কেঁদে উঠেছেন। চারিদিকে চিৎকার শুনেছেন বাঁচাও বাঁচাও, কিন্তু কেউ বাঁচাতে আসছে না, চোখের সামনেই পরপর মৃত্যু দেখে শিউরে উঠেছে গা। মহিলা শিশু ও শুয়ে থাকা মানুষ জনের উপর হাজারে হাজারে মানুষ পিষে দিয়ে যাচ্ছে।

জানা গেছে কুম্ভ মেলায় মৃতদের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করেছে যোগী সরকার। এ মুহূর্তে কেন্দা পুলিশ ফাঁড়িতে মৃতের পরিজনেরা জমায়েত হয়েছে। যদিও এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য উত্তরপ্রদেশ সরকারকেই দায়ী করছেন জামুড়িয়ার প্রাক্তন বিধায়ক তথা সিপিআইএম নেত্রী জাহানারা খান। পাশাপাশি মৃতের পরিবারের সঙ্গে সহমর্মিতা দেখাতে আসেন জামুড়িয়া বিধানসভার বিধায়ক হরেরাম সিং।

এসবিআই খড়গপুর শাখা (০০২০২)
পোঃঅঃ- খড়গপুর টেকনোলজি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৩০২, ই-মেল: sbi.00202@sbi.co.in
গাড়ি নিলাম
অনুমোদিত অফিসারের বিশদ : নাম : শ্রী রাহুল মজুমদার মোঃ ৮৩৭৩০৫৩৬৫০, ইমেল: sbi.00202@sbi.co.in

ব্যাঙ্কের কাছে হাইপোথিকেটেড পুরানো বাজেয়াপ্ত গাড়ি / যানবাহনগুলি **১০.০২.২০২৫ (সোমবার)** তারিখ উন্মুক্ত নিলামে বিক্রি করা হবে। উন্মুক্ত নিলাম অনুষ্ঠিত হবে **সকাল ১১:০০টা থেকে দুপুর ২:০০ টা পর্যন্ত এসবিআই, খড়গপুর শাখা, পোঃঅঃ- খড়গপুর টেকনোলজি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৩০২ -তে, যোগাযোগ নং- ৮৩৭৩০৫৩৬৫০/ ৯৭৩২৬৪৭০৯৫।**
গাড়ির বিশদ :

ক্র. নং	গাড়ির বিবরণ	গাড়ি পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়	নির্মাণের বর্ষ	বিড বর্ধিত মূল্য টাকায়	সংরক্ষিত মূল্য
১.	মডেল এবং তৈরি: মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লিঃ মারুতি ব্যালেনো সিগমা, রেজিঃ নং.: **WB36L1752**, রেজিঃ তারিখ: ০৭.১১.২০২৩, ইঞ্জিন নং- **K12NP7304003**, চেসিস নং: **MBHHWB13SPG496942**, মালিকের নাম: শ্রী উত্তম মহাপাত্র	০৫.০২.২০২৫ (বুধবার) সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে	২০২৩	২০০০.০০ টাকা	৫,২১,৯৩০.০০ টাকা (জিএসজি সহ)

দ্রষ্টব্য: এই দামগুলি প্রযোজ্য হার অনুসারে জিএসটি সহ।
গাড়ি **'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যা যেমন আছে'** অবস্থার ভিত্তিতে নিলাম করা হবে।
(ক) ইচ্ছুক ক্রেতারা, নির্ধারিত নিদর্শে তাঁদের অফার জমা দেবেন তৎসহ মজুত মূল্যের **(ইএমডি ৫২,১৯৩.০০ টাকা)** ন্যূনতম ১০% সমতুল্য বায়না জমার অঙ্ক, **ব্যাঙ্ক ড্রাফট/ব্যাঙ্কার্স চেক মাধ্যমে** যা **"এসবিআই, খড়গপুর শাখা" -র অনুকূলে ০৭.০২.২০২৫ তারিখে বিকেল ৩:০০টা** পর্যন্ত নিলামস্থলে। **নগদ গৃহীত হবে না।** তাঁদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে, সঠিক মূল পরিচয় প্রমাণক ও পরিচয় প্রমাণকের যথেষ্ট পরিমাণে জেরক্স কপি আনতে হবে তসৎসহ "বিড' অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম" জমা করা হবে নিলাম স্থলে। সফল ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে দুটি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ছবি আনার জন্য সেই সময়, যখন ব্যাঙ্ক থেকে 'বিক্রি শংসাপত্র" প্রদান করা হবে, সম্পূর্ণ "বিড"-এর মূল্য প্রদানের বিনিময়ে।
(খ) সংরক্ষিত মূল্যের নীচে ডাক দানের অফার বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে না।
(গ) ডাকদান সম্পূর্ণ হওয়ার পর, ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রেই বিক্রি নিশ্চিত করবে এবং তা লিখিতভাবে জানানো হবে নিলামের তারিখ থেকে ৭ দিনের ভিতর, সফল ডাকদাতাদের।
(ঘ) ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঘোষিত মতো সফল ডাকদাতাকে নিলাম মূল্যের পুরো টাকাটাই জমা করতে হবে, **ডিমান্ড ড্রাফট** দ্বারা, ব্যাঙ্কে বায়না জমার টাকা বাদ দিয়ে, বিক্রি নিশ্চিতকরণ পত্র গ্রহণের **৭ দিনের ভিতর। কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ দেয় যেমন পথ কর, বীমা ইত্যাদি ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।**
(ঙ) কোনও প্রকার কারণ না দর্শিয়েই সকল বা যে কোনও অফার গ্রহণ বা বর্জন করা এবং নিলাম স্থগিত/বিলম্বিত করার অধিকার ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংরক্ষিত।
(চ) গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ডাকদাতার দায়িত্ব। সংশ্লিষ্ট শাখা গাড়ি ও সম্পর্কিত কাগজপত্রাদি চালান দেবে, ডাকদানের সম্পূর্ণ টাকার অঙ্ক দেওয়ার পর। **"এসবিআই, খড়গপুর শাখা"** বা অফিসার **কোনও ভাবেই দায়ী নয়,** ডাকদাতার নামে গাড়ির চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য।
তারিখ : ০১.০২.২০২৫ **অনুমোদিত অফিসার,**
স্থান : খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর **এসবিআই খড়গপুর শাখা**

ফের গাড়ির চেচিস নম্বর বদলে বিক্রির ঘটনায় আটক ১টি লরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: দীর্ঘদিন ধরে পানাগড়ে বেআইনিভাবে ভিন রাজ্য থেকে চোরাই লরি এনে তা কাটাই করে লোহার দরে বিক্রি করা হত। আবার চোরাই গাড়ি রাতারাতি গাড়ির নম্বর ও চেচিস নম্বর বদলে পরে রং করে গোটা লরি বা অন্য গাড়ির চরিত্র বদলের রমরমা কারবার চলে আসছিল। গত কয়েকদিন আগে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে একটি লরির চেচিস নম্বর বদলানোর সময় হাতে নাতে ধরে ফেলে

পুলিশ। এই ঘটনায় ৩ জনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পেশ করে তাদের পুলিশি হেপাজতে নিয়ে জেরা করে ফের একটি লরি আটক করে। ঘটনার দু'দিন কাটতে না কাটতে ফের অভিযানে নেমে শুক্রবার আরও একটি লরি আটক করে পুলিশ। পুলিশের অনুমান ওই লরিটি বাইরে থেকে চুরি করে তার চরিত্র বদল করে বিক্রির তোড়জোড় চলছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রণডিহা মোড়ের একটি পার্কিং থেকে লরিটিকে আটক করে পুলিশ। যদিও এদিন কাউকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি বলেই জানা গিয়েছে।

ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই তৃণমূল নেতা সন্দীপ মহলের দাবি কিছু বিজেপি নেতা কর্মীরা আছে যারা বাইরে থেকে গাড়ি নিয়ে আসছে। পানাগড় বাজারের একটি বিশাল যাওয়া জুড়ে স্ক্র্যাপ ব্যবসা চলে। সামনে থেকে বেআইনি কারবার যাতে কেউ না বুঝতে পারে তাই বহু ব্যবসায়ী বড় বড় পাঁচিল তুলে দিয়ে তার ভিতরে অবৈধ কারবার চালাচ্ছে। আর এই সমস্ত ব্যবসায়ীর জন্য বদনাম হচ্ছে পানাগড়।

মহাকুম্ভ থেকে ফিরে অভিজ্ঞতা শোনালেন সিঙ্গুরের রাজু রুইদাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: মহাকুম্ভে এবার ছিল বিরল যোগ। ১৪৪ বছর পর পর মেলে এই সুযোগ। মৌনী অমাবস্যা উপলক্ষে বুধবার মহাকুম্ভে অমৃত স্নানের আগেই ঘটে গিয়েছে বিপদ। মৃত্যু হয়েছে ৩০ জন পুণ্যার্থীর, এখনও নিখোঁজ অনেকে। এ রাজ্য থেকেও বহু মানুষ গিয়েছিলেন কুম্ভে। ফেরার পর জানালেন তাঁদের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা।

মঙ্গলবার রাত থেকেই মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে প্রয়াগরাজে। অত্যাধিক ভিড়ের চাপে গভীর রাতে ঘটে যায় বিপত্তি। ধাক্কাধাক্কি ঠেলাঠেলিতে পদপিষ্ট হন বহু মানুষ। পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান অনেকে। পদপিষ্ট হয়ে ইতিমধ্যে ৩০ জনের মৃত্যুর খবর এসেছে। পাশাপাশি আহত হয়েছেন আরও অনেকে।

সিঙ্গুর থেকে ট্রেনে করে গত সোমবার রওনা হয়েছিলেন কয়েকজন যুবক। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাঁরা পৌঁছন সঙ্গমে। বুধবার ভোরে ত্রিবেণী সঙ্গমে শাহি স্নান সারেন। তাঁরা জানিয়েছেন, প্রবল ভিড় ছিল সারারাত। পা নড়ানোর জায়গা ছিল না। তাঁরা যেখানে ছিলেন, সেখান থেকে কিছুটা দূরে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটলেও তখনও কিছু টের পাননি তাঁরা। ফেরার সময় ঘটনাস্থলের দিকে চোখ যেতেই চমকে যান।

সিঙ্গুরে নেমে রাজু রুই দাস বলেন, 'আমরা রাতে গঙ্গার ঘাটেই ছিলাম। কিন্তু সেভাবে কিছু বুঝতে পারিনি। মাইকে একবার ঘোষণা হল হুড়োহুড়ি করবেন না, আস্তে আস্তে স্নান করে নেবেন। পরে স্নান সেরে আসার সময় দেখলাম, চারিদিকে কম্বল, ব্যাগ, জুতো, ঘট, জামা-প্যান্ট পড়ে আছে। ততক্ষণে একের পর এক মৃতদেহ উদ্ধার হচ্ছে।'

প্রয়াগরাজে পদপিষ্ট হয়ে মৃত বৃদ্ধার দেহ পৌঁছল শালবনিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভতে পদপিষ্ট হয়ে মৃত বৃদ্ধা উর্মিলা ভুঁইয়ার দেহ শুক্রবার বিকেলে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পৌঁছেছে। সেখানে ওই বৃদ্ধার ময়নাতদন্তের পর তার বাড়ি শালবনি ব্লকের গুড়াইপাটানা গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া, শ্রীকান্ত মাহাতো ও জেলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিভা মাইতি সহ অন্যান্য সরকারি আধিকারিকরা মেদিনীপুর হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন।

বুধবার মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে উর্মিলাদেবীর মৃত্যুর খবর পেয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে মৃতা উর্মিলা ভুঁইয়ার গুড়াইপাটনার বাড়িতে যান শালবনির বিডিও

রোমান মণ্ডল। মৃতার পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি। সোমবার খড়্গপুর থেকে মেয়ে ও জামাইয়ের সঙ্গে প্রয়াগরাজ রওনা দিয়েছিলেন ৭৮ বছরের উর্মিলা ভুঁইয়া। বুধবার পরিবারের লোকেরা তার পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর খবর পান। শুক্রবার বিকেলে তার মৃতদেহ মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল হয়ে শালবনির বাড়িতে পৌঁছয়।

এসবিআই এইচএলসি রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার - II এর নিকট, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক এ ৩য় তল, রাজারহাট, নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া পো - হাতিয়ারা, কলকাতা - ৭০০১৬১ ই-মেল - sbi.16822@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - শ্রী পঙ্কজ কুমার, মোবাইল - ৯৬৭৪৭৯৮২৩৪ ই-মেল আইডি -sbi.16822@sbi.co.in

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) এবং তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে। এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ০৬.০৩.২০২৫ সময় ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১.	**দেববানী সেনগুপ্ত,** স্বামী প্রয়াত সব্যসাচী জাভেদ আরমান সেনগুপ্ত, জেবি/১৩০২, সুখবৃষ্টি, সাপুরজি পালনজি হাউসিং কমপ্লেক্স, নিউ টাউন, অ্যাকশন এরিয়া ৩, রাজারহাট, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১৩৫	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ১৩৮০.৫০ বর্গফুট, সুপার বিল্ট এরিয়া সহ, ফ্ল্যাট নং সি-১ এবং সি-২, ৪র্থ তলে, ৪ বেড রুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং রুম, ১ ঠাকুর ঘর, ১ কিচেন, ২ টয়লেট এবং ১ ব্যালকনি, **"শ্রদ্ধা অ্যাপার্টমেন্ট"** ভবনে, দাগ নং ১৬৬৫, খতিয়ান নং ১৭৬১, মৌজা : কোন্নগর, হোল্ডিং নং ৪২৭/৩৬১, ওয়ার্ড নং ১৪, কোন্নগর পুরসভা অধীন, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, **শ্রী সব্যসাচী জাভেদ আরমান সেনগুপ্ত এর নামে।**	**৭,৩৩,০৭৪ টাকা (সাত লাখ তেত্রিশ হাজার চুয়াত্তর টাকা)** ২৮.০১.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া চুক্তি মোতাবেক হারে উপরোক্তপরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ	২৩,৯৪,০০০ টাকা / ২,৩৯,৪০০ টাকা / ১০,০০০ টাকা / **পর্যবেক্ষণের তারিখ ২৭.০২.২০২৫**

দখলের ধরন : স্বত্ব

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন **https://ebkray.in** এবং/বা **https://BAANKNET.com**
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ **PSB Alliance Pvt. Ltd.** সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে **NEFT/RTGS** স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে **support.baanknet@psballiance.com** যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ০১.০২.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থান - রাজারহাট, কলকাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

DUKE COMMERCE LIMITED
CIN : L51909WB1982PC035425
Registered Office : Hongkong House, 1st Floor, 31 B. B. D. Bagh (S), Kolkata - 700001
Phone : (033) 22488891/92, **E-mail :** duke.commerce@yahoo.com
Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 31st December 2024
(Rs. In lakhs)

Sl No.	Particulars	Quarter ended 31-12-2024 (Unaudited)	Quarter ended 30-09-2024 (Unaudited)	Quarter ended 31-12-2023 (Unaudited)	Nine Month Ended 31-12-2024 (Unaudited)	Nine Month Ended 31-12-2023 (Unaudited)	Year Ended 31-03-2024 (Audited)
1	**Income**						
	(a) Revenue from Operations						
	Interest Income	16.17	16.30	1.37	42.65	1.67	264.71
	Dividend Income	79.79	29.03	51.68	108.82	79.03	79.03
	Net gain on fair value changes	4.39	6.57	0.84	19.51	2.92	12.93
	Total Revenue from Operation	**100.35**	**51.90**	**53.90**	**170.98**	**83.63**	**356.68**
	(b) Other Income	-	-	-	-	-	400.00
	Total Income (a+b)	**100.35**	**51.90**	**53.90**	**170.98**	**83.63**	**756.68**
2	**Expenses**						
	a) Finance Costs	-	-	-	-	-	-
	b) Impairment on Financial Instruments	0.19	0.18	0.27	1.35	0.27	0.26
	c) Employees benefit expenses	4.43	0.61	0.90	5.40	4.07	7.11
	d) Depreciation and amortisation expense	0.40	0.40	0.46	1.05	0.99	1.27
	e) Other expenditure	0.56	0.69	0.79	2.36	3.40	4.53
	Total Expenses	**5.58**	**1.88**	**2.42**	**10.16**	**8.73**	**13.17**
3	**Profit / (Loss) before tax (1-2)**	**94.77**	**50.02**	**51.47**	**160.82**	**74.89**	**743.50**
4	**Tax Expenses**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(0.25)**	**47.25**
5	**Profit / (Loss) for the period (3-4)**	**94.77**	**50.02**	**51.47**	**160.82**	**75.14**	**696.25**
6	**Other comprehensive income**						
	(i) Items that may be reclassified to profit or loss (net of tax)	-	-	-	-	-	-
	(ii) Items that will not be reclassified to profit or loss (net of tax)	-1,142.63	-4,200.85	6,851.61	5,772.12	15,279.31	12,926.46
	Total comprehensive income / (loss) for the period (net of tax)	**(1,142.63)**	**(4,200.85)**	**6,851.61**	**5,772.12**	**15,279.31**	**12,926.46**
7	**Total comprehensive income / (loss) for the period (5+6)**	**(1,047.86)**	**(4,150.83)**	**6,903.09**	**5,932.94**	**15,354.46**	**13,622.71**
8	**Paid-up equity share capital (Face value per share : Rs. 10/-)**	**95.66**	**95.66**	**95.66**	**95.66**	**95.66**	**95.66**
9	**Other Equity**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13,756.39**
10	**Earnings/ (loss) per Equity Share of face value of Rs. 1o/- each (Not Annualised)**						
	(a) Basic	**9.91**	**5.23**	**5.37**	**16.81**	**7.86**	**72.78**
	(b) Diluted	**9.91**	**5.23**	**5.37**	**16.81**	**7.86**	**72.78**
		(Not Annualised)	(Not Annualised)	(Not Annualised)	(Not Annualised)	(Not Annualised)	(Annualised)

NOTES :
1) The above results has been reviewed and recommended by Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 31st of January, 2025.
2) The Company is engaged primarily in the business of Investing and accordingly there are no separate reportable segments as per Ind AS 108 dealing with Operating Segments.
3) The Provision for current tax and statutory reserves, expected credit loss, gratuity & leave if any, will be provided at the year end.
4) The financial results of the company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") as prescribed under section 133 of Companies Act, 2013 read with companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 and relevant amendment rules there after.
5) The Limited Review for the quarter ended 31st December 2024 has been carried out by the Statutory Auditors, as required under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulation 2015.
6) The figure of the previous periods has been regrouped / reclassified, wherever necessary, to conform to the classification for the quarter ended 31st December 2024. "The above is an unaudited standalone financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2024 filed with the stock exchanges pursuant to the Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of unaudited financials results along with Auditor's Limited Review Report for the quarter and nine months ended December 31, 2024 is available on the stock exchange website (https://www.cse-india.com) and the company website (https://www.dukecommerce.org) and can also be accessed by scanning the Quick Response Code (QR Code) given in this publication."

For and on behalf of the Board of Directors
DUKE COMMERCE LIMITED
BIHARI LAL KANOONGO
DIRECTOR
DIN : 00486606

Place : Kolkata
Date : 31st January, 2025

চন্দননগরে বৃদ্ধকে পিষে মারার ঘটনায় গ্রেপ্তার ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দননগর: বুধবার ভোরে চন্দননগর তেমাথায় বৃদ্ধ এক সাইকেল আরোহীকে ধাক্কা মেরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়েছিল চারচাকা একটি গাড়ি। গুরুতর জখম বৃদ্ধকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। ওই ঘটনায় শুক্রবার ওই গাড়ির চালক-সহ ৫ আরোহীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত বুধবার ভোরে চন্দননগর ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের মাখনলাল সরণির বাসিন্দা মধুসূদন বঙ্গ (৭৪) সাইকেল চালিয়ে মানকুণ্ডু স্টেশনে যাচ্ছিলেন। সেই সময়ে একটি গাড়ি প্রথমে তাঁকে ধাক্কা মারে। তিনি রাস্তায় পড়ে যেতেই তাঁকে টেনে হিঁচড়ে বেশ কিছুটা পথ নিয়ে যায় গাড়িটি। পরে বেগতিক দেখে ঘটনাস্থল থেকে

গাড়ি নিয়ে চম্পট দেন চালক। দুর্ঘটনার ছবি ধরা পড়েছিল সিসিটিভি ক্যামেরায়।

চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। বৃদ্ধের পরিবারের তরফে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। চন্দনগর থানার পুলিশ এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে গাড়ি ও তার চালকের সন্ধান পায়। গাড়ির মালিক সনু রুই দাস (৩০), গাড়ি চালক সুভাষ চন্দ্র ঘোষ (৩৮), সুরজিৎ দাস (২২), বিশ্বজিৎ দাস (২৬), গৌতম কুর্মি (৩১) এই পাঁচজনকেই পুলিশ শুক্রবার গ্রেপ্তার করেছে।

চন্দননগর পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি বলেন, অভিযুক্তদের বাড়ি চন্দননগরে। তাঁদের বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠান ছিল। সকলেই মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। ভোরবেলায় চালককে পাশে বসিয়ে গাড়ি চালানো শিখছিলেন। আমরা সিসিটিভি-র ফুটেজ পেয়েছি। যিনি গাড়ি চালাচ্ছিলেন, তাঁর লাইসেন্স ছিল না।

ফের কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ, বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ উপভোক্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: ঘটনায় চাঞ্চল্য পূর্ব বর্ধমানের মেমারির দেবীপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সীতারামবাটি গ্রামে। দশ হাজার টাকা কাটমানি দিতে না পারায় আবাস যোজনার প্রকল্পের বাড়ি তৈরির কাজ বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে। এমনকী কিছুটা নির্মাণ কাজ ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ

করেছেন। প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানো হলেও আপাতত মুখে কুলুপ এঁটেছেন দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অশোক সরকার। দেবীপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সীতারামবাটি খাসপাড়ার বাসিন্দা ফুলন বিবি শেখ এবার প্রধানের বিরুদ্ধে কাটমানি চাওয়ার অভিযোগ তোলেন। যদিও গ্রামবাসীরা অন্য কথা বলছেন। এলাকার বাসিন্দারা অভিযোগ করছেন, পুকুরের কিছুটা অংশ ভরাট করে বেআইনিভাবে বাড়ি করছিলেন ফুলন বিবি শেখ। পুকুরের পার দিয়ে যাতায়াতের রাস্তা ছিল। সেই রাস্তা বন্ধ করে পুকুরের কিছুটা অংশ ভরাট করে বেআইনিভাবে বাড়ি তৈরি করছিলেন। আর তাতেই তাকে বাধা দেন। স্থানীয় পঞ্চায়েতকে জানিয়ে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে প্রধানের বিরুদ্ধে যে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। অভিযোগ পাওয়ার পর ইতিমধ্যেই মেমারি এক নম্বর ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে গেছেন। এই ঘটনায় মেমারি বিধানসভার বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, তার কাছে লিখিত কোনো অভিযোগ জমা পড়েনি।

টমেটোর আড়ালে গাঁজা পাচারের ছক বানচাল করল পুলিশ, ধৃত ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: শুক্রবার সকালে ভোরবেলা পাঁচটা নাগাদ আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ এবং কুলটি থানার পুলিশ ডিসেরগড় এলাকায় নাকাতল্লাশি চালানোর সময় পুরুলিয়ার দিক থেকে দুটি গাড়িকে তল্লাশির জন্য দাঁড় করায়। তল্লাশি চালানোর সময় গাড়ি চালক পালানোর চেষ্টা করলে চালকক ধরে ফেলে। পিকআপ ভ্যানে উপরে টমেটো থাকলেও তার নীচে ছিল প্রচুর পরিমাণের গাঁজা, অপর চার চাকার গাড়ির ডিকিতেও গাঁজা উদ্ধার হয়।

পুলিশ দুটি গাড়ি থেকে ২৩০ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে এবং পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতরা প্রত্যেকেই আসানসোলের রেলপাড় এলাকার বাসিন্দা। শনিবার আসানসোল আদালতে পেশ করা হবে অভিযুক্তদের। অভিযুক্তরা পিকআপভ্যানে টমেটোর ক্যারেটের আড়ালে এই গাঁজা পাচার করা করার চক্রান্ত করেছিল। ৫০টি ক্যারেট টমেটোর উপরে ছিল তার নীচে এই গাঁজা রাখ ছিল। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কুলটি থানার

পুলিশ। পুরো বিষয় নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করলেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (ওয়েস্ট) সন্দীপ কাররা, এসিপি কুলটি শেখ জাভেদ হুসেন, কুলটি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কৃষ্ণেন্দু দত্ত।

সন্দীপ কাররা জানান, ২৩০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে, যার বাজার মূল্য আনুমানিক ৩০ লক্ষের ওপর। তিনি বলেন, সম্ভবত ওড়িশা থেকে এই বিশাল পরিমাণের গাঁজা আনা হচ্ছিল।

আরামবাগে পুলিশের উদ্যোগে অনলাইন স্পোকেন ইংলিশ ক্লাসের সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে হুগলি গ্রামীণ পুলিশ জেলায় বিনামূল্যে অনলাইন স্পোকেন ইংলিশ ক্লাস শুরু হয়েছে। অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই ক্লাসে পড়াচ্ছেন। এতে খুশি ছাত্র ছাত্রীরা। আরামবাগের এসডিপিও অফিসে এই কর্মসূচির সূচনা হয়। হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশের এসপি কামনাশিস সেন এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন অ্যাডিশনাল এসপি কৃষানু রায়, আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী ও অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার মেধাবী ছাত্র ছাত্রীরা যাতে স্পোকেন ইংলিশ শিখে কর্মক্ষেত্রে সুন্দর ভাবে

কাজ করতে পারে সেই বিষয়কে সামনে রেখেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী এই বিষয়ে মূলত উদ্যোগ নেন এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় আবেদন করার জন্য ছাত্র ছাত্রীদের আহ্বান জানান। জানা গেছে, প্রায় ১৭২ জনের মতো ছাত্রছাত্রী প্রথমে আবেদন করে। তারপর তাদের স্পোকেন ইংলিশ ক্লাসের আগে মেধার পরীক্ষা নেওয়া হয়। মোট ১৮ জন এই বিষয়ে সিলেক্ট হন। তারা চূড়ান্ত পর্যায়ে স্পোকেন ইংলিশ ক্লাসের জন্য ভর্তি নেওয়া হয়। পুলিশের উদ্যোগে স্পোকেন ইংলিশ ক্লাসের উদ্দেশ্য হল ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজি ভীতি কাটানো, ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজি শেখানো। পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে ও সর্বভারতীয় পরীক্ষায় তারা যেন সফল হয় সেই বিষয়ে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে ইংরাজি ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধি করা। এই জন্যই মূলত আরামবাগ মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের প্রচেষ্টায় এই ক্লাস শুরু হয়। এই বিষয়ে হুগলি জেলা গ্রামীন পুলিশের এসপি কামোনাশিস সেন বলেন, এর আগে আমরা প্রচার করেছিলাম। চার মাসের কোর্স। আশা করছি, ছাত্র ছাত্রীরা উপকৃত হবেন। উদ্দেশ্যটা সফল হবে এবং ছেলে মেয়েরা শিখতে পারবে।

ঝিল থেকে উদ্ধার মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: সোমবার রাত থেকে নিখোঁজ হকার সোহন সিংয়ের (২৪) মৃতদেহ উদ্ধার হল বাড়ির কাছের ঝিল থেকে। পরিবারের দাবি, রাতে ফোন করলে যুবককে বলতে শোনা যায় আমাকে মেরো না। এক বন্ধুর সঙ্গে মদ খাওয়া নিয়ে মাঝে মধ্যেই ঝামেলা হত বলেও দাবি। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। উত্তরপাড়া মাখলা ২১ নম্বর ওয়ার্ডে ঝিল থেকে উদ্ধার হয় দেহ।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত সোমবার রাত থেকে সোহন সিং নিখোঁজ ছিল। সে রেলে হকারি করত। যুবকের পরিবার উত্তরপাড়া থানায় মিসিং ডাইরি করে। তবুও মৃতদেহ ময়নাতদন্তে ম্যাজিস্ট্রেট ইনকোয়েস্ট হবে এবং ভিডিওগ্রাফি করা হবে।

হরিপালের মালিয়াতে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হরিপাল: শুক্রবার হরিপালের মালিয়ার বিশ্বনাথ সেবা সমিতিতে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সম্মেলন ও আলাপচারিতা। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মন্ত্রী বেচারাম মান্না, জেলা সভানেত্রী বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না, বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায় সহ জেলাস্তরের নেতৃবৃন্দ। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্মেলন জেলা ভিত্তিক চারিদিকে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সম্মেলন হবে এতে সংগঠন আরও শক্তিশালী হবে। এদিন আরামবাগ

লোকসভা ভিত্তিক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সম্মেলন হল তৃণমূল রাজ্যসভা নেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন আমরা বিরোধীদের সঙ্গে রাজনৈতিক মোকাবিলায় প্রস্তুত আছি। ৩০০০ মহিলা তৃণমূল সদস্য এই সম্মেলনে এসেছিলেন।

দুয়ারে সরকার কর্মসূচি পরিদর্শন করতে জেলায় পৌঁছোলেন স্টেট অবজার্ভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দুয়ারে সরকার কর্মসূচি কেমন চলছে, তা খতিয়ে দেখতে শুক্রবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় এলেন স্টেট অবজার্ভার আর অর্জুন। এদিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট মহকুমার অন্তর্গত তপন ব্লকের রামপুর এলাকায় দুয়ারে সরকার ক্যাম্প পরিদর্শনে যান এই আইএএস অফিসার। তপন ব্লকের হরসুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রামপুর হাইস্কুলে চলা দুয়ারে সরকার ক্যাম্প ঘুরে দেখেন তিনি। এদিনের এই পরিদর্শনে স্টেট অবজার্ভারের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা, অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) শুভজিৎ মণ্ডল, তপন ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক তীর্থঙ্কর ঘোষ, তপন

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কৃষ্ণা বর্মন সহ আরো অনেকে। এদিন দুপুরে ক্যাম্পে এসে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন স্টেট অবজার্ভার। মূলত দুয়ারে সরকার শিবির কিভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা খ তিয়ে দেখেন তিনি এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেন। পাশাপাশি বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন। স্বাস্থ্যসাথী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কৃষক বন্ধু, জমির রেকর্ড সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পগুলিতে যোগ্য লোকেরা সকলেই যাতে আবেদন করতে পারেন সে বিষয়ে খোঁজ নেন তিনি। পাশাপাশি, এদিন গঙ্গারামপুর ব্লকে ও দুয়ারে সরকার ক্যাম্প পরিদর্শনে যান তিনি। গঙ্গারামপুর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অর্পিতা ঘোষালের উপস্থিতিতে ক্যাম্পে আগত সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।

বাইকের সঙ্গে গাড়ির সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: বাইকের সঙ্গে ছোট চার চাকার সংঘর্ষে আহত হল ৪ জন। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার বিকালে পূর্ব বর্ধমান জেলার বেলেন্ডা এলাকায়।

জানা গিয়েছে, ভাতারের বেলেন্ডা এলাকায় পেট্রোল পাম্পের কাছে একটি ছোট চারচাকা গাড়ি প্রথমে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বাইকে ধাক্কা মারে। পরে আরো একটি বাইকে ধাক্কা মারলে দুটি বাইকের চারজন আহত হয়।

এরপর ওই ছোট চারচাকা গাড়িটি আরও দুটি বাইকে ধাক্কা মারে। তবে তাদের কেউ আহত হয়নি বলেই জানা গিয়েছে। চালক নেশাগ্রস্ত ছিল বলে এলাকাবাসীর দাবি। স্থানীয়রা ওই চালককে আটকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। আহত চারজনকে পুলিশ ও ভাতার ফায়ার ব্রিগেডের আধিকারিকরা উদ্ধার করে নিয়ে যায় ভাতার ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে।

সুবর্ণ জয়ন্তীতে স্কুলে বসল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নেতাজির আবক্ষ মূর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: অন্ডাল ট্রাফিক কলোনি নেতাজি বিদ্যাপীঠ স্কুলে

সাড়ম্বরে আয়োজিত হল সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথ ও নেতাজির আবক্ষ মূর্তি স্থাপন ছাড়াও ছিল নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

১৯৭৫ সালের অন্ডালে স্থাপিত হয় ট্রাফিক কলোনি নেতাজি বিদ্যাপীঠ স্কুল। শুক্রবার স্কুলে পালন করা হয় সুবর্ণ জয়ন্তী। ছিল নাচ গান সহ বিভিন্ন সংস্কৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন। উপস্থিত ছিলেন স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা তড়িৎ বরণ ঠাকুর, প্রধান শিক্ষিকা সুদীপ্তা সিনহা মহাপাত্র, স্কুল পরিচালনা সমিতির সভাপতি কাঞ্চন মিত্র। এছাড়াও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ কালোবরণ মণ্ডল, মিনতি হাজরা সহ অন্যরা। নেতাজির মূর্তিতে মাল্যদানের মাধ্যমে এদিন সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্কুল চত্বরে এদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন করেন বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফের বাঁকুড়ার জঙ্গলে বাঘ আতঙ্ক?

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দুপুরে গ্রাম লাগোয়া জঙ্গলে গিয়েছিলেন বাঁকুড়ার রানিবাঁধ ব্লকের ডুবুখানা গ্রামের গৃহবধূ রাধিকা মান্ডি। হঠাৎই জঙ্গল থেকে ছুটে বাড়িতে ফিরেই জ্ঞান হারান তিনি। গৃহবধূর দাবি, জঙ্গলে বাঘের একেবারে সামনে পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। ঘটনার খবর জানাজানি হতেই বনদপ্তর এলাকায় গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়া গৃহবধূর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। এদিকে সত্যি ওই গৃহবধূ বাঘ দেখেছেন কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত না হলেও এলাকার মানুষকে একা জঙ্গলে যেতে নিষেধ করে প্রচার চালায় বনদপ্তর। তাহলে কী আবারো ঝাড়খণ্ড থেকে এ রাজ্যের জঙ্গলমহলে ফিরল বাঘ? সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছে না বন দপ্তরও। নিশ্চিত হতে এলাকায় বসানো হল ট্র্যাপ ক্যামেরাও। বাঁকুড়ার গোঁসাইডিহির জঙ্গলে জিনাত ধরা পড়ার পর ঝাড়খণ্ড থেকে একটি পূর্ণবয়স্ক বাঘ দু'দফায় এ রাজ্যের জঙ্গলমহলে আসে। পরে সপ্তাহের গোড়াতেই সে ফিরে যায় ঝাড়খণ্ডের দলমা পাহাড়ে। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই ফের বাঘের আতঙ্ক চেপে বসে জঙ্গলমহলে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : সত্যজিৎ চৌধুরী, ই-মেল আইডি : satyajit.c@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৪০২৬৯৮৩৫৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২০.০২.২০২৫ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২০.০২.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১১,০৬,৮৫,৭৬৩.০০ টাকা (এগার কোটি ছয় লাখ পঁচাশি হাজার সাতশ তেষট্টি টাকা)** ০৭.০১.২০১৪ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **পান্নালাল তারকশাউ ইস্পাত প্রা. লি. (ঋণগ্রহীতা)** ঠিকানা - ২৫১, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা - ৭০০০০৬ **এবং জামিনদাতাগণ : শ্রী সুরেশ কুমার জয়সওয়াল, শ্রী অনিশ কুমার জয়সওয়াল, শ্রী রমেশ কুমার জয়সওয়াল, শ্রীমতী কলাবতী দেবী শাউ, শ্রীমতী লালমণি দেবী শাউ, শ্রী তারক শাউ এবং শ্রী অরুণ কুমার জয়সওয়াল** সহ কাছ থেকে। **সকলের ঠিকানা** - ২৪৬-ডি, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা - ৭০০০০৬।

সম্পত্তি নং ১ : সংরক্ষিত মূল্য - **৮২,০০,০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা - **৮,২০,০০০.০০ টাকা** এবং ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : **৫০,০০০.০০ টাকা**
সম্পত্তি নং ২ : সংরক্ষিত মূল্য - **৮৪,০০,০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা - **৮,৪০,০০০.০০ টাকা** এবং ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : **৫০,০০০.০০ টাকা**

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি নং ১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট/ইউনিটস নং ৪এ এবং ৪বি, পরিমাণ মোট ২২৪৪.৮০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ অবস্থিত পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকে ৫মতলে, ভবনের অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ২৪৬ডি,আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০০০৬, থানা মানিকতলা, এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত , হস্তান্তর দলিল এআরএ-১, কলকাতা, দলিল নং ১-৩৭৬০-২০০৬। যৌথভাবে মালিকানা শ্রী অরুণ কুমার জয়সওয়াল, শ্রী সুরেশ কুমার জয়সওয়াল এবং শ্রীমতি কলাবতী দেবী (পান্নালাল তারক সাউ ইস্পাৎ প্রা লি এর জামিনদাতা)।
চৌহদ্দি : উত্তরে কর্পোরেশনের সাধারণ চলার পথ; দক্ষিণে : অংশত প্রেমিসেস নং ২৪৬ডি, এপিসি রোড,! পূর্বে : প্রেমিসেস পঞ্চা বাগুলির; পশ্চিমে : আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড।
সম্পত্তি নং ২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট/ইউনিট নং ৪সি এবং ৪ডি মোট পরিমাণ ২৩১৩.১০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ অবস্থিত দক্ষিণ এবং উত্তর পশ্চিম দিকে ৫মতলে,ভবনের অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ২৪৬ডি, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০০০৬, থান মানিকতলা, এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত হস্তান্তর দলিল এআরএ-১, কলকাতা থেকে পাওয়া ,দলিল নং ১-৩৭৫৯-২০০৬ সালের । সম্পত্তি শ্রীমতি লালমণি দেবী সাউ,স্বামী তারক সাউ। শ্রী রমেশ কুমার জয়সওয়াল , পিতা শ্রী তারক সাউ এবং শ্রী অনিশ জয়সওয়াল পিতা শ্রী তারক সাউ এর নামে ।
চৌহদ্দি : উত্তরে : কর্পোরেশনের সাধারণ চলার পথ; দক্ষিণে : অংশত প্রেমিসেস নং ২৪৬ডি, এপিসি রোড, পূর্বে : প্রেমিসেস পঞ্চা বাগুলির; পশ্চিমে : আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১২.০২.২০২৫ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩৬

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ : ০১.০২.২০২৫
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল পোস্ট এবং জেলা - হুগলি
পিন - ৭১২১০৩ ফোন - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - ৪এ
(রুল ৮(৬)/রুল ৯(১) দ্রষ্টব্য)
স্থাবর সম্পত্তি
বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত **"যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **০৭.০৩.২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিনদত্ত ঋণদাতার নিকট সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে বর্ণিত বকেয়া আদায়ের জন্য।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১	**মেসার্স সন্তোষীমাতা ইলেক্ট্রনিকস,** স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি মৌতুষি মুখার্জি, স্বামী শ্রী নিত্যানন্দ দে, গ্রাম : কুলতেঘড়ি, পো : কেশবচক, থানা :তারকেশ্বর, জেলা : হুগলি, ৭১২৪১০, পশ্চিমবঙ্গ, **শ্রীমতি মৌটুসি মুখার্জি,** স্বত্বাধিকারী মেসার্স সন্তোষীমাতা ইলেক্ট্রনিকস, (ঋণগ্রহীতা), স্বামী শ্রী নিত্যানন্দ দে, গ্রাম : কুলতেঘড়ি, পো : কেশবচক, থানা :তারকেশ্বর, জেলা : হুগলি,৭১২৪১০, পশ্চিমবঙ্গ, এবং শ্রী সন্দীপ মুখোপাধ্যায় ওরফে গোস্বামী (জামিনদাতা), পিতা প্রয়াত বারিদ বরণ মুখোপাধ্যায় ওরফে গোস্বামী, গ্রাম : কুলতেঘড়ি, পো : কেশবচক, থানা :তারকেশ্বর, জেলা : হুগলি,৭১২৪১০, পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা : তারকেশ্বর**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ ১ শতক কমবেশি এবং জিসিআই সিট দ্বারা ছাদ পরিমাণ ৩৬০ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা : কুলতেঘড়ি, জেএল নং ৪, আরএস দাগনং ১৪৭ (এলআর দাগ নং ১৫২), এলআর খতিয়ান নং ৮১৭, কেশবচক গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : তারকেশ্বর, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, উল্লেখ্য রেজি বিক্রয় দলিল নং ৩৭২২-২০০৩ সালের তারিখ ২৪.১১.২০০৩ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর হরিপাল,হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রী সন্দীপ মুখোপাধ্যায় ওরফে গোস্বামী পিতা প্রয়াত বারিদ বরণ মুখোপাধ্যায় ওরফে গোস্বামী এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** কালীপদ কোলের সম্পত্তি; **দক্ষিণে :** সাধারণ চলার পথ; **পূর্বে :** অনঙ্গ মুখার্জির সম্পত্তি **পশ্চিমে :** অনঙ্গ মুখার্জির সম্পত্তি।	**২৫,১৪,৮৪৪ টাকা (পঁচিশ লাখ চোদ্দ হাজার আটশ চুয়াল্লিশ টাকা)** (উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) **৩১.০১.২০২৫** অনুযায়ী এবং **০১.০২.২০২৫** থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ৯,০০,০০০ টাকা (নয় লাখ টাকা) খ) ৯০,০০০ টাকা (নব্বই হাজার টাকা) গ) ১০,০০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB50100845501 ঙ) আমাদের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত
২	**শ্রী অলকেন্দু দে** (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা), পিতা শ্রী সুভাষ চন্দ্র দে, গ্রাম : নতুনগ্রাম,পো তারকেশ্বর, থানা : তারকেশ্বর,জেলা : হুগলি, ৭১২৪১০, পশ্চিমবঙ্গ, **শ্রীমতি সোমা দে** (বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা) স্বামী শ্রী সুভাষ চন্দ্র দে, গ্রাম : নতুনগ্রাম,পো তারকেশ্বর, থানা : তারকেশ্বর,জেলা : হুগলি, ৭১২৪১০, পশ্চিমবঙ্গ, এবং শ্রীমতি মৌসুমী দে (জামিনদাতা) গ্রাম : নতুনগ্রাম,পো তারকেশ্বর, থানা : তারকেশ্বর,জেলা : হুগলি, ৭১২৪১০, পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা : তারকেশ্বর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ৩১ শতক কমবেশি অবস্থিত মৌজা : জঙ্গলপাড়া, জেএল নং ২১, এলআর দাগ নং ৬৩০(অংশ),আরএস খতিয়ান নং ২৪৩, এলআর খতিয়ান নং ২৪০৩(সোমা দে), এলআর খতিয়ান নং ৩৪১৯ (অলকেন্দু দে) পুরশুরা ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : পুরশুরা, জেলা : হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর পুরশুরা, ডিএসআর ২, হুগলিএবং এআরএ ৩ কলকাতা, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ৫৫৪-১৯৯৯ সালের ডিএসআর হুগলি রেজিস্ট্রিকৃত তারিখ৩১/০৩/১৯৯৯,বুক নং ১, ভলুম নং ১৩, পৃষ্ঠা ৭৯ থেকে ৯০ , সম্পত্তি সোমা দে এবং অলকেন্দু দে এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্লট নং ৬২০(অংশ); **দক্ষিণে:** প্লট নং ৬৩০(অংশ) এবং প্লট নং ৬৩১ (অংশ); **পূর্বে :** সাধারণ চলার পথ এবং প্লট নং ৬৩৫ (অংশ) **পশ্চিমে :** প্লট নং ৬২৫ (কানাইলাল সাঁতরা)।	**১৫,৭৩,০৮৩ টাকা (পনের লাখ তিয়াত্তর হাজার তিরাশি টাকা)** (উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) **৩১.০১.২০২৫** অনুযায়ী এবং **০১.০২.২০২৫** থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ৩৩,৪৮,০০০ টাকা (তেত্রিশ লাখ আটচল্লিশ হাজার টাকা) খ) ৩,৩৪,৮০০ টাকা (তিন লাখ চৌত্রিশ হাজার আটশ টাকা) গ) ১০,০০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB20676969465 ঙ) আমাদের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৭.০৩.২০২৫, সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাস জানতে অনুগ্রহ করে মেল করুন support.ebkray@psballiance.com
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন https://baanknet.com এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি., যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১. অশ্বিন কুমার দাস, অনুমোদিত অফিসার (মোবাইল : ৯৪৩৯৩৩৯৮৫৫)/২. সুভাষ কুমার পাসোয়ান, শাখা ম্যানেজার (মোবাইল : ৯১৪২১৫২৬৬৮)

তারিখ : ৩১.০১.২০২৫
স্থান : ব্যান্ডেল

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,
কলকাতা-৭০০ ০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ১৭.০২.২০২৫ তারিখে, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সোনারপুর শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৯,৮০,৬৭৪.০০ টাকা (নয় লাখ আশি হাজার ছশো চুয়াত্তর টাকা) ৩১.০১.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **শ্রীমতী সোনালি মজুমদার (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা)** স্বামী প্রসেনজিৎ মজুমদার, ২২/এফ শিব কৃষ্ণ দা লেন, কাঁকুরগাছি, রামকৃষ্ণ মঠ যোগদ্যান মঠের নিকট, কলকাতা - ৭০০০৫৪। **বর্তমান ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ১৬, ২৩/ডি, শিব কৃষ্ণ দা লেন, থানা - ফুলবাগান, কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) **শ্রীমতি সোনালী মজুমদার (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা)** স্বামী প্রসেনজিৎ মজুমদার, ২২/এফ, শিব কৃষ্ণ দ লেন, কাঁকুড়গাছি, রামকৃষ্ণ যোগোদ্যান মঠ এর নিকট, কলকাতা ৭০০০৫৪। **বর্তমান ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ১৬, ২৩/ডি, শিব কৃষ্ণ দ লেন, থানা : ফুলবাগান, কলকাতা ৭০০০৫৪। **২. শ্রী প্রসেনজিৎ মজুমদার (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা),** পিতা বাবুলাল মজুমদার, ১৭/২/এফ, শিব কৃষ্ণ দ লেন, কাঁকুড়গাছি, রামকৃষ্ণ যোগোদ্যান মঠ এর নিকট, কলকাতা ৭০০০৫৪। **বর্তমান ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ১৬, ২৩/ডি, শিব কৃষ্ণ দ লেন, থানা : ফুলবাগান, কলকাতা ৭০০০৫৪। **খ) সোনারপুর শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ১৬, চতুর্থতলে (উত্তর পশ্চিম দিকে) পরিমাণ আনুমানিক ৪৮০ বর্গফুট ২৫ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ কমবেশি , দুই বেড রুম, এক বাথ তথা প্রিভি, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমিতে নির্মিত জমির পরিমাণ ৪ কাঠা কমবেশি এবং তদস্থিত আর টিএস নির্মাণ সহ এবং সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত প্রেমিসেস নং ২৩/ডি, শিব কৃষ্ণ দ লেন, থানা : ফুলবাগান,কলকাতা ৭০০০৫৪, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৩১ অধীন, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য হস্তান্তর দলিল নং ১৬০৬০৩৪৫৬-২০১৯ সালের তারিখ ৩০.০৮.২০১৯ এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৬০৬-২০১৯, পৃষ্ঠা ১২৮৬৩০ থেকে ১২৮৬৬৭ রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর শিয়ালদহ, **সম্পত্তি শ্রীমতি সোনালী মজুমদার এবং শ্রী প্রসেনজিৎ মজুমদারের নামে, চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : ২২জি, শিব কৃষ্ণ দ লেন,পূর্বে : ২৩সি, শিব কৃষ্ণ দ লেন, পশ্চিমে : ২২সি/৫, শিব কৃষ্ণ দ লেন।	**৯,৮০,৬৭৪.০০ টাকা (নয় লাখ আশি হাজার ছশো চুয়াত্তর টাকা) ৩১.০১.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **১৪,১৩,০০০.০০ টাকা (*)** (চোদ্দ লাখ তেরো হাজার টাকা) খ) **১,৪১,৩০০.০০ টাকা** (এক লাখ একচল্লিশ হাজার তিনশ টাকা) পোর্টালে ই-নিলামের তারিখ এবং সময় তার পূর্বে জমা করতে হবে গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB50485605717** ঙ) **অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** চ) **স্বত্ব দখলীকৃত**

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৭.০২.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। **প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি - support.BAANKNET@psballiance.com** এবং হেল্প লাইন নম্বর পাওয়া যাবে সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পডেস্কে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **(https://baanknet.com)**এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০-এ** যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ- ০১.০২.২০২৫
স্থান- কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

উত্তেজনায় ভরা ম্যাচ জিতে সিরিজের দখল নিল ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৩-১ এ সিরিজ পকেটে পুরলেন সূর্যকুমার যাদবরা। শুক্রবার পুনেতে ১৫ রানে জেতে ভারত। এদিন প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ওভারের শেষে ৯ উইকেটের বিনিময়ে ১৮১ তোলে ভারত। তার জবাবে ১৬৬ রানে শেষ হয় ইংল্যান্ডের ইনিংস। দুই স্পেলেই শেষ হয়ে যায় জস বাটলারদের স্বপ্ন। শুরুটা করেন রবি বিষ্ণোই। শেষটা হর্ষিত রানার। দু'জনেই তিনটে করে উইকেট নেন। শুরুটা ভাল করেও মাত্র ৫ রানের ব্যবধানে ৩ উইকেট হারায় ইংল্যান্ড। শেষদিকে ১৭ রানে ৪

উইকেট হারায় বাটলাররা। কনকাশন সাবস্টিটিউট হিসেবে এই ম্যাচে অভিষেক হয় হর্ষিত রানার। শিবম দুবের জায়গায় নামেন। অভিষেকেই চমক। ৩৩ রানে ৩ উইকেট তুলে নেন। বুঝিয়ে দিলেন কেন তাঁর ওপর ভরসা রাখেন গৌতম গম্ভীর। মাঝে চাপে পড়লেও কেকেআরের দুই বোলারের দাপটে শেষপর্যন্ত ম্যাচ বের করে নেয় ভারত। জোড়া উইকেট নেন বরুণ চক্রবর্তী। ব্যাট হাতে সফল শিবম দুবে এবং হার্দিক পাণ্ডিয়া। দু'জনেই অর্ধশতরান করেন। টানা ১৭ নম্বর সিরিজ জয় ভারতের। ঘরের মাঠে সূর্যদের হারানো একপ্রকার অসম্ভব।

অ্যাওয়ে ম্যাচ ড্র ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার মুম্বই এফসির সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করল অস্কার ব্রুজোর দল। জেতা ম্যাচে পয়েন্ট খোয়াল লাল হলুদ। তবে চোট আঘাতে জর্জরিত, ভাঙা দল নিয়ে এক পয়েন্টে অসন্তুষ্ট হবেন না ইস্টবেঙ্গলের স্প্যানিশ কোচ। স্কোরলাইন দেখে ম্যাচের গতি প্রকৃতি বোঝা যাবে না। অসংখ্য গোল হতে পারত। দুই দলই ভুরিভুরি সুযোগ পায়। কিন্তু গোল করতে পারেনি। মূলত দুই গোলকিপারের ম্যাচ। তেকাঠির নীচে অনবদ্য প্রভসুখন গিল এবং লাচেনপা। প্রথমার্ধ ইস্টবেঙ্গলের, দ্বিতীয়ার্ধ মুম্বইয়ের। তবে তারমধ্যেও বেশ কয়েকটা সুযোগ পায় ইস্টবেঙ্গল। যেকোনও দলই ম্যাচ জিততে পারত। কিন্তু ফিনিশিংয়ের অভাব। দু'দলের রক্ষণের প্রশংসা করতেই হবে। বিশেষ

করে মুম্বইয়ের ডিফেন্ডার তিরির। নব্বই মিনিটের শেষে হয়তো হাত কামড়াবেন দিমিত্রিয়স ডিয়ামানটাকোস। বেশ কয়েকটা সুযোগ পেয়েও বল গোলে ঠেলতে পারেননি। তবে মুম্বইয়ের ডেরা থেকে এক পয়েন্ট নিয়ে ফেরা মন্দ নয়। তাও আবার এত প্রতিকূলতা নিয়ে। শেষদিকে আক্রমণের ঝড় তোলে মুম্বই। ইস্টবেঙ্গলের পরিত্রাতা প্রভসুখন। কয়েকটা নিশ্চিত গোল রোখেন। এদিন জিতলে চার নম্বরে উঠে আসতে পারত মুম্বই। কিন্তু ২৮ পয়েন্ট নিয়ে একধাপ ওপরে উঠে ছয়ে থামে। অন্যদিকে ১৮ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট ইস্টবেঙ্গলের। বিরতির আগে ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে স্কোরলাইন অন্তত ৩-০ হতে পারত। ম্যাচের ৪৪ মিনিটে বিষ্ণুর ক্রস থেকে ডিয়ামানটাকোসের হেড বাইরে যায়। দ্বিতীয়ার্ধে দুই দলই একে অপরের সঙ্গে টক্কর দেয়। গোলের সুযোগ পায় দুই পক্ষই। কিন্তু ভাগ্য সঙ্গে ছিল না।

যুগ্মসচিব বেপাত্তা, ম্যাচ দেখলেন সৌরভ, সিএবিতে সমালোচনার ঝড়

বিদায়বেলায় স্নেহ-ভালবাসা থেকে বঞ্চিত ঋদ্ধিমানের দায়সারা সংবর্ধনা

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

চাঁদের উল্টোপিঠে যেমন অন্ধকার, ঠিক তেমনই যেন ক্রিকেট উন্মাদনার ছবিটাও। একদিকে যখন ১২ বছর বিরাট কোহলি ঘরোয়া ক্রিকেটে ফেরায় ধুন্ধুমার, ঠিক সেদিনই জনশূন্য (৬৬ হাজারের স্টেডিয়ামে বড়জোর ৭০-৮০ জন দর্শক) ইডেনে কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলতে নামলেন আর এক আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার ঋদ্ধিমান সাহা। কী চরম বৈপরীত্য! বাংলার ক্রিকেট আইকন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুরোধেই যাবতীয় অভিমান ভুলে কেরিয়ারের শেষটা বাংলার হয়ে খেলারই সিদ্ধান্ত নেন শিলিগুড়ির পাপালি। তাতে কি খুশি হতে পারেননি সিএবির শীর্ষকর্তারা? না'হলে কেন দেখে মনে হবে এমন নমো নমো করে বিদায় করে দিতে পারলেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন তাঁরা! এই ভারতীয় ক্রিকেটের 'মক্কা'র ঐতিহ্য, এই তা'হলে গর্বের ক্রিকেটের নন্দনকানন-এ সিএবির কদর! যে মাঠে খেলা মানেই দর্শকদের আবেগ-উন্মাদনার তুলনা হয় না। সেই মাঠই যে জনশূন্য, এটা সিএবির ব্যর্থতা আর কবে মানবেন কর্তারা?

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পর দ্বিতীয় বাঙালি ঋদ্ধিমান সাহা যিনি এতগুলো আন্তর্জাতিক টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। কিন্তু তার শেষ ম্যাচের জন্য কী হল! একটা শাল আর উত্তরীয় দিয়ে সংবর্ধিত করেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। সতীর্থদের পাশে নিয়ে কেক কাটা, ফুলের তোড়া আর গার্ড অফ অনার। বাকি অফিস বেয়ারার ও সাব কমিটির চেয়ারম্যানরা কোন উদ্যোগ না নিলেও আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে আলাদা করে সংবর্ধনা দেওয়া হয় । ব্যস, সব নিয়ে অবদানের স্বীকৃতি শেষ! এই স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়দেরই তো ঘুম ছুটে যায় যখন বিরাট কোহলি, মহেন্দ্র সিং ধোনিদের সংবর্ধিত করার বিষয় জড়িয়ে যায়। মেমেন্টোয় কত ভরি সোনা দেবে, সোনার কয়েনে টস হবে কিনা-- শুধুই কি দেখনদারি! আর ঘরের ছেলের কদর নেই? সিএবির সভাপতি দু'দিন আগেই জুয়েলারি শোরুমে উদ্বোধনে গিয়ে হাসি মুখে ছবি তুলেছিলেন। আর ঋদ্ধি বেচারা 'দুয়োরানি' যার শাল ছাড়া তাঁর গর্বের ইনিংসগুলোর জন্য বিদায়পর্বে আর কিছুই জুটল না! নাকি ভাঁড়ারে টাকা নেই! টাকা কি শুধু গাড়ি ছুটিয়ে সিএবির অন্দরে প্রবেশ করে এসি রুমে বসে পড়া, আর পিএনপিসি করা! কোনও কর্তা সময়ই পেলেন না ঋদ্ধিমানকে নিয়ে কীভাবে আরও ভালভাবে সংবর্ধিত করা যায়, তা ভাবার!

কেন? কেন? কেন? এখানেও দায় সেরে ফেলতে নিশ্চয়ই যুক্তি খাড়া করে ফেলবেন সিএবি সভাপতি। কিন্তু বাংলাকে আর একটা 'ঋদ্ধিমান' উপহার দিতে পারবেন না! তারজন্য ক্ষমতা নয়, সদিচ্ছা দরকার ছিল। উল্টো পতাকার ছবি সমাজমাধ্যমে সিএবির অফিশিয়াল পেজ থেকে পোস্ট হয়েছিল। তবু দোষ দেখতে পাননি। ভারত-ইংল্যান্ড শেষ টি২০ ম্যাচে কার্ড ছাড়াই স্নেহধন্য সাংবাদিকরা প্রেসবক্সে ঢুকে পড়েছিল, দোষ দেখতে পাননি। মিডিয়া ম্যানেজারের বিচিত্র কাজের পাহাড়প্রমাণ অভিযোগ জমা পড়েছে, তবু দোষ দেখতে পাননি। ঋদ্ধিমান সাহা এতদিন- এতকাল বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছিল আন্তর্জাতিক মঞ্চে, তাও দেখতে পেলেন না? সৌরভের স্বপ্নের 'ভিশন টোয়েন্টি টোয়েন্টি' প্রজেক্ট যে তাঁর দাদার আমলে মুখ থুবড়ে পড়েছে, তা এতদিনে বুঝতে বাকি নেই কারোরই, অথচ সিএবি সভাপতির শীতঘুম ভাঙেনি। অভিষেক ডালমিয়ার আমলেই ঝুলন গোস্বামীর নামাঙ্কিত স্ট্যান্ডের বাস্তবায়িত করে বাহবা কুড়িয়েছেন ঠিকই, কিন্তু সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ঠিক কী কী গর্বের কাজ হয়েছে তা উনি নিজেও বোধহয় বলতে পারবেন না। সিএবিরই এক নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কর্তা ক্ষোভ উগড়ে দেন সিএবি সভাপতির বিরুদ্ধে। সরাসরি তিনি বলেন, 'স্নেহাশিস কাঠের পুতুল ছাড়া আর কিছু নয়। ভেবেছিল বোর্ডসচিব হবে, তা যে হবে না বুঝে যেতেই মোহ ভেঙেছে। কারণ, বুঝে গেছে এটা লাস্ট টার্ম। আকাশ ছোঁয়া বেতনে বেসরকারি সিইও নিয়োগ করেছেন। তাকে নিয়েই সব জায়গায় চলে যাচ্ছে। সোনার দোকানের উদ্বোধনেও সঙ্গী সেই সিইও।'

যাঁর জন্য অভিমানে, ক্ষোভে বাংলা ছেড়েছিলেন ঋদ্ধিমান সাহা, তারও কী আক্রোশ এখনও কমেনি! না হলে, তিনি কেন নেই ঋদ্ধিমানের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে? সিএবির অন্দরের খবর, সিএবির সেই অন্যতম যুগ্মসচিব বিদেশ ভ্রমণে গেছেন। ক্রিকেটের প্রতি তাঁর এই টান? এই ভালবাসা? শুধুই ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি! অথচ শত ব্যস্ততার মাঝেও ঋদ্ধির বিদায়বেলার ইনিংস দেখতে ইডেনে ছুটে এসেছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। দায় এড়িয়ে, দোষ এড়িয়ে, পিঠ বাঁচিয়ে কতদিন এভাবে চলবে বঙ্গ ক্রিকেট সংস্থা! একের পর এক টুর্নামেন্টে এবারেও ফেল? বাংলার ক্রিকেটে আর কবে সূর্যোদয় হবে?

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

ভেলোরে মহিলা ডাক্তারকে গণধর্ষণ!

৪ দোষীকে ২০ বছরের কারাদণ্ড দিল আদালত

ভেলোর, ৩১ জানুয়ারি: এক চিকিৎসককে অপহরণ করে গণধর্ষণের ঘটনায় চার জনকে দোষী সাব্যস্ত করল আদালত। ২০২২ সালের ওই কাণ্ডে যুক্ত চার যুবককে ২০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে তামিলনাড়ু মহিলা আদালত।

২০২২ সালের ১৬ মার্চের মধ্যরাত। কাজ শেষ করে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরছিলেন এক মহিলা চিকিৎসক। সঙ্গে তাঁর এক সহকর্মীও ছিলেন। অটোস্ট্যান্ডে অপেক্ষা করছিলেন তাঁরা। কয়েক মিনিট বাদে একটি অটো করে চার জন পৌঁছন ওই স্ট্যান্ডে। উঠতে বলা হয় মহিলা চিকিৎসক এবং তাঁর সঙ্গীকে। দুই চিকিৎসক প্রথমে ভেবেছিলেন, কী ভাবে একটি অটোতে ছ'জন যাবেন। কিন্তু অত রাতে আর কোনও পথ নেই দেখে উঠেই পড়েন দু'জন। অভিযোগ, কিছু দূর যাওয়ার পরে অটোটি থেমে যায় একটি নির্জন জায়গায়। অটো থেকে টেনেহিঁচড়ে নামানো হয় দুই চিকিৎসককে।

পুরুষ চিকিৎসকটিকে মারতে মারতে একটি জায়গায় নিয়ে গিয়ে তাঁর গলায় ছুরি ধরা হয়। মহিলা চিকিৎসককে রাস্তায় ফেলে একে একে ধর্ষণ করে মোট পাঁচ জন। শুধু তা-ই নয়, ওই কাণ্ডের পর নির্যাতিতা চিকিৎসক এবং তাঁর সহকর্মীর জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে যায় অভিযুক্তেরা। সোনার গয়না খুলে নিয়ে যাওয়া হয়। ব্যাগ থেকে পাওয়া এটিএম কার্ড থেকে ৪০ হাজার টাকা তুলে নিয়ে যায় তারা। ওই ঘটনার কিছু দিন পরে একটি চোলাই মামলায় তিন জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সেখান থেকে চিকিৎসককে গণধর্ষণের খবর পান তদন্তকারীরা। জিজ্ঞাসাবাদের সময়ে তিন অভিযুক্ত স্বীকার করে আরও দুই সঙ্গীকে নিয়ে তারা এক মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করেছে। এর মধ্যে অনলাইনের মাধ্যমে থানায় অভিযোগ করেন নির্যাতিতা। তিন বছর মামলার পর মোট চার জনকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি ঘোষণা করল আদালত।

সোনিয়ার কটাক্ষের নিন্দা রাষ্ট্রপতি ভবনের

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি: কংগ্রেস সাংসদ সোনিয়া গান্ধির কটাক্ষের 'জবাব দিল' রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর দপ্তর। শুক্রবার বিকেলে রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'সাংসদ সোনিয়া গান্ধির মন্তব্য কুরুচিকর, দুর্ভাগ্যজনক এবং বর্জনীয়।' শুক্রবার বাজেট অধিবেশনের সূচনায় প্রথামাফিক সংসদের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেন দ্রৌপদী। প্রায় ৫৯ মিনিট বক্তৃতা করেন তিনি। অধিবেশন শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে সোনিয়া বলেন, 'ওঁকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। ভাল করে কথাও বলতে পারছিলেন না।' প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রীর ওই মন্তব্যের পরেই শাসকদল বিজেপির তরফে প্রতিবাদ জানানো হয়। বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা সরাসরি গান্ধি-নেহরু পরিবারকে নিশানা করে বলেন, 'মাননীয় রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে এমন মন্তব্য ওঁদের জমিদারি মানসিকতার আর একটি উদাহরণ।' সংসদের যৌথ অধিবেশনে শুক্রবার রাষ্ট্রপতির ভাষণে প্রত্যাশামতোই ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারের সুখ্যাতি। গত ১০ বছরে মোদি সরকারের প্রকল্প দেশের পরিকাঠামো এবং সামাজিক উন্নয়নের ইতিহাসে নতুন মাত্রা যোগ করেছে বলে জানান দ্রৌপদী।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার নং ঃ এডিইইজি-আরইএনওভি-সিওএনটিআরএল-২০২৫-০১, তারিখ ৩১.০১.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল সার্ভিসেস ইঞ্জিনিয়ার, দঃপূঃ রেলওয়ে, গার্ডেনরিচ, কলকাতা-৭০০০৪৩ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই- টেন্ডার আহ্বান করছেন, যা ২৪.০২.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টার আগে জমা করতে হবে ঃ **কাজের বিবরণ ঃ** ''গার্ডেনরীচে কন্ট্রোল রুমের পরিবর্তনের এবং পুনঃউন্নয়ন কাজ'' সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক এয়ারকন্ডিশনিংয়ের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩১,৯৩,১৩৯ টাকা তৎসহ প্রযোজ্যমতো জিএসটি। **বায়না মূল্য ঃ** ৬৩,৯০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** নেই (জিসিসি-২০২০ অনুযায়ী ই-টেন্ডারের জন্য)। **বন্ধের তারিখ ঃ** ২৪.০২.২০২৫-এ দুপুর ৩টা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/মাপকাঠির জন্য এবং অনলাইনে বিড জমা করতে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। কোনও ভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র. ঃ** সব টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। (PR-1089)

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ২৮.০১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/II, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং.ঃ টিএন-২২৭-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে অন্যান্য সকল আনুষঙ্গিক কাজ সহ বনগাঁ, দত্তপুকুর এবং রানাঘাট স্টেশন চত্বরে নতুন আরসিসি ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭,০২,৩১,০২২.৬০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৫,০১,২০০.০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৯.০২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টেয়। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৫ (পনেরো) মাস। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৯.০২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টেয়। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে দরপ্রস্তার দাখিল করতে হবে। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। ভারতীয় রেলওয়ের স্ট্যান্ডার্ড জেনারেল কন্ডিশনস অফ কনট্র্যাক্ট ২০২২ অনুসারে ই-টেন্ডার ফর্মের মূল্য শূন্য।

SDAH-341/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

e-Tender Notice

NIT No. 46/24-25, dt. 29/01/2025 Constn. Of various Schemes in different places of Chapra Panchayat Samity (Total 2 nos), Total Amount Rs. 10,60,727.00/- Last date of documents Downloading & bid sub. 07/02/2025 upto 11-00 a.m. (Other details collect from the office and website https://wbtenders.gov.in)

Sd/- E.O.
Chapra Pan Samity, Nadia

TENDER NOTICE

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the work(s) mentioned the **NIT-20/2024-25/CGP/2025 & NIT-21/CGP/2024-25 Dated-31/01/2025** which is which is uploaded in the website http:// wbtenders.gov.in **FUND:-XV FC (TIED & UNTIED)** Visit the said website to know about those tender.

Sd/- Pradhan
Charkalgram Gram Panchayat

Office of the Khairamari Gram Panchayat
Jalangi * Murshidabad

ENIT No. - 05/KHGP/15Th CFC /2024-25 SL NO1 TO 5 Memo No: 14/KHGP Dated :21/01/2025 Application Starting Date- **30/01/2025 AT 09 A.M,** Last Date of Dropping - **11/02/2025 till 3.00 PM,** Date of Opening Technical Bid - **14/02/2025 AT 12 P.M** Probable Date of Opening Financial Bid- **17/02/2025 time 11.00 AM** For Details See- **www.wbtenders.gov.in** Please take necessary Action.

Sd/- Prodhan
Khairamari Gram Panchayat
Sagarpara, Murshidabad

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION POURA BHAWAN, BIDHANNAGAR

e-Quotation has been invited for **NIQ No.1734/PWD(BMC) Dated: 30/01/2025 of Tender ID: 2025_MAD_809743_1** for "Supply of High Benches and Low Benches within **Ward No.26** under **BMC**. (Councillors Fund)". **Last date of Bid submission: 11/02/2025 up to 15:00 Hrs. Bid opening date: 13/02/2025 after 15:30 Hrs.** Corrigendum, if any will be published in website & office Notice Board only. For details, please follow **www.wbtenders.gov.in,** office website **(bmcwbgov.in)** & office notice board.

Sd/-
Executive Engineer PWD
Bidhannagar Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

1st call 1st corrigendum Please find N.I.E. EQ. No. 37/WS/AMRUT/AMC/2024-25 dt. 13.01.25 & Corrigendum Notice Memo No. 528/WS/Eng/25 dt. 31-01-2025 Bid Submission period: 24.02.25 instead of 05.02.25 Visit to website www.wbtenders.gov.in For details please contact to Tender Cell, AMC

SE,
Asansol Municipal Corporation

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৬৩৮, তারিখ ঃ ২৯.০১.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং. ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৪১০। কাজের নাম ঃ** ''বর্ধমানে ট্র্যাফিক সুবিধার কাজ'' সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪৬,৩৩,৫৬৬ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৯২,৭০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৯.০২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক দিনে করা যাবে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। HWH-577/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Improvement of Road with Paver Block at Kada Road More, within Ward No.- 34, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-326/24-25
Tender ID : 2025_MAD_809886_1 • Estimated Amount : 6,15,585/-
Last Date : 08th February 2025, up to 5:00 pm Sd/- Executive Engineer
For details : wbtenders.gov.in Durgapur Municipal Corporation

Serampore-Uttarpara Panchayat Samity
21, Rabindrabhaban Road, Serampore, Hooghly, 712201
Notice Inviting e-Tender

e-tender has been invited by the undersigned for 2(two) no. schemes bearing **NIeT No.- 10/SU/2024-25, Office Memo No:77/PS, Date: 31.01.2025 (Tender ID No.: 2025_ZPHD_809833_1, 2025_ZPHD_809833_2)**, for construction of boundary wall at graveyard under MA & ME. Online bid submission commences on and from **31.01.2025 at 6:00 PM** till **15.02.2025 at 1:30 PM.** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-,
Executive Officer
Serampore-Uttarpara Panchayat Samity

Office of the Prodhan,
Choa Gram Panchayat
Under Hariharpara Dev. Block. Vill+P.O-Choa, P.S-Hariharpara, Dist- Murshidabad
NOTICE INVITING e-Tender

e-tender are invited through online bid system under following tender(NieT) No:-**08/CGP/2024-25 Dated:-31/01/2025**. The last date of online submission of tender is **10-02-2025 upto 15 hours.** For details please visit website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Fatema Bibi
Prodhan, Choa G.P

Sridharnagar Gram Panchayat
Vill + P.O Raskhalpur, P.S- Gobardhanpur Coastal, Dist. - South 24 Parganas

On behalf of Sridharnagar Gram Panchayat under Patharpratima Block of South 24 Pgs district we invite bids for various kind of work Vide **NIT No. 77/SGP/Untied/2025, Dated: 04/02/2025** within the GP area. The last bid submission date is **11/02/2025 till 11 A.M.** For more details visit to our GP office Notice Board or visit **wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Sridharnagar Gram Panchayat

WEST BENGAL STATE ELECTION COMMISSION
18, SAROJINI NAIDU SARANI
KOLKATA-700 017
NOTICE INVITING E-TENDER

Tender is invited for procurement of Desktop Computer
Details available at https://wbtenders.gov.in.
Tender ID: **2025_WBSEC_809747_1**
Last date and time of submission of BID **07.02.2025 up to 2 PM**.

Secretary
West Bengal State Election Commission

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 272 to 278/ 2024-2025 Dated- 31-01-2025

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civi & Electricall works at Nadia. Murshidabad, Burdwan, Jhargram, Purulia and North 24 Parganas District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **01-02-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **07-02-2025 and 17-02-25 upto 3.00 pm**
Date: 31.01.2025 **Sd/- Executive Engineer**

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF SANTIPUR MUNICIPALITY
e-TENDER NOTICE

Santipur Municipality invite 5 nos online e-tender for 1) Tender ID: **2025_MAD_809284_1:** House service water Connection to 982 Nos. of Premises at different wards up to private property line with 20 mm OD HDPE (PE100,PN16) with necessary connection accessories including Water Meter and restoration of damages of road/ pavement etc . for Water Supply Scheme at Zone–1 (Ward No- 16 and 24). 2) Tender ID: **2025_MAD_809284_2:** House service water Connection to 2847 Nos. of Premises at different wards up to private property line with 20 mm OD HDPE (PE100, PN16) with necessary connection accessories including Water Meter and restoration of damages of road/ pavement etc . for Water Supply Scheme at Zone – 2 (Ward No 5, 6 ,7, 13 ,14 and 15). 3) Tender ID: **2025_MAD_809284 _3:** House service water Connection to 903 Nos. of Premises at different wards up to private property line with 20 mm OD HDPE (PE100,PN16) with necessary connection accessories including Water Meter and restoration of damages of road/ pavement etc . for Water Supply Scheme at Zone–3 (Ward No- 1 and 4). 4) Tender ID: **2025_MAD_809284_4:** House service water Connection to 2128 Nos. of Premises at different wards up to private property line with 20 mm OD HDPE (PE100,PN16) with necessary connection accessories including Water Meter and restoration of damages of road/ pavement etc . for Water Supply Scheme at Zone– 4 (Ward No 2, 3 ,8 ,9 and 11). 5) Tender ID: **2025_MAD_809284_5:** House service water Connection to 4621 Nos. of Premises at different wards up to private property line with 20 mm OD HDPE (PE100, PN16) with necessary connection accessories including Water Meter and restoration of damages of road/ pavement etc . for Water Supply Scheme at Zone– 5 (Ward No 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22 and 23) under AMRUT2.0 within Santipur Municipality. Last date of BID submission on **11.03.2025 upto 10:00 a.m.** Others details will be available in **www.santipurmunicipality.in** and **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Santipur Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

শনিবার • ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ • পেজ ৮

নবনীতা দেব সেন একাই একShow !

স্বপনকুমার মণ্ডল

বিদ্রোহ উৎকর্ষ লাভে বিপ্লবের পথকে প্রশস্ত করে তোলে। সেক্ষেত্রে বিদ্রোহের সরবতাই বিপ্লবের আগমনিবার্তা বয়ে আনে। অথচ সেই সরবতায় উচ্চকিত না হয়েও যে বৈপ্লবিক চেতনার বিস্তার করা যায়, তা সদ্য প্রয়াত নারীবাদী লেখিকা নবনীতা দেবসেন দেখিয়ে দিয়েছেন। সেখানে তাঁর নীরব সাধনা শুধু বিস্ময় জাগায় না,

নবনীতা শিক্ষাশোভন বনেদি পরিসরে তাঁর মেধা ও মননকে ক্রমশ উচ্চশিক্ষার অভিজাত সোপানে নিজেকে বিস্তার করেছিলেন । লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজ থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় (পিএইচডি) থেকে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ক্রেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও গবেষণার ব্যাপ্তিই শুধু নয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সুদীর্ঘকাল (১৯৭৫-২০০২) অধ্যাপনার পাশাপাশি আমেরিকার কলোরাডো কলেজে মেটাগ প্রফেসর থেকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রাধাকৃষ্ণণ স্মারক লেকচারার সর্বত্র বিদ্যার্চচায় স্বমহিমার বিস্তার। শুধু তাই নয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের প্রথম ছাত্রীটি (রোল নম্বর ছিল ১) প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়েই আত্মতৃপ্ত হয়ে পড়েননি, স্বভাবসুলভ ভাবেই নিজেকে উচ্চশিক্ষার সোপানে সামিল করেছিলেন।

শ্রদ্ধায় আনত করে তোলে। নারীবাদী লেখিকা হিসাবে কখনই তিনি সোচ্চার হয়ে ওঠেননি। অথচ তার অবকাশ ছিল। সুউচ্চতর শিক্ষাদীক্ষা ও বহুমুখী সৃজনীপ্রতিভায় তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের বনেদি প্রকৃতিতে তা আপনাতেই সরব হয়ে ওঠার যথেষ্ট পরিসর ছিল । শুধু তাই নয়, তাঁর পরিবারের মধ্যেই তার রসদ ছিল । নবনীতার মা রাধারাণী দেবীই (১৯০৩-১৯৮৯) ছিলেন রক্ষণশীল পুরুষশাসিত সমাজের প্রগতিশীল নারীকণ্ঠের উজ্জ্বল প্রতিভূ । বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে আয়োজিত বিতর্কসভায় 'ডিভোর্স উচিত কিনা' বিষয়ে অনুরূপা দেবীর বিপক্ষ বক্তব্যকে খণ্ডন করে তাঁর সপক্ষে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তেরো বছরে বাল্যবিধবা রাধারাণী দেবী। কবি-সাহিত্যিকদের সাথে আত্মসম্মান বজিয়ে রেখেই তিনি নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করেছেন। সেখানে তিনি শরৎচন্দ্রদের আপত্তিকে অতিক্রম করে নারী হিসাবে 'রবিবাসর'-এর সাহিত্যের আড্ডাতে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হননি, নারীকণ্ঠেও তাঁর আত্মমর্যাদাবোধকে দিয়েছেন বনেদি আভিজাত্য । রাধারানী দেবী 'অপরাজিতা' চম্পনামে কাব্যচর্চা করে সাড়া জাগিয়েছিলেন এবং প্রমথ চোধুরীর নারীদের নিজস্ব লেখা যা পুরুষেরা লিখতে না পারার প্রত্যাশাকে তিনিই পূরণ করেছিলেন । 'অপরাজিতা'র আড়ালে কে রয়েছেন, অনেকদিন তাঁর পরিচয় জানা যায়নি । অন্যদিকে তাঁর কাব্যচর্চার উৎকর্ষ ছিল ক্রমশ শ্রীবৃদ্ধিমান। 'পুরবাসিনী' (১৯৩৫) কাব্যে তা আর তীব্র কৌতূলের বিষয় হয়ে ওঠে । কাব্যটি কোনো পুরুষ কবির লেখা সম্ভব নয় বলে প্রমথ চোধুরীই জানিয়ে দেন । কাব্যটি আবার রাধারানী দেবী ও নরেন্দ্রনাথ দেবকে উৎসর্গিত । শেষে অপরাজিতা রাধারানী দেবীর সাক্ষাৎ মেলে । অন্যদিকে সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ দেবের 'কাব্য-দিপালী' পত্রিকাটি সম্পাদনায় সাহায্য করতে গিয়ে তাঁদের মধ্যে হার্দিক সম্পর্ক বিবাহে গড়িয়ে যায় । দুজনের বয়সে পনেরো বছরের ব্যবধান । তার উপর পারস্পরিক প্রতিকূল আবহ । সে-সব শুধু উপেক্ষিতই হল না, কন্যাসম্প্রদানেও নজির তৈরি করল । বরকে কেউ সম্প্রদান করে না । অতএব নিজেই নিজেকে সম্প্রদান করেন রাধারানী । ১৯৩১-এ ৩১মে সেই বিয়ের পরের দিন সংবাদপত্রে লেখা হয় 'রাধারানী-নরেন্দ্র দেব বিবাহ কন্যার আত্মসম্প্রদান' । সেই রাধারানীর প্রথম সন্তানের শৈশবেই অকালপ্রয়াণ হওয়াও নরেন্দ্র দেব কলকাতার হিন্দুস্থান পার্কে স্বাস্থ্যকর খোলামেলা আবহাওয়ায় 'ভালো-বাসা' নামে নতুন আবাস গড়ে তোলেন । সেই 'ভালো-বাসা'র মুক্ত ও প্রশস্ত পরিসরেই তাঁদের 'খুকু' তথা শরৎচন্দ্রের 'অনুরাধা' শেষে রবীন্দ্রনাথের 'নবনীতা'র বেড়ে ওঠা, গড়ে তোলা জীবনে আপনাতেই তাঁর ডানপিঠে প্রকৃতির পরশে নারীবাদী চেতনার প্রকাশ ছিল সময়ের প্রতীক্ষা । শুধু তাই নয়, তিনি যে তাঁর মায়েরই মেয়ে, সেকথার স্পষ্টবাক্ মূর্তি তাঁর কথাতেই শুধু প্রতিমায়িত হয়নি, সুযোগ্যা উত্তরসূরি হিসাবেও সমীহ আদায় করে নিয়েছেন । অথচ তাঁর নারীবাদী চেতনায় কোনো রূপ উগ্র প্রকাশ নেই । সেখানেও মেয়ের মধ্যে মায়ের মূল্যবোধ নিবিড় হয়ে উঠেছে । সুদীর্ঘকাল সেই মায়ের ছায়াতেই শ্রীবৃদ্ধি লাভের অবকাশ মিললেও তাঁর প্রকাশে উগ্রতার প্রকাশ ঘটেনি ।

নবনীতা শিক্ষাশোভন বনেদি পরিসরে তাঁর মেধা ও মননকে ক্রমশ উচ্চশিক্ষার অভিজাত সোপানে নিজেকে বিস্তার করেছিলেন । লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজ থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় (পিএইচডি) থেকে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ক্রেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও গবেষণার ব্যাপ্তিই শুধু নয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সুদীর্ঘকাল (১৯৭৫-২০০২) অধ্যাপনার পাশাপাশি আমেরিকার কলোরাডো কলেজে মেটাগ প্রফেসর থেকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রাধাকৃষ্ণণ স্মারক লেকচারার সর্বত্র বিদ্যার্চচায় স্বমহিমার বিস্তার । শুধু তাই নয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের প্রথম ছাত্রীটি (রোল নম্বর ছিল ১) প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়েই আত্মতৃপ্ত হয়ে পড়েননি, স্বভাবসুলভ ভাবেই নিজেকে উচ্চশিক্ষার সোপানে সামিল করেছিলেন । হিন্দি, ওড়িয়া, অসমীয়া, সংস্কৃত, ফ্রাসি, জার্মান, হিব্রু এবং ইংরেজি প্রভৃতি ভাষায় তাঁর বিদুষী প্রকৃতির অনন্যতা আপনাতেই সবুজ সজীবতা লাভ করে । ব্যক্তিত্বের বহুমুখী বিস্তারে নবনীতা রাধারানীকেও ছাড়িয়ে যান । লেখনীপ্রতিভার বহুমুখী চলনেও তাঁর স্বকীয় প্রতিভা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অবিসংবাদিত নারীব্যক্তিত্বের উৎকর্ষমুখর প্রকৃতি মহার্ঘ পুরস্কার-সম্মাননায়('পদ্মশ্রী', 'সাহিত্য অকাদেমি, বিদ্যসাগর পুরস্কার, দেশিকোত্তম প্রভৃতি) স্বীকৃতি লাভ করে । অথচ অভিভাবকীয় ব্যক্তিত্বের আধারেও নবনীতার নারীবাদের প্রচার-প্রসারে কোনো রকম বিদ্রোহী ভাবের অবকাশ ছিল না। সেখানে তাঁর সংযমী প্রকৃতির আন্তরিকতা ও আত্মপ্রত্যয়ী মানসিকতা তাঁকে নীরবে বিপ্লবের পথে সওয়ারি করেছিল। তাঁর মধ্যে পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের বৈষম্যপীড়িত জীবনবোধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদী চেতনায় নারীবাদের পরিচয় নানাভাবেই প্রকাশমুখর । শুধু তাই নয়, তাঁর মননে ও সৃজনেও তার পরিচয় নানাভাবেই উঠে এসেছে । ছোটবেলায় ছোট ভাই দিদিকে মারলেও দিদি মারতে পারবে না, দিদিকে তা সহ্য করার চেতাবনির মধ্যে তাঁর মেয়েদের অন্যচোখে দেখার চেতনা জেগে উঠেছিল । সমাজে পুরুষের আধিপত্যে নারীদের আনুগত্যবোধের মধ্যে তাঁর প্রতিবাদী চেতনাই তাঁর বৈদগ্ধ্যপূর্ণ বনেদি অবস্থানে আত্মপরিচয়ের সোপান হয়ে উঠতে পারত । সেখানে তাঁর আমৃত্যু ডাকাবুকো চরিত্রপ্রকৃতিই তার সঙ্গতের পক্ষে যথেষ্ট সরব ছিল । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলায় ডানপিঠে ছেলের অভাব নেই । অন্যদিকে ডানপিঠে মেয়ের কথা একমাত্র সিনেমার ধন্যিমেয়ের মধ্যেই দৃশ্যমান । সমাজে যে তার ঠাঁই নেই । অথচ বাংলার সেই রক্ষণশীল সমাজে নবনীতাই আজীবন ডানপিঠে পরিচয়ে সমুজ্জ্বল ছিলেন । নিজের মতো করে বেঁচেছেন হার না-মানা প্রকৃতিতে । সেখানে তাঁর পৌরুষদীপ্ত ভাবমূর্তি ছিল সমান সচল । হাসতে হাসতে এককাপড়ে ট্রাকে চড়ে অরুণাচল সীমান্তে ভারত-চীনের ম্যাকমোহন লাইন ছুঁয়ে এসেছিলেন । তাঁর ভ্রমণকাহিনি 'ট্রাকবাহনে ম্যাকমোহনে' । আবার হায়দ্রাবাদে সেমিনারে গিয়ে কুম্ভমেলায় ছুটে গিয়েছেন একাকী । তাঁর লেখনীর পরশে তাই 'করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে' ভ্রমণসাহিত্যে প্রতিমায়িত হয়েছে । এভাবে দুরারোগ্য ব্যাধিকে উপেক্ষা করে বেরিয়ে পড়েছেন পৃথিবীর দুর্গম পথে, বাংলা সাহিত্যে তার বিচিত্র অভিজ্ঞতায় অসংখ্য ফসল ফলিয়েছেন অবলীলায় । সেখানে তাঁর অপরাজিতা প্রকৃতির লাগামছাড়া চলনের মতোই জীবনকে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন । স্বাধীনতাপ্রিয় নবনীতার আপোষহীন যাপনে অবশ্য স্বেচ্ছাচারের বিকার ছিল না । এজন্য তাঁর আত্মপ্রত্যয়ী মানসিকতায় সংযমের পরাকাষ্ঠা যেমন লক্ষণীয়, তেমনই তাঁকে আত্মম্ভরিতায় বিদ্রোহে সামিল করেনি । বরং আত্মসংযমী প্রকৃতির উদারতায় তাঁর নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অনন্যতা লক্ষণীয় । সে শিক্ষাও তাঁর মায়ের কাছেই পেয়েছিলেন । রাধারাণী দেবী মেয়েকে আঁচলে করে মানুষ না করলেও প্রেমে স্বাধীনতা দিয়েও তার যাপনের সীমারেখা টেনে দিয়েছিলেন । যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় অমর্ত্য সেনের সঙ্গে নবনীতার প্রেম নিবিড় হয়ে ওঠে । সেখানে মেয়ের প্রতি মায়ের নির্দেশ ছিল 'তিনটি জায়গায় যাওয়া যাবে না। পর্দা টাঙানো কেবিনওয়ালা রেস্তরাঁয়, সন্ধ্যার পরে লেকের ধারে আর সিনেমায় ।' সেই প্রেম বিবাহে গড়ায় ১৯৫৯-এ এবং সতেরো বছরে ১৯৭৬-এ বিবাহবিচ্ছেদও ঘটে । অথচ সেই আঘাত নবনীতাকে নারীবাদী বিদ্রোহে সক্রিয় করেনি । বরং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ অটুট ছিল আজীবন । ১৯৯৮-এ অমর্ত্য সেনের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তিতে নবনীতার আনন্দোচ্ছ্বাসে অভাব ছিল না । তা নিয়ে সাক্ষাত্ কারও দিয়েছেন সহাস্যে । জানিয়েছেন অমর্ত্যের অনেক আগেই তা পাওয়ার ছিল । অবশ্য সেখানেও তাঁর আত্মপ্রত্যয়ী সংযমের প্রকাশ নানাভাবে বিকশিত হয়েছে । অমর্ত্য সেনকে নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন । আবার সে-সময়ের প্রেক্ষিতে একটি স্মরণীয় ছোটগল্পও লেখেন 'জরা হটকে, জরা বাঁচকে, ইয়ে হ্যায় নোবেল মেরি জান' ।

অন্যদিকে সেই সময়ে তাঁর সমসাময়িক বলিষ্ঠ নারীকণ্ঠ কবিতা সিংহের মৃত্যুতেও শোকপ্রকাশে এগিয়ে গিয়েছেন । সর্বত্র তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ, স্বাধীনচেতা মনের প্রকাশ, বিদ্রোহহীন বিপ্লবের প্রয়াস আজীবন সচল ছিল ।

গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সঙ্গীত জীবন

ডাঃ শামসুল হক

এই তো কয়েক মাস আগেও তিনি ছিলেন আমাদের ই মাঝে। এখন আর নেই। কিন্তু না থাকলে কি হবে, তাঁর সেই সুমিষ্ট কণ্ঠে গাওয়া গানগুলো যেন সাদা সর্বদাই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় আমাদের দুই কর্ণগহ্বরে। আমরা যেন এখনও শুনতে পাই তিনি তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠে গেয়ে চলেছেন সেই গান - ঘুম ঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তারা এই মাধবী রাত, আসেনি তো বুঝি আর জীবনে আমার.....

তিনি কোকিলকণ্ঠী গায়িকা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। ১৯৩১ সালের ৪ঠা অক্টোবর জন্ম তাঁর কলকাতার ঢাকুরিয়ায়। ছেলেবেলা থেকেই গানের ভক্ত ছিলেন তিনি। তাই পড়াশোনার পাশাপাশি সমান ও সমান্তরালভাবেই চলছিল তাঁর সঙ্গীত সাধনার কাজটিও। মূলতঃ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতেরই ভক্ত ছিলেন তিনি। তাই সেই জীবনের শুরুতে সেই দিকেই মনপ্রণ ঢেলেও দিয়েছিলেন একশো শতাংশই। পরে অবশ্য সময়ের তালে তাল মিলিয়ে আধুনিক বাংলা গানের দিকেও ঝুঁকে পড়েতে হয়েছিল তাঁকে। শুধু কি তাই? রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, অতুলপ্রসাদের গান , সঙ্গীতের সবকটা শাখাতেই ছিল তাঁর অবাধ বিচরণও। আবার সেই আঙ্গিনায় প্রতিষ্টালাভ করতে করতেই একটা সময় খ্যাতির শীর্ষাদেশে আরোহণ করতে তাঁর তেমন একটা সময় ও লাগেনি।

সঙ্গীত শিক্ষার প্রাথমিক পর্বের শুরু তাঁর পণ্ডিত সন্তোষ কুমার বসু এবং চিন্ময় লাহিড়ীর কাছে । তাঁদের সান্নিধ্যেই সঙ্গীত জগতে নিজের ভীতটাকেও ভীষণভাবেই মজবুত করেও নিয়েছিলেন তিনি। পরে শিক্ষাগুরু হিসেবে পেয়েছিলেন উস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খানকে । অতএব সেইসময় সঙ্গীত জগতের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতেই একেবারে শীর্ষাদেশেও আরোহণ করা সম্ভব হয়েছিল তাঁর পক্ষে। পরে আবার শিক্ষক হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন গোলাম আলী সাহেবের পুত্র উস্তাদ মুনাওয়ার আলী খানকেও এবং শিখে নিয়েছিলেন নতুন নতুন আরও অনেক কিছুই। আর সেই শিক্ষার উপর ভরসা রেখেই ১৯৪৬ সালে মাত্র পনের বছর বয়সেই তিনি অবতীর্ণ হন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অন্যতম এক শিক্ষাক্ষেত্র, গীতশ্রী পরীক্ষাতেও এবং তাতে সসম্মানে উত্তীর্ণও হন তিনি।

তারপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি সঙ্গীত শিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে। আর তাঁর নামের আগে ব্যবহৃত গীতশ্রী শব্দটিও যে নিছকই কুড়িয়ে পাওয়া সম্পদ ও নয় সেটাও তিনি প্রমাণ করেছেন তাঁর নিজস্ব প্রতিভার ই দৌলতে। সেইসময় বাংলা তো বটেই মুম্বাই এর সঙ্গীত সাম্রাজ্যেও তাঁর গাওয়া গান ই হয়ে উঠেছিল অন্যতম এক সম্পদও।

ফলে গানের টানেই কলকাতা ছেড়ে মুম্বাই এর উড়ানেই পা রেখেছিলেন তিনি। সেটা ১৯৫০ সালের কথা। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র উনিশ বছর। তাঁকে তখন সেই সুযোগ অবশ্য এনে দিয়েছিলেন সঙ্গীত জগতের সেইসময়ের অন্যতম ব্যক্তিত্ব শচীন দেব বর্মন সাহেবই। কিন্তু সেই বয়সে শুধুমাত্র নিজের যোগ্যতার উপর ভর করে মুম্বাই নগরীর গানের বৃহত্তর পরিধির মাঝখানে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করাটাও তেমন সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না । কিন্তু তিনি সেটাই করে দেখিয়েছেন। সেখানে হিন্দী সিনেমার নামীদামী নায়িকাদের ঠোঁটে নিজের কণ্ঠ মিলিয়ে বিখ্যাত হয়ে উঠতে খুব বেশি সময় ও লাগেনি তাঁর। একে একে মোট সতেরটা ছবিতে গান গেয়েছেন তিনি। মুগ্ধ ও করেছেন হাজার হাজার সঙ্গীত পিপাসুদেরও ।

কিন্তু তা হলে কি হবে, মুম্বাই শহরে তাঁর স্থায়িত্বকাল ছিল মাত্র দু বছর। তখন বাংলা ভাষা আর গানের জন্য মনটা ভীষণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল তাঁর। তাই ১৯৫২ সালে তিনি আবার ফিরে আসেন কলকাতায় এবং মনপ্রাণ ঢেলে দেন বাংলা গানের প্রতিও। শাস্ত্রীয় সংগীত, তারপর আধুনিক গান । গাইতে শুরু করেন সিনেমারগানও। আর অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই মাতিয়ে তোলেন গোটা টালিগঞ্জের ফিল্ম চত্বরটাকেই। একের পর এক সিনেমার পরিচালকরা তাঁদের ছবিতে তাঁকে গান গাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ ও জানাতে থাকেন।

১৯৬৬ সালে সঙ্গীত এবং সিনেমা জগতের সঙ্গেই যুক্ত অন্য আর এক গুণীজন শ্যামল গুপ্তর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। শ্যামলবাবু ছিলেন সেই সময়ের বিখ্যাত একজন কবি। সিনেমার পরিচালকরা তাঁকে দিয়েই তখন লেখাতেন তাঁদের ছবিতে ব্যবহার করা গানগুলি। সুতরাং স্বামী স্ত্রীর যুগলমিলনেই অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিল সেইসময়ের টলিউড পাড়াও।

মানুষ হিসেবেও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ছিলেন খুবই নরম প্রকৃতির। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর যে ছিল বিশাল ভূমিকা অস্বীকার করা যাবে না সেটাও। সেইসময় লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুদের পাশে দাঁড়িয়েই লড়াই করেছিলেন তিনি।সামিল হয়েছিলেন গণ আন্দোলনেরও। বিভিন্ন রকমভাবে তাঁদের জন্য নেমেছিলেন অর্থ সংগ্রহের কাজেও। আবার তখন কারাগারে বন্দী বাংলাদেশের নেতা মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবি নিয়ে গান ও গেয়েছিলেন - বঙ্গবন্ধু তুমি ফিরে এলে ...

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষিত হ ওয়ার পর সেখানে যখন প্রথম একুশে ফেব্রুয়ারির উৎসব উদযাপিত হয় তখন ঢাকার পল্টন ময়দানে আয়োজন করা হয়েছিল যে অনুষ্টানের সেখানে একজন বিদেশী শিল্পী হিসেবে হাজির ছিলেন তিনি। ভীষণভাবে সমাদৃ ত ও হয়েছিলেন সেখানকার মানুষের কাছে।

একজন সার্থক সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় পেয়েছেন অসংখ্য পুরস্কার ও । ২০১১ সালে তিনি পান বঙ্গবিভূষণ পুরস্কার। ২০০৯ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে প্রদান করে অনারারি ডি. লিট সম্মান। ১৯৬৫, ১৯৭২, ১৯৭৩ সালে সেরা মহিলা প্লেব্যাক পুরস্কার ও পান তিনি। ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল তাঁর নাম। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি।

২০২২ সালের ২৭ শে জানুয়ারি শ্বাসকষ্ট জনিত রোগে আক্রান্ত হলে পি জি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। পরে কোভিড -১৯ পজেটিভ হওয়ায় সেখান থেকে স্থানান্তরিত করা হয় অ্যাপোলো গ্লোনিগেলস হাসপাতালে। সেখানে একটু সুস্থও হয়ে উঠেছিলেন তিনি। কিন্তু কয়েকদিন পরে তাঁর শরীর ও স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে এবং একসময় সেটা আবার বাড়াবাড়ি পর্যায়েও পৌঁছায়। অবশেষে ১৫ই ফেব্রুয়ারি মারা যান তিনি। শিল্পীর কাছের মানুষজন এবং হাজার হাজার সঙ্গীত অনুরাগীদের উপস্থিতিতে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্পন্ন হয় তাঁর শেষকৃত্য।